প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৬৭

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, মিত্র ও ঘোষ হইতে প্রকাশিত এবং
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক ২৫, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কালিকা প্রেস লিঃ হইতে মুদ্রিত।

ভার্জিন সয়েল ঃ আইভান টুর্গেনেভ

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক আইভান সার্জেভিচ টুর্গেনেভ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষালাভ হয় মস্কোয়, সেণ্ট পীটার্সবার্গে ও বার্লিনে। ১৮৫০ সনে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং সাহিত্যসাধনায় একান্ত-ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর রচনা প্রকাশিত হবার পরই প্রথম পশ্চিম-ইয়োরোপের লোকেরা রুশ-সাহিত্যকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অন্যতম ব'লে স্বীকার করেন এবং তারপর ক্রমশ টলস্টয়, ডস্টয়েভ্স্কি প্রভৃতি বিখ্যাত রুশ-লেখকদের রচনার স ঙ্গ তাঁদের পরিচয় হয়।

টুর্গেনেভের প্রথম বই "স্পোর্ট্‌সম্যান্'স্ স্কেচেস্" বেরোয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। এই বইখানিতে রাশিয়ার দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি নিখুঁৎ ছবি আছে; দেশের 'দাস-প্রজা' (Serfs) প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় তার মূলে এ বইটি অনেকখানি কাজ করে। বইখানি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে এর লেখক নবজাগ্রত দেশবাসীর কাছ থেকে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন।

টুর্গেনেভ 'নিহিলিস্ট' এই শব্দটির প্রবর্তন করেন; তাঁর রচনা থেকে আমরা তদানীন্তন রাশিয়ার বহু চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারি। তাছাড়া. তাঁর বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণের নৈপুণ্যে আমরা যেমন বিস্মিত হই, তেমনি মুগ্ধ হই তাঁর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গীর উজ্জ্বল স্বকীয়তায়। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভার্জিন সয়েল', 'ফাদার্স এণ্ড সন্‌স্', 'রুডিন', 'টরেণ্ট্‌স্ অব্ স্প্রিং' প্রভৃতি সমধিক বিখ্যাত।

নিজের সুচিন্তিত মতবাদ অকুণ্ঠিত ভাষায় প্রকাশ ও প্রচারের জন্য টুর্গেনেভকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে হয়, এবং স্বদেশ ত্যাগ ক'রে তিনি জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন ফ্রান্সে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁর 'ভার্জিন সয়েল' বইখানি আকারে বড়। তর্জমা করবার সময় অনুবাদককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মূল বইখানির কিছু কিছু অংশ বর্জন করতে হয়েছে। অবশ্য গ্রন্থের প্রধান গল্পাংশ ও উপপাদ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে যত্নের ত্রুটি করা হয়নি। আশা করি তাতে এই অনুবাদখানি বাংলার পাঠকসাধারণের সমধিক উপভোগ্য হবে এবং এর ভিতর দিয়ে টুর্গেনেভের প্রতিভারও মোটামুটি পরিচয় তাঁরা সহজেই পেতে পারবেন।

ভার্জিন সয়েল

১

বসন্তকাল। বেলা তখন একটা হইবে। সেণ্ট পীটার্সবার্গ শহরের অফিসার্স স্ট্রীটের একখানি পাঁচতলা বাড়ির পিছনের সিঁড়ি দিয়া একটি যুবক উপরে উঠিতেছিল। যুবকের বয়স সাতাশ, বেশভূষা দীন ও মলিন।

সোজা উপরে উঠিয়া গিয়া সে একটি ঘরের দরজার সুমুখে আসিয়া থামিল। দরজা খোলাই ছিল, তবু সেইখানে দাঁড়াইয়াই সে মোটা ভারী গলায় ডাকিল, "নেজ্‌দানভ বাড়ি আছ ?"

"না, নেই। আমি আছি। এসো,"—ভিতর হইতে সাড়া আসিল। যে সাড়া দিল সে পুরুষ নয়, রমণী,—গলা শুনিয়া সহসা তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

আগন্তুক বলিল, "কে, মাশুরিনা ?"

"হ্যাঁ, আমি। তুমি কে ? অস্ত্রোদুমভ ?"

"হ্যাঁ," বলিয়া যুবক তাহার গায়ের কোটটি বাহিরে দেওয়ালের গায়ে একটা পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিয়া ঘরের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল।

ঘরখানি যেমন ছোট তেমনি অপরিচ্ছন্ন। দেওয়ালের রং ফিকে সবুজ। ঘরে আলো কম, দু'টি ছোট মরচেপড়া জানালার ভিতর দিয়া

একটু-আধটু যা আসে। ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে এক কোণে একখানি লোহার খাট, মাঝখানে একটি টেবিল, খানকতক চেয়ার, আর একটা আলমারিতে একরাশ বই।

টেবিলের ধারে যে মেয়েটি বসিয়া ছিল তাহার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। তাহার মাথা খালি, গায়ে কালো রঙের পোষাক, মুখে সিগারেট। অস্ত্রোদুমভ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতে সে মুখে একটি কথাও না বলিয়া কেবল হাতখানি তাহার দিকে বাড়াইয়া দিল। অস্ত্রোদুমভ তাহার হাতখানি ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিল বটে কিন্তু মুখে সেও কোনো কথাই বলিল না, একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া পকেট হইতে একটা আধপোড়া সিগার টানিয়া বাহির করিল, তারপর মাশুরিনার সাহায্যে সেটা ধরাইয়া লইয়া নীরবে টানিতে লাগিল। দু'জনের কাহারো মুখে কথা নাই, কেহ কাহারো দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল না পর্যন্ত,—এদিকে তাহাদের মুখের সিগার ও সিগারেটের নীলাভ ধোঁয়ার রাশ ঘরের বদ্ধ বাতাসে অবিশ্রাম পাক খাইয়া খাইয়া ফিরিতে লাগিল।

এই যুবক ও এই রমণীর চেহারায় কোথাও কিছুমাত্র মিল না থাকিলেও, স্বভাবের সরলতায়, চিত্তের সবলতায়, কর্তব্যে দৃঢ়তায় ও বিপদে কষ্টসহিষ্ণুতায় ইহাদের উভয়ের মধ্যে অনেকখানিই মিল আছে।

নীরবে কিয়ৎক্ষণ কাটিবার পর অস্ত্রোদুমভ জিজ্ঞাসা করিল, "নেজদানভের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?"

"হয়েছে। সে খানকতক বই নিয়ে লাইব্রেরিতে গেছে, এখুনি ফিরবে।"

"আজকাল সে সারাদিন টো টো ক'রে কোথায় ঘোরে বলো তো? তাকে ধরাই যে শক্ত!"

মাশুরিনা আর একটা সিগারেট বাহির করিয়া সেটা ধরাইতে ধরাইতে বলিল, "তার মন মোটেই ভালো নেই।"

"মন ভালো নেই!"—অস্ত্রোদুমভ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল। "এই বুঝি তার নিজের ভাবনা ভাববার সময়! আর বুঝি তার করবার কিছুই নেই, কোনো কাজই নেই হাতে? এদিকে কাজের ভাবনায় যখন আমাদের চোখে ঘুম নেই সে তখনো নিজের কথাই ভাবছে, নিজেরি মন নিয়ে খেলা করছে!"

মাশুরিনা এ কথার কোনো জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মস্কো থেকে কোনো খবর পেয়েছ?"

"পেয়েছি। আজ তিন দিন হ'ল একখানা চিঠি এসেছে।"

"কি লিখেছে?"

"আমাদের দু'তিন জনের এক্ষুনি সেখানে যাওয়া দরকার।"

"কেন? কাজ তো সেখানে ভালোই চলছে।"

"তা চলছে। ঠিক সেজন্যে নয়। দলের একটি লোককে ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না—তাকে সরাতে হবে। তাছাড়া আরো নানান্ কাজ আছে। ওরা তোমাকেও যেতে বলেছে।"

"চিঠিতে লিখেছে সে কথা?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ, আমি যাব। ডাক যখন পড়েছে, আমি তো আর 'না' বলতে পারিনে।"

"না, তা পারো না। কিন্তু যাব বললেই তো আর যাওয়া হয় না, টাকা চাই যে। এখন টাকা কোথায় পাই বলতে পারো?"

মাশুরিনা এক মুহূর্ত কী চিন্তা করিল, তারপর কতকটা আপন মনেই বলিল, "টাকা দেবে নেজদানভ।"

অস্ত্রোদুমভ বলিল, "আমিও ঠিক সেই আশা ক'রেই এসেছি।"

হঠাৎ কি ভাবিয়া মাশুরিনা জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠিখানা সঙ্গে এনেছ ?"

"এনেছি বই কি। দেখবে ?"

"না, থাক্‌গে। নেজদানভ আসুক, তারপর দেখব। তখন একসঙ্গেই পড়া যাবে।"

"বেশ, তাই পোড়ো। আমি সত্যকথাই বলেছি, তুমি কোনো সন্দেহ কোরো না।"

"সন্দেহ আমি করিনি, একটুও না।"

ইহার পর আর কোনো কথা হইল না, উভয়ে আগের মতো ঠিক একই ভাবে নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া মাশুরিনা চাপা গলায় বলিল, "ঐ সে আসছে !"

কিন্তু যে আসিল সে আর যেই হোক নেজদানভ নয়।

লোকটি খর্বকায় ও কুৎসিত। দেহটি শীর্ণ, মাথাটি গোল, নাকটি থাঁদা, হাত দু'খানি খাটো, আর পা দু'টি এমন সরু ও বাঁকা যে, একটু খোঁড়াইয়া না চলিয়া তাহার উপায় নাই। চওড়া কপালে একজোড়া মোটা কালো ভুরুর তলায় ক্ষুদে ক্ষুদে গোল গোল দু'টি উজ্জ্বল কটা চোখ যেন কৌতুকে নাচিতেছে। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি লাগিয়াই আছে। মুখখানি দেখিলেই হাসি পায়।

কিন্তু মাশুরিনা বা অস্ত্রোদুমভ কেহই তাহাকে দেখিয়া হাসিল না, বরঞ্চ তাহাকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ের মুখে একটা বিরক্তি ও অবজ্ঞার ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, যেন উভয়েই মনে মনে ভাবিতেছে, "কি আপদ !"—অথচ যে যেমন বসিয়া ছিল ঠিক তেমনি বসিয়া রহিল, একটুও নড়িল না, একটি কথাও বলিল না।

নূতন আগন্তুকটি যেন ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। এই নীরব উপেক্ষায় তাই সে কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না, এতটুকু দমিয়াও গেল না, বরং মনে মনে যেন কিছু কৌতুক অনুভব করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, "বলি, ব্যাপার কি গো? তিনটি না হয়ে আজ দু'টি যে! আর একটি কোথায়?"

অস্ত্রোদুমভ গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি নেজদানভের কথা বলছেন, মিঃ পকলিন?"

পকলিন বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, মিঃ অস্ত্রোদুমভ!"

"সে এখুনি ফিরবে।"

"শুনে আশ্বস্ত হওয়া গেল।"

বলিয়া পকলিন মাশুরিনার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে সে একবার ভ্রূকুটি করিয়া আগের মতই নিঃশব্দে সিগারেট টানিতে লাগিল।

"মাশুরিনার খবর কি গো? বলি, আছ কেমন?"

"সে খোঁজে আপনার কি দরকার? আমি কেমন আছি জানবার জন্যে আপনার অত মাথাব্যথা কেন? আমি এখনো মরিনি, বেঁচেই আছি, দেখতেই তো পাচ্ছেন।"

"তা দেখছি বই কি, নিশ্চয় দেখছি! তুমি যে বেঁচে আছ তাতে আর কোনো ভুল নেই। নইলে কি আজ ঠিক এই সময়ে এইখানে এসে আমি তোমার দেখা পেতুম, না তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারতুম?—নাঃ, সে আর কিছুতেই হয়ে উঠত না।"

"কিন্তু, আমার খবর নিতে, আমার সঙ্গে দেখা করতে, আমার সঙ্গে কথা কইতে কে আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়েছে শুনি?"

পকলিন কেমন এক রকম করিয়া হাসিল, তারপর একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া বলিল, "যাক্‌গে। ও কথা আর নয়। দাও, তোমার

হাতখানা দাও। মিছিমিছি রাগ করতে নেই। আমি জানি, তুমিও জানো, আমি তেমন কিছুই বলিনি।—কই, দেখি তোমার হাতখানা!"

বলিয়া পকলিন নিজের হাতখানি বাড়াইয়া দিল মাশুরিনার দিকে। মাশুরিনাও তাহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া ধীরে ধীরে নিজের হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে পকলিন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, বলো দেখি মাশুরিনা, বলো দেখি অস্ত্রোদুমভ, আমার যে-কোনো কথাতেই তোমরা অমন চট্ ক'রে চ'টে যাও কেন? আমি কি কিছুতেই তোমাদের মন পাব না? তোমরা কি কোনদিনই আমায় বিশ্বাস করতে পারবে না?—অথচ আমি—"

তাহাকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই অস্ত্রোদুমভ বলিল, "মাশুরিনা মনে করে, যে মানুষ সব তাতেই অমন ক'রে হাসে, সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দেওয়া যার স্বভাব, তাকে কোনমতেই বিশ্বাস করা চলে না। মাশুরিনা একা নয়, আমাদের সকলেরই ঠিক ঐ ধারণা।"

পকলিন বলিল, "শোনো অস্ত্রোদুমভ, আমার সম্বন্ধে ঐ ভুলটা অনেকেই করে আমি জানি। এটা আমার উপর অবিচার। প্রথমত, আমি যে সব-সময় হাসি এই কথাটাই মিথ্যে। আর হাসিই যদি, তাতেই বা কি? কেবল হাসি ব'লেই কিছুতে আমায় বিশ্বাস করা চলবে না এযে তোমাদের কী যুক্তি আমি তো ভেবে পাইনে। দ্বিতীয়ত, তোমাদের বিশ্বাসের মর্যাদা আমি যে রাখতে জানি তার প্রমাণ তোমরা এর আগেও দু'একবার পেয়েছ। তবু কি তোমরা বলবে আমি বিশ্বাসের যোগ্যই নই?"

অস্ত্রোদুমভ কিছু বলিবার পূর্বেই পকলিন পুনরায় কথা কহিল। তখন তাহার মুখে হাসির চিহ্নমাত্র নাই।

"না, সব সময় আমি কখ্খনো হাসিনে! স্ফূর্তিবাজ লোক আমি সত্যিই নই। দেখো দেখি একবার আমার মুখের পানে চেয়ে!"

অস্ত্রোদুমভ চাহিয়া দেখিল। বাস্তবিকই পকলিন যখন কথা না বলে, আদৌ না হাসে, তখন তাহার সারা মুখে একটা কেমন ক্লান্ত করুণ শঙ্কাতুর ভাব ফুটিয়া উঠে; কিন্তু কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মুখের ভাব একেবারে বদলাইয়া গিয়া তাহার চোখেমুখে একটা সকৌতুক চাপা হাসির বাঁকা বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়।

অস্ত্রোদুমভ দেখিল, কিন্তু কোনো মন্তব্যই করিল না। পকলিন তখন মাশুরিনার দিকে ফিরিয়া আবার তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর, তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে, মাশুরিনা? ঠেকছে কেমন? মানুষের সেবা আর পরিচর্যার কাজটা যে খুবই ভালো তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু, কি জানো, আমার মনে হয়, যে মানুষটি সবে এই পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলেছে, তার সংসারের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাকে ঠিকমতো গ'ড়ে তোলা খুবই শক্ত।"

"না, শক্ত মোটেই নয়। অবিশ্যি যতদিন সে মাথায় আপনাকে ছাড়িয়ে না যায়!"

এই খোঁচাটুকু দিতে পারিয়া এতক্ষণে মাশুরিনার মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দিল।

অল্পদিন আগেই মাশুরিনা ধাত্রীবিদ্যার পরীক্ষায় পাশ করিয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছে। এক দরিদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাহার জন্ম। দক্ষিণ রাশিয়ায় কি-একটা গ্রামে তাহাদের বাড়ি ছিল। বছর দুই আগে হাতে সামান্য কিছু পথখরচা লইয়া সে দেশ ছাড়িয়া মস্কোয় চলিয়া আসে। সে আজও বিবাহ করে নাই, তাহার চরিত্রে কোথাও

কোনো কলঙ্কও স্পর্শ করে নাই। তাহার রূপহীনতার কথা স্মরণ করিয়া আপনারা হয়তো বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করিবেন, "তা সে আর তেমন বিচিত্র কি!" কিন্তু আমরা তবু বলিব, সেই তখনকার দিনে রুশীয় সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত সত্য সত্যই বিরল, এবং সেইজন্যই বিস্ময়কর। —যাক সে কথা।

পকলিন হাসিয়া বলিল, "খাসা জবাবটি দিয়েছ, মাশুরিনা! এবার আমায় হার মানতেই হ'ল। আমি যে সত্যিই খুব বেঁটে এই কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্ছ তো? তা বেশ, তা বেশ! কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল না। আমি তা ভালো ক'রেই জানি।"

কথাটা সত্য, এবং অত্যন্ত নির্মম সত্য। তাহার চেহারাটা যে চাহিয়া দেখিবার মতো মোটেই নয় এ চিন্তা অনুক্ষণ তাহাকে ভিতরে ভিতরে এমন করিয়া পীড়া দেয় যে, সে তাহা কোনমতেই ভুলিতে পারে না। ইহার আরো একটা গভীর কারণ ছিল। মেয়েমহলে তাহার আনাগোনা যদি বা আছে, আদর নাই। মেয়েদের সঙ্গ, মেয়েদের সখ্য তাহার পরম কাম্য। তাহাদের একটু মন পাইতে, একটিবার তাহাদের চোখে পড়িতে সে সব কিছুই করিতে পারে। কিন্তু রূপ ও আকৃতির দিক দিয়া বিধাতা তাহাকে এমন করিয়াই বিড়ম্বিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, সুন্দরী মেয়েরা তাহাকে দেখিলেই ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লয়,—এজন্য তাহার মনে মনে ক্ষোভ ও পরিতাপের অবধি নাই।

তাই পকলিন এ প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া চট্ করিয়া কথাবার্তার মোড় ফিরাইয়া দিল, বলিল, "কিন্তু আজ আমরা যার অতিথি তারই যে এখনো দেখা নেই! কোথায় ডুব মারল সে? বলি, কারো প্রেমে পড়েনি তো?"

মাশুরিনা আর একবার তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া তাহার পানে তাকাইল।

"সে লাইব্রেরিতে গিয়েছে বই আনতে। প্রেমে পড়বার তার সময় নেই, সুযোগও নেই।"

পকলিন বলিতে যাইতেছিল, "কেন, তুমিই তো রয়েছ!" কিন্তু তাহা না বলিয়া সে বলিল, "তার সঙ্গে দেখা না ক'রেও আমি যেতে পারছিনে, একটা জরুরী কথা ছিল।"

অস্ত্রোদুমভ জিজ্ঞাসা করিল, "কি, আমাদের কোনো ব্যাপার নাকি?"

"ধরো, তোমাদেরই। মানে, আমাদের সকলেরই।"

মাশুরিনা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "ঐ, ঐ আসছে সে! এবার আর ভুল নয়।"

তাহার উৎসুক দুটি চোখ তখন দরজার দিকে। চোখদুটি সুন্দর নয়, কিন্তু দেখা গেল যেন ভিতর হইতে কিসের একঝলক আলো আসিয়া পড়িয়া সহসা সে চোখের দৃষ্টি যেমন উজ্জ্বল তেমনি কোমল ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে।

দরজা খুলিয়া গেল। যে সুদর্শন যুবকটি ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার বয়স তেইশ, মাথায় টুপি, হাতে খানকতক বই।

নেজদানভ।

২

দরজায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া একবার সে ক্ষণেকের জন্য অভ্যাগতদের উপর চোখ বুলাইয়া লইল, তারপর ঘরে ঢুকিয়া টুপি আর বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শয্যার একপ্রান্তে গিয়া বসিয়া পড়িল। ইহাদের দেখিয়া সে খুশি হইতে পারে নাই, তাহার ম্লান অথচ সুন্দর মুখখানিতে একটা বিরক্তি ও উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে,—আর বোধ করি সেই জন্যই সে মুখখানি আরো বেশি ম্লান ও করুণ মনে হইতেছে।

মাশুরিনা ও অস্ত্রোদুমভ মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই পকলিন বলিয়া উঠিল, "তবু যাহোক এতক্ষণে আমাদের রাশিয়ার হ্যামলেটটির দেখা পেলুম! বলি, ব্যাপার কি, এলেক্সি দিমিত্রি? অমন শুকনো ঠেকছে কেন? নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে, কিংবা নিশ্চয় কোনো কিছুই হয়নি। কোন্‌টা সত্যি?"

নেজদানভ রাগিয়া গেল, বলিল, "চুপ করো, রাশিয়ার মেফিস্টো-ফিলিস্! তোমার ঐ নির্বোধের মতো রসিকতা সব সময় ভালো লাগে না।"

পকলিন হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ভুল হচ্ছে কিন্তু! যে রসিক, সে কিছুতেই নির্বোধ নয়, আর যে নির্বোধ, সে রসিক হ'তেই পারে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে! তুমি যে ভয়ঙ্কর বুদ্ধিমান্ তা জানি। এইবারে থামো।"

"নাঃ, তোমার মেজাজ ঠিক নেই। বলি, কি হয়েছে খুলেই বলো না শুনি।"

"হবে আবার কি! এ শহরে কি আর বাস করা চলে! যেখানে যাও, যেদিকে চাও, দেখবে কেবল নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, বর্বরতা—দেখবে কেবল অত্যাচার, অনাচার, অবিচার। আর আমার এখানে একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছে নেই!"

অস্ত্রোদুমভ জিজ্ঞাসা করিল, "এইজন্মেই বুঝি তুমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছ বাইরে কোথাও কোনো কাজ পেলে সেণ্ট পীটার্সবার্গ ছেড়ে চ'লে যেতেও তোমার আপত্তি নেই, কেমন?"

"হাঁ। এ শহর ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু কাজ আমায় দিচ্ছে কে।"

মাশুরিনা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল। মুখ না ফিরাইয়াই সে বলিল, "এখানেও তোমার কাজ বড় কম নেই। আগে সেগুলো শেষ করো।"

নেজদানভ তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ?"

মাশুরিনা অস্ত্রোদুমভকে দেখাইয়া বলিল, "ওকে জিজ্ঞেস করো।"

নেজদানভ অস্ত্রোদুমভের দিকে ফিরিতে সে বলিল, "বলছি। একটু পরে।"

এই সময় পকলিন আবার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এলেক্সি, তামাসা নয়, সত্যিই কোনো খারাপ খবর পেয়েছ নাকি?"

নেজদানভ বিছানা ছাড়িয়া তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে গর্জন করিয়া উঠিল, "আর তুমি কি চাও? রাশিয়ার অর্ধেক লোক না খেতে পেয়ে তিল তিল ক'রে শুকিয়ে মরছে! তাব উপর চারিদিকে গুপ্তচর, চারিদ্রিকেই উৎপীড়ন, মিথ্যাচার, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা! তবু তোমার মন উঠছে না? এর পরেও তোমার আরো কিছু নতুন খবর চাই? তুমি কি মনে

করো আমি রহস্য করছি?..."এইখানে গলার স্বর অনেকখানি নামাইয়া দিয়া সে বলিল, "...বেসানভ্‌কে ওরা গ্রেপ্তার করেছে। লাইব্রেরিতে শুনে এলুম।"

শেষের কথাটুকু কানে যাইতেই মাশুরিনা ও অস্ত্রোদুমভ চকিত হইয়া একসঙ্গে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল।.

নেজদানভ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিল, "কিন্তু ওকে ধরিয়ে দিলে কে? কার এমন দুর্মতি হ'ল?—আমি যে কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে!"

পকলিন বলিল, "ধরিয়ে দিয়েছে কোনো বন্ধু, সন্দেহ নেই। এসব কাজে বন্ধুদের বেশ হাতযশ আছে শুনতে পাই।"

পলকের জন্য অস্ত্রোদুমভ ও মাশুরিনার চোখোচোখি হইল।

অস্ত্রোদুমভ এইবার কাজের কথা পাড়িল, তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলিল, "এলেক্সি দিমিত্রি, মস্কো থেকে ভেসিলি নিকোলিভিচ একখানা চিঠি পাঠিয়েছে।"

নেজদানভ কেমন একটু চমকিয়া উঠিয়া মাথা নিচু করিল। বলিল, "কি লিখেছে?"

"আমাদের মস্কোয় যেতে হবে। মাশুরিনাও যাবে।"

"ওকেও চাই?"

"হাঁ, তাই লিখেছে।"

"বেশ। তাই কী?"

"টাকা চাই যে।"

নেজদানভ উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

"কত চাই?"

"তা খুব কম ক'রেও পঞ্চাশ রুবল্‌ তো বটেই।"

"আমার হাতে এখন কিছুই নেই। তবে কিছু আমি জোগাড় করতে পারব। চিঠিখানা এনেছ?"

"হাঁ, এই যে···মানে ··এনেছি বই কি···"

পকলিন বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, তোমরা আমার কাছে সব কিছুই লুকোতে চাও কেন বলো তো? হয়তো তোমাদের সঙ্গে সব বিষয়ে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু তাই ব'লে আমি কি জেনেশুনে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারি?"

অস্ত্রোদুমভ বলিল, "ইচ্ছে ক'রে না হোক, ভুল ক'রে?"

"ইচ্ছে ক'রেও নয়, ভুল ক'রেও নয়!···মাশুরিনা আমার পানে চেয়ে মুখ টিপে হাসছে···কিন্তু—"

"কে বললে আমি হাসছি!"—মাশুরিনা রাগে ফাটিয়া পড়িল।

সে কথায় কান না দিয়া পকলিন বলিয়া চলিল, "কিন্তু কে যে তোমাদের যথার্থ হিতৈষী বন্ধু সেটা চিনে নেবার মতো চোখ তোমাদের নেই একথা আমি বলবই। যে মানুষ প্রাণ খুলে হাসতে জানে, তোমাদের মতে সে বিশ্বাসের যোগ্যই নয়—"

"নয়ই তো!"—মাশুরিনা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

পকলিন দমিল না, বরং আরো জোর দিয়া বলিল, "শোনো। তোমাদের টাকা চাই। নেজদানভ এখন দিতে পারছে না, কিন্তু আমি পারি।"

নেজদানভ জানালায় দাঁড়াইয়া ছিল, কথাটা কানে যাইতেই সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না। দরকার নেই। টাকা আমি জোগাড় করতে পারব। আমার মাসোহারা থেকে আগাম কিছু নেব। তাছাড়া, হয়তো আমার কিছু পাওনাও আছে।—কই, দেখি চিঠিখানা।"

অস্ত্রোদুমভ একবার একটু ইতস্তত করিল, একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, নিচু হইয়া, এক পায়ের পা-জামা তুলিয়া ধরিয়া, জুতার ভিতর হইতে অতি সাবধানে একখানা নীল রঙের কাগজ টানিয়া বাহির করিল। কি ভাবিয়া কাগজখানায় একবার একটা টোকা মারিয়া একবার একটু ফুঁ দিয়া সেখানা নেজদানভের হাতে তুলিয়া দিল। নেজদানভ চিঠিখানার ভাঁজ খুলিয়া মন দিয়া সবটুকু পড়িয়া লইয়া মাশুরিনার হাতে দিল। তাহার পড়া শেষ হইবামাত্র পকলিন হাত বাড়াইল, কিন্তু তাহাকে না দিয়া মাশুরিনা নেজদানভের হাতেই চিঠিখানা ফিরাইয়া দিল। নেজদানভ অসহ্য ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া সেই গোপনীয় পত্রখানি ছুঁড়িয়া দিল পকলিনের দিকে। পকলিন ছোঁ মারিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া গভীর মনোযোগের সহিত প্রতিটি লাইন পড়িয়া দেখিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

অস্ত্রোদুমভ তখন চিঠিখানা হাতে লইয়া দেশলায়ের কাঠি জ্বালিয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দিল, এবং দেখিতে দেখিতে উহা ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

সকলেই নীরব, নিস্পন্দ। মিনিট দুই এইভাবে কাটিল। তারপর সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমেই কথা কহিল পকলিন।

"আমার একটা কথা তোমরা রাখবে? দেশমাতৃকার পূজায় আমি যদি সামান্য কিছু অর্ঘ্য এনে দিই—তোমরা নেবে? সবটা না হোক, অন্তত বিশ কি ত্রিশ রুবল্ যদি আমি দিই?"

নেজদানভ একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "চাইনে, চাইনে, চাইনে—কতবার তোমায় বলব! তোমার দান আমি নিজেও নেব না, কাউকে নিতেও দেব না। টাকা

আমিই জোগাড় করতে পারব, সেজন্যে আর কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

পকলিন বলিল, "দেখ এলেক্সি, তুমি একজন বিপ্লবী, অথচ তোমার মেজাজটা ঠিক সাম্যবাদীদের মতো মোটেই নয়।"

"অর্থাৎ, সেটা রাজা-রাজড়ার মতো—কেমন?"

"তা কতকটা তাই বই কি।"

"হুঁ। তোমার ইঙ্গিতটা বুঝেছি। তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাও আমি জারজ সন্তান, আমার শিরায় আছে এক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের রক্ত,—কেমন, এই তো? কিন্তু কষ্ট ক'রে সেটা তোমার মনে করিয়ে না দিলেও চলত। আমি তা ভুলিনি।"

পকলিন হতাশ ভাবে একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল, "শোনো কথা! বলি, আমি কি তাই বললুম? তুমি যদি আমার সব কথারই অমন কদর্থ করো তাহ'লে কি-ক'রে পারি বলো তো? —নাঃ, আমাকে এখন উঠতেই হ'ল দেখছি। আজ যে তোমার কি হয়েছে, তোমাকে বোঝাই দায়।"

চলিয়া যাইবে মনে করিয়াই হয়তো পকলিন টুপিটা হাতে তুলিয়া লইল, কিন্তু যাওয়া তাহার হইল না, বাহির হইতে কাহার কণ্ঠস্বর কানে আসিল।

"মিঃ নেজদানভ আছেন?"

কণ্ঠস্বর পুরুষের, কিন্তু অত্যন্ত কোমল ও মধুর। সকলে চকিত হইয়া সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, কিন্তু কেহই সাড়া দিল না।

"মিঃ নেজদানভ বাড়ি আছেন?"—ঠিক তেমনি মিষ্ট কণ্ঠে আবার সেই ডাক।

নেজদানভ অগত্যা নিজেই সাড়া দিয়া বলিল, "হাঁ, আছি।"

দরজা ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। যে সৌম্যদর্শন ভদ্রলোকটি ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন তাঁহার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেহখানি দীর্ঘ ও সুগঠিত। বেশবাস সুপরিচ্ছন্ন ও অত্যন্ত শোভন। তাঁহার আচরণে একটা অকৃত্রিম সৌজন্যের লক্ষণ এতই সুস্পষ্ট যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেই সসম্ভ্রমে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৩

নবাগত ভদ্রলোকটি প্রসন্ন হাসিমুখে নেজদানভের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "মিঃ নেজদানভ, আপনার হয়তো মনে আছে, সেদিন থিয়েটারে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, একটু-আধটু আলাপও হয়েছিল। আশা করি আপনি এরি মধ্যে ভুলে যাননি?"

বলিয়া ভদ্রলোক একটু থামিলেন, নেজদানভ যদি কিছু বলে এই আশায়। সে কিন্তু কিছুই না বলিয়া একবার মাথাটা সামান্য নিচু করিয়া একটু নমস্কার করিল মাত্র। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত তাহার মুখখানি তখন লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

আগন্তুক পুনরায় সুরু করিলেন, "আপনি কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আমি দেখেছি। সেইটের সম্পর্কেই আপনার সঙ্গে আমার একটু আলোচনা ছিল, সেইজন্যেই আজ এসেছি। অবিশ্যি এঁদের কারো যদি কোনো অসুবিধে না হয়…" বলিয়া তিনি কুণ্ঠিতভাবে প্রথমে মাশুরিনা ও পরে পকলিন ও অস্ত্রোদুমভের দিকে তাকাইলেন।

"না, না, মোটেই না।" বলিয়া নেজদানভ তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার তাঁহার দিকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "আপনি বসুন।"

আগন্তুকের কথার ইঙ্গিতটা সকলেই বুঝিল। মাশুরিনা, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোদুমভ, ঘর ছাড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। গেল না শুধু পকলিন। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই ঘরেরই এক কোণে একখানা চেয়ারে গিয়া চাপিয়া বসিল! তাহার মনে তখন কিসের একটা উদগ্র কৌতূহল, সকৌতুক চাপা হাসি চোখেমুখে।

নেজদানভ ও আগন্তুক দুইজনে দুইখানি চেয়ারে মুখোমুখি বসিবার পর আগন্তুক বলিতে সুরু করিলেন, "আপনি হয়তো আগেও আমার কথা শুনে থাকবেন—আমার নাম সিপিয়াগিন।"

থিয়েটারে কেমন করিয়া তাঁহার সহিত নেজদানভের দেখা হইয়াছিল সেই ইতিহাসটুকু আগে বলি।

দুই তিন দিন পূর্বে একদিন সন্ধ্যাবেলা নেজদানভ কি-একটা নামকরা নাটকের অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে যায়। সেখানে গিয়া দেখিল টিকিটঘরের সামনে বেজায় ভিড়। তখন অল্পদামের টিকিট কিনিবার আশা ত্যাগ করিয়া সে ঝোঁকের মাথায় পকেটে তিন রুবলের যে একখানি মাত্র নোট ছিল তাহা দিয়া একখানা 'স্টল'-এর টিকিট কিনিয়া নির্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিল। চারিদিকে চাহিতেই তাহার চোখে পড়িল, বাকি আসনগুলি দখল করিয়া বসিয়া আছেন যত সব উচ্চ রাজকর্মচারী আর শহরের বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের গণ্যমান্য লোক। সকলের গায়েই দামী চটকদার পোষাক, দেখিলে চোখ ঝল্‌সাইয়া যায়। নিজের দীন ও অপরিচ্ছন্ন বেশভূষার দিকে চাহিয়া তাহার অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল, নিজের উপর রাগও বড় কম হইল না। তাহার ঠিক ডানদিকে বসিয়া ছিলেন একজন সেনানায়ক, তাঁহার বুকে নানা আকারের অনেকগুলি স্বর্ণপদক ঝলমল করিতেছে।

আর বাঁ-দিকে বসিয়া ছিলেন আজকের এই আগন্তুক সিপিয়াগিন। সেনানায়কটি মাঝে মাঝে নেজদানভের দিকে তাকাইতেছিলেন, তাঁহার সে চাহনীতে বিস্ময়, বিরক্তি ও ঘৃণার ভাব এমন তীব্র হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল যেন তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না হঠাৎ এ আপদ এখানে আসিয়া জুটিল কেমন করিয়া। নেজদানভ স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এখানে সে সব দিক দিয়া সকল রকমেই অশোভন, অনীপ্সিত, অপাংক্তেয়। নিষ্ফল ক্রোধ ও অক্ষম ঈর্ষায় বুকের ভিতরটা জ্বলিতে থাকিলেও, মনের সে ভাব যথাসাধ্য গোপন করিয়া সে কঠিন ও নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

সিপিয়াগিনও আড়চোখে তাহাকে দেখিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে দৃষ্টিতে বিরক্তি বা অপ্রসন্নতার চিহ্নমাত্র নাই। অভিনয়ের বিরতির ফাঁকে ফাঁকে দর্শকেরা অনেকেই যখন নাট্যকার, নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনায় মাতিয়া উঠিবার চাঞ্চল্যে এ উহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, নেজদানভের পক্ষে সেই সময়টাই সবচেয়ে অস্বস্তিকর মনে হইতেছিল। ঠিক সেই সময়ে এক ফাঁকে অকস্মাৎ সিপিয়াগিন অত্যন্ত শান্ত ও মৃদু কণ্ঠে তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "আপনার কেমন লাগছে?"

নেজদানভ একেবারে চমকাইয়া উঠিল, উত্তেজনায় তাহার বুকের ভিত্তরটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল, কী জবাব দেওয়া উচিত হইবে ভাবিয়া না পাইয়া আলোচনার প্রথম দিকটায় সে কেবল 'হুঁ' 'হাঁ' করিয়া তাঁহার কথায় সায় দিয়া গেল। কিন্তু তাহার এই মান্য শ্রোতাটির ঐকান্তিক আগ্রহ ও অদম্য কৌতূহল দেখিয়া তাহার উৎসাহ বাড়িয়া গেল, এবং সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া সে অকপটেই নিজের অভিমত ব্যক্ত করিল; বলিল, নাট্যকারের প্রতিভাকে সে অস্বীকার

করে না, কিন্তু নাটকের একটি চরিত্রের ভিতর দিয়া নব্য রাশিয়ার সকল আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সাধনাকে তিনি যেভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা সে কোনমতেই সমর্থন করিতে পারে না।

তারপর ক্রমে সমাজ ও রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠিল,—বর্তমান রুশীয় জীবনের নানা সমস্যা, নানা দুঃখ-দুর্গতি ও অনাচার-অত্যাচার সম্বন্ধে সে অনর্গল অনেক কিছুই বকিয়া গেল,—পরম ধৈর্যশীল শ্রোতাটিও অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সব কথাই শুনিলেন।

অভিনয় শেষ হইলে সিপিয়াগিন নেজদানভের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এমন সময় এক বন্ধুর সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। বন্ধুটি একজন পদস্থ রাজকর্মচারী। তিনি 'প্রিন্স জি' নামে সকলের কাছে পরিচিত।

সিপিয়াগিনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "আমি আমার বক্স থেকেই তোমায় দেখতে পেয়েছিলুম। এতক্ষণ যার সঙ্গে গল্প করছিলে, জানো ও কে?"

"না। তুমি ওকে চেনো নাকি? দেখলুম ছেলেটি অনেক কিছু জানে শোনে। কে ও?"

প্রিন্স তাঁহার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, "আমার ভাই।...মানে, আমার পিতার জারজ সন্তান...। বাবা ভাবতেই পারেননি ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে, তাই তিনি ওর নাম রেখেছেন 'নেজদানভ', মানে, 'অবাঞ্ছিত' বা 'অনাহূত' যা বলো। কিন্তু তাই ব'লে বাবা ওকে একেবারে জলে ভাসিয়ে দেননি, ওর দিকে তাঁর বরাবরই নজর ছিল। আমরা ওকে আজও কিছু কিছু মাসোহারা দিই। ওর মাথা ভালো, বিস্তর পড়াশুনোও করেছে। কিন্তু অতটা ওর সইবে কেন। মনে হচ্ছে ও আজকাল সাম্যবাদের ভক্ত হয়ে

উঠেছে! ওর সঙ্গে আমাদের যেটুকু যা সম্বন্ধ ছিল তাও এবার চুকল। আচ্ছা, তাহ'লে চলি, আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে।"

এই ঘটনার পরদিন কাগজে নেজদানভের বিজ্ঞাপন দেখিয়া সিপিয়াগিন আজ আসিয়াছেন তাহার সঙ্গে দেখা করিতে।

বলিলেন, "আপনার বিজ্ঞাপনে দেখলুম আপনি একটা কোনো কাজ চান। আচ্ছা, আমি যদি কোনো কাজ আপনাকে দিই, আপনি নেবেন? আমার ছেলেটির বয়স আট বছর, তার বেশ মাথা আছে ব'লেই তো মনে হয়, তাকে ইতিহাস আর ব্যাকরণ পড়াবার ভার আপনার হাতে দিতে চাই, আপনি তো ঐ দুটো বিষয়ের কথাই বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছেন। গ্রীষ্ম আর শরৎকালটা আমরা পাড়াগাঁয়ে কাটাই, এখান থেকে সে অনেক, অনেক দূর। ছুটির এই ক'টা মাস আপনি আমাদের সেই দেশের বাড়িতে কাটিয়ে আসবেন চলুন না। আপনাকে পেলে আমরা সবাই খুব খুশি হব। আমার বাড়িটা বেশ বড়ই, সামনে প্রকাণ্ড বাগান, কাছেই নদী,—জায়গাটার জলহাওয়া চমৎকার। আপনার ভালো লাগবে ব'লেই আমার বিশ্বাস। কি বলেন, যাবেন? অবিশ্যি আপনাকে কত দিতে হবে সেটাও আমার জানা চাই। তবে আপনার যদি যেতে আর কোনো বাধা না থাকে তাহ'লে টাকাকড়ির দিক দিয়ে বাধবে না আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি।"

নেজদানভ এতক্ষণ সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিল। সে ভাবিয়াই পাইল না ব্যাপার কি। দুনিয়ায় এত লোক থাকিতে এই ভদ্রলোক বিশেষ করিয়া তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিলেন কেন? কোথায় এই ঐশ্বর্যশালী সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ, আর কোথায় সে! উভয়ের মিল কোথায়? তাহার মধ্যে এমন কী দেখিতে পাইলেন তিনি?

তাহাকে সম্পূর্ণ নীরব দেখিয়া সিপিয়াগিন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি কোনো অসুবিধে হবে ?"

নেজদানভের চমক ভাঙিল। সে বলিয়া উঠিল, "না, না, অসুবিধে হবে কেন…এ তো আমার সৌভাগ্য…কিন্তু আমি ভাবছি…মানে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে…আমাকে আপনি কতটুকুই বা জানেন…আমার কোনো প্রশংসাপত্রও তো নেই…তাছাড়া, সেদিন থিয়েটারে ব'সে আমার মুখে যে সব কথা আপনি শুনেছেন তাতে আমার উপর আপনার মনটা বিরূপ হওয়াই তো স্বাভাবিক—"

"ঐখানেই তুমি ভুল করছো, এলেক্সি—আমি বাপু তোমাকে তুমিই বলব, কী-ই বা তোমার বয়স! হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার নাম তো এলেক্সি দিমিত্রি, কেমন ?—তা দেখ, বয়স আমার যাই হোক, মতামতের দিক দিয়ে আমি অনেকটা একেলে। তবে কি জানো, তোমাদের এখন কাঁচা বয়স, দেহে তাজা রক্ত, তাই তোমাদের কথায় ও কাজে একটু-আধটু বাড়াবাড়ি না হয়েই যায় না। সেটুকু বাদ দিয়ে তোমার আসল মতামত আমি সেদিন যেটুকু যা জেনেছি তাতে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। তোমার উৎসাহ দেখে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি। যাক্, তুমি তাহ'লে রাজী তো ?"

"হাঁ। আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কেবল একটি কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি। আপনার ছেলেটিকে আমি শুধু পড়াব, তাব আর কোনো ভার আমি নিতে পারব না। আর সব দিক দিয়ে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকতে চাই।"

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি জানি, সে লোক তুমি নও। আচ্ছা, এইবার টাকাকড়ির কথাটা সেরে নেওয়া যাক্।

তোমার যাতায়াতের খরচা অবিশ্যি আমিই দেব, তাছাড়া মাসে একশো রুবল্ হ'লে তোমার চলবে ?"

নেজদানভের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

"আমি আরো কম চাইব ভাবছিলুম...কারণ—"

"বেশ, তাহ'লে আমার ঐ কথাই রইল। কথা যখন পাকাই হয়ে গেল, তখন আর দেরি কেন, চলো না আমরা দু'একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি। কাজ তোমার আজ থেকেই সুরু হ'ল কিন্তু, এখন থেকে তুমি আমাদের একেবারে ঘরের লোক। ছেলেকে নিয়ে আমার স্ত্রী আগেই চ'লে গেছেন,—এখন সেখানে বসন্তের যা শোভা ! আমি যে এমন কেজো মানুষ আমারো মন প'ড়ে আছে সেইখানে, যদিচ আমার মধ্যে কাব্যরসের ছিটে-ফোঁটাও তুমি খুঁজে পাবে না। ফুলের দিন এলেই আমি শহরের শেকল কেটে পাড়াগাঁয়ে পালাই। এ আমার অনেকদিনের নেশা। আচ্ছা তাহ'লে—"

বলিতে বলিতে পকেট হইতে একখানি চমৎকার কার্ড বাহির করিয়া নেজদানভের হাতে দিলেন।

"এই আমার ঠিকানা রইল। কাল বেলা বারোটায় আমার সঙ্গে একবার তুমি দেখা কোরো। তখন আর সব কথাবার্তা হবে। কেমন ?"

বলিয়া তিনি নেজদানভের হাত ধরিলেন। তারপর, "হ্যাঁ, ভালো কথা," বলিয়া গলার সুর অনেকটা নামাইয়া মাথাটা একদিকে একটু হেলাইয়া বলিলেন, "যদি তোমার টাকাকড়ির দরকার থাকে আমাকে বলো, লজ্জা কোরো না। তোমার একমাসের মাইনে তুমি তো আগাম নিতেও পারো।"

নেজদানভ কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না। আগের মতই বিস্মিত

ও বিমূঢ় ভাবে সিপিয়াগিনের হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্ন মুখের পানে সে নীরবে চাহিয়া রহিল।

সিপিয়াগিন আবার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলো, টাকার দরকার নেই?" তখন সে মাথাটা নিচু করিয়া বলিল, "আচ্ছা সে যা হয় আপনাকে কাল বলব।"

"বেশ। তাহ'লে আমি চলি। কাল আবার দেখা হবে।"

বলিয়া সিপিয়াগিন নেজদানভের হাতে আর একবার চাপ দিয়া হাত ছাড়িয়া দিলেন।

তিনি যাইবার উপক্রম করিতেই নেজদানভ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, দয়া ক'রে বলবেন? আমার নাম আপনি কার মুখে শুনলেন? সেদিন থিয়েটারে শুনেছেন বলছিলেন না?"

"তাঁকে তুমি ভালো ক'রেই চেনো। তিনি তোমারই এক আত্মীয়।"

"কে, কে তিনি?"

"প্রিন্স জি.।"

নেজ্‌দানভের মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে আর একটি কথাও বলিল না।

৪

সিপিয়াগিন দরজার বাহিরে পা দিতেই পকলিন এক লাফে নেজদানভের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর তাহার হাত ধরিয়া প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়া তাহাকে অভিনন্দন জানাইল। উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, হাতমুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "এইবার তোমার কপাল সত্যিই ফিরে গেল ভাই! জানো উনি কে? উনি একজন ভাবী মন্ত্রী, মস্ত বিখ্যাত লোক, আমাদের সমাজের একটি স্তম্ভ বললেই হয়!"

নেজদানভ গম্ভীর মুখে বলিল, "আমি কোনদিন ওঁর নামও শুনিনি।"

পকলিন একটা নৈরাশ্যসূচক ভঙ্গী করিল।

"ঠিক ঐখানেই আমরা ভুল করি, এলেক্সি! কোনো মানুষকেই আমরা ঠিক চিনিনে বা চিনতে চাইনে। আমরা বড় বড় কাজ করতে চাই, সারা পৃথিবীটাকে তোলপাড় করতে চাই, অথচ নিজেরা বাস করি সেই পৃথিবীর বাহিবে, দুটি তিনটি বন্ধু দিয়ে গড়া আমাদের এতটুকু ছোট্ট জগতে।"

"না, তোমার এ কথা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। যারা আমাদের শত্রু তাদের সংসর্গ আমরা এড়িয়ে চলি সত্য, কিন্তু যারা আমাদের আপনার জন সেই জনসাধারণের সঙ্গে আমরা তো সর্বদাই মিশছি।"

"কিন্তু শত্রুর দিকে পিছন ফিরে থাকাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ? মনে রেখো এমন মারাত্মক ভুল আর নেই। শত্রুকেও ঠিকমতো জানা চাই, বোঝা চাই, তার জীবনযাত্রার সঙ্গে ভালো ক'রে পরিচয় হওয়া চাই,—তবে তো পারবে তার সঙ্গে লড়তে! বনে গিয়ে নেকড়েবাঘ

শিকার করতে চাও, কিন্তু তার আগে তার আস্তানাটার খোঁজ করবে না? ১৮৬২ সালে পোলেরা তাদের দিপ্লবী দল গ'ড়ে তুলেছিল অরণ্যে; আমরাও আজ পা বাড়িয়েছি এক অরণ্যের পথে—সে অরণ্য আমাদের ঐ জনসাধারণ! এ অরণ্যও ঠিক তেম্‌নি নিবিড়, তেম্‌নি নীরন্ধ্র, অন্ধকারে ঢাকা।"

"তবে তুমি কী করতে বলো?"

পকলিন আগের মতো একই সুরে বলিয়া চলিল, "হিন্দুরা জগন্নাথের রথের তলায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গুঁড়িয়ে যায়—তাদের সে মৃত্যুতেও কী প্রচণ্ড উল্লাস! আমাদের সামনেও সেই জগন্নাথের রথ—আমাদের গুঁড়িয়ে আমাদের বুকের উপর দিয়ে চ'লে যাবে—কিন্তু সে মৃত্যুতে উল্লাস করবার আমাদের কিছুই নেই।"

নেজদানভ অধৈর্য হইয়া গর্জিয়া উঠিল, "তবে তুমিই বলো না কী আমরা করব! গল্প আর উপন্যাস লিখে মানুষের মনে ধর্মভাব জাগিয়ে তুলব?"

পকলিন তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "গল্প-উপন্যাস তুমি যে ভালোই লিখতে পারবে সে বিশ্বাস আমার আছে। আসলে তোমার মনটাই যে সাহিত্যিকের মন, কবির মন।—না, থাক্‌, ও কথা বললেই তুমি চ'টে যাও আমি জানি। তুমি যে কবি, এ যেন তোমার একটা ভয়ানক অপরাধ। অবিশ্যি লোকে যেমন চায় ঠিক সেই হাল্কা ধরণের আধুনিক স্টাইলে লেখা মামুলি প্রেমের গল্প তুমি লিখবে এমন কথা আমি বলছিনে—"

"ও সবই একজাতের—অন্তত আমার পক্ষে।"—নেজদানভ কিছু বিরক্ত হইয়াই বলিল।

পকলিন বলিল, "তাইতো বলছি, আমার পরামর্শ শোনো, কিছু

লেখো বা না লেখো, আগে মানুষ চেনো, সমাজের সবচেয়ে উঁচু স্তর থেকেই সুরু করো। কেবল অস্ত্রোদুমভদের মতো লোকদের উপর ষোলোআনা নির্ভর করা কি ভালো? জানি ওরা মানুষ ভালো—ওরা সৎ, ওরা সরল, ওরা অত্যন্ত বিশ্বাসী,—কিন্তু ওরা যে ভয়ঙ্কর নির্বোধ সে কথাটা ভুলে যাও কেন?"

নেজদানভ রাগিয়া বলিল, "তুমিও ভুলে যাচ্ছ, ওরা যেমন ক'রে যে-কোনো বিপদের মুখে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে, দরকার হ'লে যেমন অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে, তুমি বা আমি তা কিছুতেই পারিনে।"

পকলিন হাসিতে গিয়া একটা বিকৃত মুখভঙ্গী করিল, তারপর নিজের খোঁড়া পা দু'খানির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিল, "আমার এই চেহারা দেখেও কি আমাকে একজন বীরপুরুষ ব'লে তোমার ভ্রম হচ্ছে, এলেক্সি?—সে যাক্। আজ এই সিপিয়াগিন লোকটির সঙ্গে যে তোমার আলাপ হ'ল এটা খুব আশার কথা। এই পরিচয়ের ফলে আমাদের কাজও অনেকটা এগিয়ে যাবে এ যেন আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সেখানে গিয়ে তুমি সবচেয়ে অভিজাত সমাজে স্থান পাবে, সবচেয়ে সেরা সুন্দরীদের সঙ্গে মিশতে পাবে—ইস্পাতের স্প্রিঙের উপর মখমলে মোড়া যাদের শরীর। দেখবে তাদের, চিনবে তাদের—চেনা দরকার, এলেক্সি। চার্বাক মুনির শিষ্য হ'লে তোমাকে সেখানে পাঠিয়ে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারতুম না। কিন্তু আমি জানি, সে মানুষ তুমি নও। তাছাড়া তোমার অন্য উদ্দেশ্যও রয়েছে।"

"উদ্দেশ্য, কিছু রোজগার করা। আর এক উদ্দেশ্য, তোমাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া।"

"সে তো বটেই! সে তো বটেই! আমি তো সেইজন্যেই বলছি, একটা নতুন রকমের শিক্ষা, একটা নতুন রকমের অভিজ্ঞতা তোমার চাই। আমিও ঠিক তাই বলি।"

নেজদানভের মুখের ভাব সহসা ক্লিষ্ট ও করুণ হইয়া উঠিল, কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই সে বলিল, "প্রিন্স জি-র মুখে উনি আমার পরিচয় পেয়েছেন। আমার জন্মের ইতিহাসটাও ওঁর অজানা নেই হয়তো।"

"হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতে হয়েছে কী? আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তিনি তোমাকে পছন্দও করেছেন ঠিক ঐজন্যেই। কিন্তু যত বড় মানী লোকই তিনি হোন্ না, তাঁর এবং তাঁর আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে তুমি মানিয়ে চলতে পারবেই। এক সম্ভ্রান্ত রাজ-পুরুষের রক্তই তো আছে তোমার শিরায়—তুমি তাঁদের চেয়ে কম কিসে। —যাক্, তোমার কাছে আজ অনেকটা সময় কাটিয়ে গেলুম, এইবার তাহ'লে চলি ভাই। নমস্কার।"

পকলিন দরজা পর্যন্ত গিয়া থামিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এলেক্সি, একটা কথা বলব? রাগ করবে না? আমি জানি এখন তোমার টাকার অভাব ঘুচল,—কিন্তু আমাকেই বা তোমরা বঞ্চিত করবে কেন? তোমাদের কোনো কাজে লাগবার কোনো সুযোগই কি আমায় দেবে না? আমি তো আর কিছু পারিনে, সামান্য কিছু টাকা দিয়ে যদি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে চাই তাও কি আমি পারব না? এই আমি দশটি রুবল্ তোমার টেবিলে রাখলুম, এ তোমায় নিতেই হবে। বলো, নেবে?"

নেজদানভ একটুও নড়িল না, একটি কথাও বলিল না।

পকলিন সানন্দে বলিয়া উঠিল, "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্! ধন্যবাদ!" বলিয়া সে আর অপেক্ষা করিল না, নিমেষে অন্তর্ধান করিল।

নেজ্‌দানভ একা বসিয়া নীরবে শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। কি একটা অনির্ণেয় অনির্দেশ্য নিগূঢ় বেদনায় তাহার অন্তরে তখন গভীর বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল।

তাহার পিতা ছিলেন এক অতি সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষ; মাতা ছিলেন তাঁহার এক গভর্ণেস—তাঁহার রূপ ছিল অসামান্য। নেজ্‌দানভের জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহার জননীর মৃত্যু হয়। বাল্যকালে এক বোর্ডিং স্কুলে এক অতি কঠোর প্রকৃতির সুইস্ শিক্ষকের হাতে তাহার লেখাপড়া সুরু হয়, পরে সে যথাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল সে আইন পড়িবে, কিন্তু পিতা তাহাকে পড়িতে দিলেন ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব। তিনি বৎসরে চারি বার গিয়া পুত্রকে দেখিয়া আসিতেন, তবে সে যাহাতে মানুষ হইয়া উঠিতে পারে সেদিকে তাঁহার সজাগ দৃষ্টি সর্বদাই ছিল। তাহার মাতা 'নাস্তিঙ্কা'র স্মৃতিরক্ষাকল্পে তিনি মৃত্যুকালে ছয় হাজার রুবল্ ব্যাঙ্কে রাখিয়া যান। নেজ্‌দানভ তাহার ভায়েদের মারফৎ ঐ টাকার শুদ এতকাল পাইয়া আসিয়াছে,—অবশ্য তাহার ভাইয়েরা, অর্থাৎ প্রিন্স জি-রা, শুদ না বলিয়া, বলিতেন মাসোহারা।

পকলিন তাহাকে বলে 'এরিস্টোক্র্যাট্'। সে যে ভুল বলে তাহা নয়। নেজ্‌দানভের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, সকল আচার-আচরণে, সব কথাবার্তায় একটা আভিজাত্যের ছাপ সর্বদাই সুপরিস্ফুট। তাহার কণ্ঠস্বরটি পর্যন্ত আশ্চর্য কোমল ও মধুর। তাহার মনের তার উঁচু সুরে বাঁধা, সামান্য একটু আঘাতেই তাহাতে তীব্র ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে। তাছাড়া, সে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত দাম্ভিক, অত্যন্ত খোশখেয়ালী। যে বিপরীত অবস্থার মধ্যে সে আশৈশব মানুষ হইয়া উঠিয়াছে তাহার ফলেই সে হইয়া উঠিয়াছে ভাবপ্রবণ ও কোপনস্বভাব; তাই বলিয়া সে

যে অযথা কাহাকেও সন্দেহ করিবে, অবিশ্বাস করিবে, তাহাও সে পারে না—তাহার মহৎ ও উদার অন্তরই অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ঠিক ঐ একই কারণে তাহার চরিত্রে নানা অদ্ভুত অসঙ্গতি চোখে পড়ে। সে হইতে চেষ্টা করে ছিদ্রান্বেষী, রূঢ় ও কঠোরভাষী—কিন্তু পরমসুন্দরের আদর্শ তাহার মনে। তাহার প্রকৃতির মধ্যে একদিকে আছে প্রবল আসক্তি ও অনুরাগ, অন্যদিকে আছে নিষ্কলুষ নিষ্করুণ শুচিতা ; একদিকে অকুতোভয়তা, অন্যদিকে নিরতিশয় ভীরুতা। সে যে ভীরু, সে যে পবিত্র ও নির্মল, ইহা যেন তাহার অপরাধ ; এজন্য মনে মনে তাহার লজ্জা ও ক্ষোভের অবধি নাই। সুন্দর ও মধুরের আদর্শকে হৃদয় হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেই যেন তাহার তৃপ্তি। মন তাহার অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, কিন্তু সেই মনই আবার প্রিয়জনের নিকট হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখে। অতি সামান্য কারণেই সে রাগিয়া যায়, কিন্তু মনে তাহার এতটুকু দাগ পড়ে না—কাহারো কোনো অমঙ্গল সে কামনা করে না কোনদিন। রাজনীতি বা সমাজনীতির প্রসঙ্গ উঠিলে সে মহা উৎসাহে আলোচনায় যোগ দিয়া চরমপন্থীর মতই তাহার অত্যুগ্র মতামত অসঙ্কোচে ব্যক্ত করে—সেগুলি কেবল তাহার মুখের কথা মোটেই নয়, একেবারে অন্তরের কথা,—আবার অন্যদিকে নিভৃতে বসিয়া কাব্য সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি সকল রকম ললিতকলার চর্চায় তাহার নিবিড় আনন্দ—যেখানে যাহা কিছু সুন্দর ও মধুর, তাহাই তাহার অন্তরকে গোপনে গোপনে নিরন্তর দোলা দেয়—ভাবের আবেগ যখন দুর্নিবার হইয়া উঠে, তখন সে নির্জনে বসিয়া কবিতার পর কবিতা রচনা করিয়া যায়। কবিতার খাতাখানি সে লোকচক্ষুর আড়ালে এমন সযত্নে লুকাইয়া রাখে যে, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও কেহ তাহার খবর জানে না ; একমাত্র পকলিন যেটুকু যাহা বলে সে কেবল

তাহার অনুমান মাত্র। কবিতা লেখার সম্বন্ধে কেহ এতটুকু খোঁট দিলেও, এমন কি সামান্য ইঙ্গিত মাত্র করিলেও, নেজদানভ সহিতে পারে না। তাহার মনে হয়, এ যেন তাহার এক অমার্জনীয় দুর্বলতা। কোনো কাজকেই সে ভয় করে না, তা সে যত দুঃসাধ্যই মনে হোক না কেন। অসীম উৎসাহ লইয়া কাজে লাগিয়া যাইতে তাহার বিলম্ব হয় না, কিন্তু কাজে অধিকক্ষণ লাগিয়া থাকাই তাহার পক্ষে কঠিন। বন্ধুরা সকলেই তাহাকে ভালোবাসে। তাহার ন্যায়পরতায়, তাহার সহৃদয়তায়, তাহার চিত্তের নির্মলতায় তাহারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। তাহার জন্মকালে ছিল শনির দশা, সেই কুগ্রহের সঙ্গে তাহার যোগ চিরদিনের মতো অবিচ্ছেদ্য হইয়া রহিল,—তাই বোধ করি আজও সে জীবনটাকে স্বচ্ছন্দ ও সহজ ভাবে লইতে পারিল না। বন্ধুরা যখন তাহাকে অকৃত্রিম স্নেহে ঘিরিয়া থাকে, তখনও তাহার মনে হয়, সে যেন তাহাদের নিকট হইতে অনেক, অনে-ক দূরে! সকলের মাঝখানে থাকিয়াও একথা সে না ভাবিয়া পারে না যে, এই বিপুল বিরাট পৃথিবীতে সে একান্তই একাকী—জীবনের পথে সে যেন চিরনিঃসহায়, চিরসঙ্গিহীন।

মলিন বিষণ্ণ মুখে জানালার ধারে বসিয়া সে মনে মনে চিন্তার জাল বুনিয়া চলিয়াছে। কোথায় যাইতেছে সে? সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত পথে অকস্মাৎ এমন করিয়া তাহার ডাক পড়িল কেন? নূতন স্থানে নূতন আবহাওয়ায় নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাহার জীবন কোন্ ধারা বাহিয়া কিসের আকর্ষণে কোন্ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবে কে বলিতে পারে! এতকালের পরিচিত বন্ধুদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া তাহার দুঃখ হইতেছে কি?—না। সে জানে শরৎকাল শেষ হইলেই আবার সে ফিরিয়া আসিবে। তবে? সে

যতই ভাবে ততই তাহার মন অনিশ্চয়তার বেদনায় পীড়িত হইতে থাকে, মনে বিষাদের কালো ছায়া নামিয়া আসে।

হঠাৎ তাহার মনে হইল, "আশ্চর্য ! আমি হ'তে চলেছি প্রাইভেট টিউটর ! যেন ছেলে পডিয়ে মানুষ করবার কত যোগ্যতাই আমার আছে !"—কিন্তু এ তাহার নিজের প্রতি অবিচার। শিক্ষকতা করিবার যোগ্যতা তাহার আছে, এবং যথেষ্টই আছে। সে রীতিমত সুশিক্ষিত, রুচিও তাহার মার্জিত, বিশেষ করিয়া শিশুদের সে যথার্থই ভালোবাসে ; যদিচ তাহার মন বুঝিয়া চলা শিশুদের পক্ষে মোটেই সহজ নয়, তথাপি তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহার জন্য শিশুরাও তাহাকে ভালো না বাসিয়া পারে না। তাহার আজিকার এই বিষাদ ও অবসাদের কারণ আর কিছুই নয়—পরিচিত আবেষ্টন ছাড়িয়া অজানা নূতন পথে পা বাড়াইতে হইবে বলিয়াই তাহার উদ্বেগ ও আতঙ্ক। এ অবস্থা সকলের হয় না, হইবার কথাও নয়; দুঃখই যাহাদের প্রিয় সহচর, স্বপ্ন লইয়াই যাহাদের বিলাস, কেবল তাহাদেরই মনের ভাব এমন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যাহারা জীবনের স্বাদ পাইয়াছে, জীবনে যাহাদের উৎসাহ আছে আনন্দ আছে, বাঁচিয়া থাকিবার অদম্য আগ্রহে যাহারা নিরন্তর উদ্দীপ্ত ও অধীর, তাহারা পরিবর্তন কামনাই করে,—নিত্য নূতন দৃশ্য দেখিবার জন্য, নিত্য নূতন পথ আবিষ্কার করিবার জন্য, নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইবার জন্য তাহাদের মন সর্বদাই উদ্‌গ্রীব ও চঞ্চল হইয়া জাগিয়া থাকে,—তাই একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনের বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইবার আনন্দে তাহারা সাগ্রহে যে-কোনো পরিবর্তন বরণ করিয়া লয়।

নেজদানভ বসিয়া বসিয়া কত কী ভাবিতেছিল। তাহার বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলি ধীরে ধীরে একত্র হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে, ভাব পাইল রূপ, রূপ পাইল ধ্বনি, ধ্বনি পাইল ছন্দ—আর সেই ছন্দের দোলায় দুলিয়া উঠিল তাহার মন।

সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কি আপদ! কবিতার ভূত এসে আবার আমার ঘাড়ে চাপতে চায় যে!" এই বলিয়া সে নিজেকে একটা নাড়া দিয়া জানালার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। তাহার চোখে পড়িল, পকলিনের দেওয়া সেই দশ রুবলের নোটখানা টেবিলে পড়িয়া আছে,—সেটা তুলিয়া লইয়া সে পকেটে পুরিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

সে মনে মনে ভাবিল, "আমার মাইনে থেকে কিছু টাকা আগাম নিতেই হবে। ভদ্রলোক নিজে থেকে কথাটা তুলে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। একশো রুবল্‌···আমার ভাইয়েরা দেবে আর একশো।··· দেনায় যাবে পঞ্চাশ, পঞ্চাশ থেকে সত্তর দরকার হবে পথে—বাকিটা পাবে অস্ত্রোদুমভ। তাছাড়া পকলিন দিয়েছে দশ রুবল্‌, আর মার্কুলভের কাছ থেকেও হয়তো কিছু জোগাড় করা যায়—"

এই সব হিসাবের ফাঁকে ফাঁকেই ছন্দের দোলা আসিয়া তাহার বুকে ঢেউ তুলিতেছিল। সে সহসা স্থির হইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, চোখে তাহার পলক নাই। ক্ষণকাল পরে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই সে হাত বাড়াইয়া টেবিলের দেরাজ খুলিয়া বহুদিনের ব্যবহৃত কবিতার খাতাখানি টানিয়া বাহির করিল। তারপর তেমনি নির্নিমেষ উদাস দৃষ্টিতে ঝপ্‌ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া আপন মনে মৃদু গুন্‌ গুন্‌ করিতে করিতে লাইনের পর লাইন লিখিয়া চলিল,—মাঝে মাঝে একটি দুটি কথা কাটিয়া বাদ দিয়া সেখানে নূতন কথা বসাইতে লাগিল। সময় বহিয়া চলিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর পাশের একটি দরজা খুলিয়া

মাশুরিনা মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল। নেজদানভ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, তখনো সে একমনে লিখিয়াই চলিয়াছে। মাশুরিনা সেইখানে দাঁড়াইয়াই তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

মিনিট দুই কাটিবার পর হঠাৎ খুট্ করিয়া কিসের একটা শব্দ হইতেই নেজদানভ চমকিয়া উঠিল। সোজা হইয়া বসিতে গিয়া তাহার চোখ পড়িল দরজার দিকে। "কে?" বলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিয়াই সে দেখিতে পাইল—মাশুরিনা। অম্‌নি "ও, তুমি!" বলিয়া তৎক্ষণাৎ কবিতার খাতাখানি দেরাজের ভিতর ছুঁড়িয়া দিল।

মাশুরিনা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "অস্ত্রোদুমভ আমায় পাঠিয়ে দিলে। তুমি কখন্ টাকা দিতে পারবে সে জানতে চায়। যদি আজ পারো, আমরা কাল সন্ধ্যেবেলাই বেরিয়ে পড়তে পারি।"

"আজ আর হয়ে উঠবে না, মাশুরিনা। তুমি তাকে কাল আসতে বোলো।"

"কখন্?"

"বেলা দুটোয়।"

"বেশ, তাই হবে।"

মাশুরিনা আর কিছু না বলিয়া ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি নেজদানভের দিকে বাড়াইয়া দিল।

"তোমার কাজের ক্ষতি করলুম, তুমি কিছু মনে কোরো না। আমি চ'লে যাচ্ছি···তোমার সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে কিনা কে জানে ···তাই যাবার আগে তোমার কাছে বিদায় নিতে এলুম।"

নেজদানভ মাশুরিনার হাতের আঙুলগুলিতে জোরে একটা চাপ

দিয়া বলিল, "আমিও যাচ্ছি। ঐ যে ভদ্রলোকটি আজ এখানে এসেছিলেন; তিনি আমায় একটা কাজ দিচ্ছেন—তাঁর সঙ্গে তাঁর দেশের বাড়িতে আমায় যেতে হবে।"

"সে কোথায় ?"

"অনেক দূরে, এক পাড়াগাঁয়ে।" বলিয়া নেজদানভ জায়গাটার নাম করিল।

শুনিয়া মাশুরিনার মুখ আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"তাই নাকি ! তাহ'লে হয়তো তোমার সঙ্গে আবার দেখা হ'তেও পারে। ওরা যদি আমাদের সেখানেই পাঠিয়ে দেয় !" এই বলিয়া মাশুরিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, তারপর গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "এলেক্সি দিমিত্রি—"

নেজদানভ বলিল, "কী ? বলো কী বলবে !"

মাশুরিনা যাহা বলিতে যাইতেছিল বলিতে পারিল না।

"না, কিছু না। আমি চললুম···ও কিছু না···বিদায় !" বলিয়া নেজদানভের হাতে আর-একবার চাপ দিয়া ত্বরিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবার পর নেজদানভ মনে মনে বলিল, "সারা পীটার্সবার্গ শহরে এই খামখেয়ালী মেয়েটির মতো আর একটি প্রাণীও দেখলুম না, যে আমার জন্যে এমন ক'রে ভাবে, আমায় এতখানি ভালোবাসে।"

পরদিন নেজদানভ যথাসময়ে গিয়া সিপিয়াগিনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাঁহার বসিবার কক্ষটি বিরাট, তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের পদমর্যাদার উপযোগীই বটে। ঘরে আবশ্যক অনাবশ্যক সাজসরঞ্জাম প্রচুর। সবই দামী, সবই চমৎকার শৃঙ্খলায় সাজানো। এতটুকু মলিনতা

বা অপরিচ্ছন্নতা কোথাও চোখে পড়ে না। সেই সুসজ্জিত সুরম্য কক্ষে বসিয়া প্রায় একঘন্টা কাল নেজদানভ সেই অত্যন্ত অমায়িক, উদার ও বিচক্ষণ রাজপুরুষের মুখে কত কথাই শুনিল। এবং ঠিক ইহার দশ দিন পরে একখানি ট্রেনের রিজার্ভ করা ফার্স্ট-ক্লাস কামরায় তাঁহারই পাশে বসিয়া সুদূর মস্কো অভিমুখে যাত্রা করিল।

৫

সিপিয়াগিনের পল্লীভবনে তাঁহার সুন্দরী পত্নী ভেলেন্টিনা মিহেলভ্না স্বামীর তার পাইয়া উৎসুক আগ্রহে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ছবির মতো বাড়িখানি। চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভাও অপরূপ। বসিবার কক্ষটি আধুনিক রুচি অনুসারে এমন চমৎকার করিয়া সাজানো, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। খোলা জানালার ভিতর দিয়া সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ আসিয়া রঙবেরঙের ফুলগুলির উপর সোনার কাঠির মায়াস্পর্শ বুলাইয়া দিতেছে। বসন্তের সুন্দর ফুল 'লিলি-অব্-দি-ভেলি'র মনোরম স্নিগ্ধ সৌগন্ধ্যে ঘরের বাতাস মন্থর ও মধুর। বাহিরের কুসুমিত কুঞ্জবন হইতে ক্ষণে ক্ষণে হাওয়ার দোলা আসিয়া সে বাতাসকে মদির ও অধীর করিয়া তুলিতেছে।

স্বামী যে-কোনো মুহূর্তে আসিয়া পড়িতে পারেন, তাই ভেলেন্টিনার সব দিকে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি—ঘরের সাজসজ্জায় কোথাও কোনো ত্রুটি কোনো খুঁৎ স্বামীর চোখে না পড়ে। সবই ঠিক মনের মতো হইয়াছে এ সম্বন্ধে যখন তাঁহার মনে আর সংশয় রহিল না, তখন তিনি নিজের বেশ-বাস আর-একবার ঠিক করিয়া লইতে, আর-একবার ভালো

করিয়া নিজের মুখখানি দেখিয়া লইতে আয়নার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আশ্চর্যসুন্দর চোখদুটি ঈষৎ নিমীলিত করিয়া মদবিহ্বল দৃষ্টিতে মৃদুহাস্যব্যঞ্জিত আলজ্জিত রঞ্জিত মুখে তিনি যখন নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তখন তাঁহার সেই মোহিনী মূর্তি দেখিয়া এ কথা মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, এমন অপূর্ব রূপময়ী অপূর্ব লাবণ্যময়ী রমণী জগতে বুঝি আর দু'টি নাই।

হঠাৎ এইসময় বছর নয়েকের একটি ছেলে ছুটিয়া ঘরে আসিয়া তাঁহাকে আয়নার সুমুখে ঐভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া থমকিয়া থামিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সুন্দর ছেলেটি, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল, পমেটম মাখিয়া সযত্নে ঢেউ তোলানো, আর পরনে হাইল্যাণ্ডারদের মতো পোষাক।

ভেলেন্টিনা তাহার দিকে ফিরিয়া না দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই, কোলিয়া?"

আশ্চর্য মধুর ও কোমল তাঁহার কণ্ঠস্বর! শুনিয়া মনে হইতেও পারে, বীণার তারে কে যেন নিপুণ হাতে অতিমৃদু অতিমধুর একটি ঝঙ্কার তুলিল।

বালক একটু বিব্রত ভাবে বলিতে সুরু করিল, "মা, ঠাকুমার ঘরে ফুল নেই···আমায় নিয়ে যেতে বললে···দাও···ঐ ফুল···ঠাকুমা বললে।" বলিয়া সে 'লিলি-অব্-দি-ভেলি' গুলি দেখাইয়া দিল।

ভেলেন্টিনা সস্নেহে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ঠাকুমাকে বলোগে ফুলের জন্যে মালীর কাছে লোক পাঠাতে, আমার কাছে নয়। এ ফুল আমার। এ আমি আর-কাউকে ছুঁতে দেব না। এত ক'রে সাজিয়ে রেখেছি, কারো এতে হাত দেওয়া চলবে না।— যা, তাঁকে বল্‌গে যা।"

"আচ্ছা।"

"যা ব'লে দিলুম সব গুছিয়ে বলতে পারবি তো?"

"হুঁ-উ!"

"বল্ তো কী বলবি!"

"বলব যে...বলব যে...তুমি...তুমি দেবে না।"

ভেলেন্টিনা নেহাৎ ছেলেমানুষের মতো খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কী কোমল, কী মধুর সেই হাসি!

"নাঃ, তোকে দিয়ে কাউকে কিছু ব'লে পাঠানো আজও চলবে না দেখছি। তা হোক, তুই তাঁকে বল্‌গে তোর যা খুশি।"

বালক লজ্জা পাইয়া মায়ের হীরের আংটি পরা হাতে চট্ করিয়া একটা চুমা খাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ভেলেন্টিনা চাহিয়া দেখিলেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তোতাপাখীর সোনার খাঁচাটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আঙুলের ডগা দিয়া পাখীটাকে একটা খোঁচা দিয়া একটি কোচে গিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং সুমুখের টেবিল হইতে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

একটি সুদর্শন সুবেশ ভৃত্য আসিয়া সেলাম করিয়া দরজায় দাঁড়াইল। ভেলেন্টিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর, আগাফন?"—সেই মিষ্টমধুর কোমল কণ্ঠস্বর।

"সিমিয়ন পেত্রোভিচ্ কোলোমিজেভ এসেছেন। তাঁকে এখানে নিয়ে আসব?"

"আনবে বই কি। আর দেখ, মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌নাকে এখুনি এখানে আসতে বোলো।"

বলিয়াই তিনি হাতের কাগজখানা টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া

কৌচে একটু আড়ভাবে হেলিয়া বসিয়া, যেন কী চিন্তা করিতেছেন এইভাবে চোখ তুলিয়া উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বসিবার এই ভঙ্গীটিতে তাঁহাকে সবচেয়ে ভালো মানায় ইহা তাঁহার জানা ছিল।

এক মিনিট পরেই কোলোমিজেভ ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স হইবে বত্রিশ কি তেত্রিশ। তাঁহার পরনে একেবারে হালফ্যাশনের ইংরেজী পোষাক। ঘরে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখখানা সহসা এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দূরে দাঁড়াইয়াই তিনি এমন চমৎকার ভঙ্গীতে মাথাটা নিচু করিলেন এবং পরক্ষণেই আবার ততোধিক চমৎকার ভঙ্গীতে এমন চট্ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, কাছে আসিয়া এমন সসম্ভ্রমে এমন চিত্তাকর্ষক প্রণালীতে ভেলেন্টিনা মিহেলভ্নার করপ্রান্ত চুম্বন করিলেন, কুশল-সম্ভাষণ করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বরে অনতিকর্কশ অনতিকোমল এমন একটা সযত্ন-মার্জিত সুরের আভাষ পাওয়া গেল যে, তাঁহাকে সেণ্ট পীটার্সবার্গ শহরের সর্বোচ্চ সমাজের কোনো বিশিষ্ট বড়লোক বলিয়া অনায়াসেই চিনিতে পারা যায়, পল্লী-অঞ্চলের কোনো সমৃদ্ধ জমিদার বলিয়া ভুল করিবার জো নাই। এমন কেতাদুরস্ত চাল-চলন পাড়াগাঁ অঞ্চলে নিতান্তই দুর্লভ। যুবকের গোঁফদাড়ি কামানো, মাথার চুলে কদমফুলি ছাঁট। তাঁহার সাজপোষাকে সুনিপুণ বিলাসীদের মতই সর্বত্র একটা সতর্ক শৈথিল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অনেক দামের রুমালখানির ঝক্‌ঝকে বর্ডারটি পকেটের বাহিরে উঁকি দিতেছে—ঠিক যতটুকু দরকার ততটুকুই বাহিরে আছে, এতটুকু বেশি নয় বা এতটুকু কম নয়। চওড়া দামী কালো ফিতেয় বাঁধা তাঁহার একচোখের বহুমূল্য চশমা আলগোছে বুকের উপর ঝুলিতেছে। কথাবার্তায় প্রয়োজন হইলে তিনি বিনয়ে ও সৌজন্যে গলিয়া নুইয়া পড়িতেও যেমন জানেন,

তেমনি আবার তাঁহার ধর্মমত, গোঁড়ামি বা রাজনৈতিক মতবাদ লইয়া কেহ কোনো খোঁটা দিলে হঠাৎ উগ্র হইয়া উঠিয়া জিভ দিয়া অনর্গল বিষ ঢালিতেও তাঁহার জোড়া নাই। তখন তাঁহার ভদ্রতার মুখোষ নিমেষে খসিয়া পড়ে, বিনয় ও সৌজন্য সহসা কর্পূরের মতো উবিয়া যায়। নিজের মত সমর্থনের জন্য বিশেষ কোনো যুক্তির ধার দিয়া না গিয়া তিনি কেবল বড় বড় রাজপুরুষদের দোহাই পাড়েন, এবং তাঁহাদের সহিত তাঁহার কত বন্ধুত্ব, কত হৃদ্যতা, কত মাখামাখি, এই কথাটাই বারবার সগর্বে ঘোষণা করিয়া প্রতিপক্ষকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিবার দিকেই তাঁহার ঝোঁকটা প্রবল। সরকারী কাজে দুই মাসের ছুটি লইয়া তিনি এখানে আসিয়াছেন নিজের জমিদারি দেখিতে, অর্থাৎ প্রজাদের শাসাইয়া, তাহাদের উপর জুলুম করিয়া, যাহা কিছু পারেন আদায় করিয়া লইতে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে ইহা ছাড়া যে আর কোনরূপ সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না।

ভেলেন্টিনার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া, একবার এদিকে আর-একবার ওদিকে দোল খাইতে খাইতে তিনি বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম আপনার স্বামী এতক্ষণে এসে গেছেন—।"

"তিনি না থাকলে বুঝি আর আপনার এ বাড়িতে আসা চলে না?" বলিয়া ভেলেন্টিনা একটা ভ্রূভঙ্গী করিলেন।

"না না, তা কেন,—এ আপনি কী বলছেন, ভেলেন্টিনা মিহেলভ্না—!"

"থাক্, হয়েছে। আপনি বসুন। আমার স্বামী এক্ষুনি আসবেন। তাঁকে আনতে স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়েছি। একটু ধৈর্য ধ'রে থাকুন, তিনি এলে তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হ'তে পারবেন। ক'টা বাজল?"

"আড়াইটে হবে," বলিয়া কোলোমিজেভ ওয়েস্ট-কোটের পকেট হইতে একটা বড়গোছের সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া সেটা দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ, এই দেখুন, ঠিক আড়াইটে! ঘড়িটা দেখছেন? —এক বন্ধুর উপহার। এটি আমায় দিয়েছে মাইকেল—মানে, প্রিন্স ওব্রেনোভিচ্। এতে তার নামও লেখা রয়েছে এই দেখুন। আমাদের দু'জনে ভারি ভাব। প্রায়ই দু'জনে একসঙ্গে শিকারে যাই। বন্ধু হিসেবে লোকটি চমৎকার। এদিকে তার শাসন আবার এম্‌নি কড়া যে, লোকে তার নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপে—শাসন-কর্তাদের ঠিক যেমনটি হওয়া চাই আর কি। তার চোখে ধূলো দিয়ে কারো সাধ্যি নেই পালায়—হাঁ—এ আমি জোর ক'রেই বলতে পারি।"

এই বলিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কোলোমিজেভ পুনরায় বলিলেন, "আমাদের এ অঞ্চলেও ঠিক ঐ মাইকেলের মতো লোকেরই দরকার হয়ে পড়েছে। লোককে শায়েস্তা করতে অম্‌নি কড়া শাসন না হ'লে চলবে কেন।"

"কেন? শাসনের মাত্রাটা এখানে কি কিছু কম ব'লে আপনার মনে হচ্ছে?"

"কোথায় শাসন! ছোটলোকদের যা মেজাজ হয়েছে আজকাল, সব একেবারে ওলটপালট ক'রে দিতে চায়! গভর্ণমেণ্টের কড়া শাসন থাকলে কি আর এমনটা হ'তে পারত। সেণ্ট পীটার্সবার্গে আমি বন্ধুদের এ কথা কতবার বলেছি, কেউ কান দিতে চায় না। আপনার স্বামী পর্যন্ত—তা তিনি আবার এসব দিকে একেবারেই উদার—মানে, উদাসীন!"

ভেলেণ্টিনা সোজা হইয়া বসিলেন।

"আপনি যে অবাক করলেন, মশিয়ে কোলোমিজেভ! আপনার মুখে গভর্ণমেণ্টের নিন্দে!"

"কেন, তাতে অবাক হবার কী আছে। কোথায় তার কি ত্রুটি হচ্ছে দেখিয়ে দিতে হবে না? সব জেনেশুনেও আমরা চুপ ক'রে থাকব? আপনি আমায় কী ভাবেন বলুন তো! গভর্ণমেণ্টের কাজের নিন্দে আমি মাঝে মাঝে করি বটে, কিন্তু শাসন ষোলো-আনাই মেনে চলি।"

"ঠিক আমার উল্টো। নিন্দে আমি কখ্খনো করিনে বটে, কিন্তু শাসন ষোলোআনাই এড়িয়ে চলি।"

"আপনি এমন গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, ভারি মজা লাগে শুনতে! আমার বন্ধু ল্যাডিস্লাস্‌কে কথাটা শোনাতে হবে, তার কাজে লাগতে পারে। সে একখানা সামাজিক উপন্যাস লিখছে, আমায় খানিকটা প'ড়েও শুনিয়েছে। চমৎকার!"

"কি জানি, তাঁর কোনো লেখা কোনদিন আমার চোখেও পড়েনি। আচ্ছা, আধুনিক রুশীয় সাহিত্য আপনার কেমন লাগে?"

"সত্যি কথা বলব?—ও আমি ছুঁইনে। ঘেন্না হয়। আজকাল বই যা সব বেরোচ্ছে, সেযে কি ভয়ঙ্কর অশ্লীল কি বলব। এক রাঁধুনী মেয়েকে করা হয়েছে একটা উপন্যাসের নায়িকা—হাঁ, একটা রাঁধুনী মেয়ে! ভাবতে পারেন?—তবে, হাঁ, ল্যাডিস্লাসের ঐ উপন্যাসখানা আমি অবিশ্যি মন দিয়েই পড়ব। একটা বড় রকমের উদ্দেশ্য নিয়ে বইটা সে লিখছে। দেশে বিপ্লবীরা যাতে কোনদিন আর মাথা তুলতে না পারে এই তার মৎলব। আমিও ঠিক তাই চাই।"

"যেমন কুকুর তেম্নি মুগুর দরকার—কি বলেন?" বলিয়া ভেলেণ্টিনা এমন করিয়া হাসিলেন যে, সন্দেহ হইতে পারে বিপ্লবীরা

তাঁহার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য স্বয়ং ল্যাডিস্‌লাস্। কিন্তু সেটা তলাইয়া না বুঝিয়াই কোলোমিজেভ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

"তা বই কি।—কিন্তু মেরিয়ানা গেল কোথায়? তার যে দেখাই নেই!" বলিয়া ভেলেন্টিনা বেল টিপিতেই ভৃত্যটি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

"মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌না কী করছে? তাকে ডেকে পাঠালুম, সে কি শুনতে পায়নি?"

ভৃত্যটি কোনো জবাব দিবার পূর্বেই একটি তরুণী তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুলগুলি ঘাড় পর্যন্ত ছোট করিয়া ছাঁটা, গায়ে কালো রঙের একটা ঢিলে ব্লাউজ।

মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌না সিনিৎস্কা। সিপিয়াগিনের ভাগিনেয়ী।

৬

"আমার সত্যিই দেরি হয়ে গেছে, ভেলেন্টিনা মিহেলভ্‌না। হাতে কাজ ছিল, সেরে এলুম।"

বলিয়া মেরিয়ানা ঘরে আসিয়া কোলোমিজেভকে নীরবে একটা নমস্কার করিয়া ঘরের এককোণে পাখীর খাঁচাটার পাশে গিয়া একটা ছোট টুলের উপর বসিয়া পড়িল। পাখীটা তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই আনন্দে পাখা-ঝট্‌পট করিতে সুরু করিয়া দিয়াছিল।

ভেলেন্টিনা তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অত দূরে কেন, মেরিয়ানা? তোমার ঐ ছোট্ট বন্ধুটিকে আদর করতে?" তারপর তিনি কোলোমিজেভের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "জানেন, মশিয়ে

কোলোমিজেভ, আমাদের ঐ তোতাপাখীটা সত্যিই মেরিয়ানার প্রেমে পড়েছে!"

"সে আর আশ্চর্য কী!"

"আমায় কিন্তু একেবারেই সইতে পারে না!"

"বলেন কি! আপনি বুঝি ওকে জ্বালাতন করেন?"

"মোটেই না। আমি বরঞ্চ ওকে চিনি দিই খেতে। কিন্তু আমার হাত থেকে ও কিচ্ছু খাবে না। এ হ'ল পছন্দ অপছন্দর কথা—কাউকে ভালো লাগে, কাউকে বা লাগে না।"

মেরিয়ানা তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইতেই ভেলেন্টিনা মিহেলভ্‌নার সহিত তাহার চোখোচোখি হইল। এই দুটি নারীর সম্পর্ক কিছুমাত্র মধুর নয়, উভয়েই উভয়কে ঘৃণা করে।

ভেলেন্টিনার মতো অমন অসামান্য রূপের জৌলুশ মেরিয়ানার নাই, কিন্তু সে যে সুন্দরী একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার সর্বাঙ্গে এমন একটা স্নিগ্ধ লাবণ্য নিরন্তর বিচ্ছুরিত, যাহা চোখকে পীড়া না দিয়া, দেয় আরাম ও তৃপ্তি। ভ্রূ দুটি চমৎকার, তাহার তলায় উজ্জ্বল সুন্দর দুটি চোখ, পাৎলা দুটি ঠোঁট। চলিবার ভঙ্গী সহজ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও অনায়াসচঞ্চল। তাহার রূপের এই কোমল শান্ত শ্রীর অন্তরালে অন্তরে কোথায় লুকাইয়া আছে এমন একটা অনমনীয় দৃঢ়তা, এমন অকুতোভয়তা, প্রবল ভাবাবেগের এমন নিঃশব্দ নিগূঢ় উচ্ছ্বাস, যাহা তাহার প্রতিটি কথায় প্রতিটি ভঙ্গীতে ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিয়া জানাইয়া দিতে চায়—'আমাকে তোমাদের দলে টানিয়ো না, আমি তোমাদের মতো নই, আমি আর কোনো মেয়ের মতই নই,—আমি যে কী তাহা জানি না, তবে এটুকু জানি যে, তোমাদের পথ ও আমার পথ এক নয়।'

সিপিয়াগিনের গৃহে মেরিয়ানা আশ্রয় পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সে আশ্রয় তাহার পক্ষে না আনন্দের, না আরামের। তাহার পিতা নিজের গুণ ও শক্তির বলে একদা এক সেনানায়কের পদ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকারী তহবিল তছরুপের অপরাধে পদচ্যুত হইয়া সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। কিছুদিন পরে তাঁহাকে মার্জনা করা হয় এবং তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তাঁহার দেহমন তখন এমন ভাঙিয়া পড়িয়াছে যে, নূতন করিয়া জীবন সুরু করা আর তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, এবং চরম দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পত্নী—সিপিয়াগিনের ভগিনী—এ আঘাত সহ্য করিয়া অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, অন্তর্বেদনায় ও অপমানে অল্পদিন পরে তাঁহারও মৃত্যু হয়। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান মেরিয়ানাকে সিপিয়াগিন নিজের গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন। এইভাবে অপরের গলগ্রহ হইয়া মেরিয়ানা একদিনের জন্যও সুখী হইতে পারে নাই,—হৃদয় বিদ্রোহ করিয়াছে, মন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছে, নিজের অসহায় নিরুপায়তার জন্য বারবার আপনাকে ধিক্কার দিয়াছে,—কিন্তু তাই বলিয়া কোনদিন সে নিজের মরণ কামনা করে নাই, সে প্রকৃতিই তাহার নয়,—বিরূপ অদৃষ্টের সহিত সে লড়িতে প্রস্তুত,—প্রত্যাশা করিয়া আছে, একদিন এই লাঞ্ছিত জীবনের বন্দিদশা তাহার ঘুচিবেই, অবাধ মুক্তির হাওয়ায় সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে, বাঁচার মতই বাঁচিবে, কাজ করিবে, জীবনটাকে সব দিক দিয়া এমন করিয়া ব্যর্থ হইতে দিবে না। তাহার মামী ভেলেন্টিনা মিহেলভ্নার সহিত ভিতরে ভিতরে তাহার মন ও মতের সংঘর্ষ চলিয়াছে অহরহ। ভেলেন্টিনার বিশ্বাস, মেরিয়ানা নারী হইয়াও সকল রকম সংস্কার বিসর্জন দিয়া, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, বিপ্লবীদের দলে যোগ দিতে

উদ্যত ; আর মেরিয়ানা ভাবে, ভেলেন্টিনার এ অনধিকারচর্চা, এ তাহার প্রভুত্বের অসহ্য অহঙ্কার, দুর্বলের প্রতি সবলের অন্যায় অত্যাচার, মানুষের মনুষ্যত্বেরই অপমান। এইজন্যই এ সংসারের সকলের সংস্পর্শই সে এড়াইয়া চলিতে চায়, কিন্তু ভয় করে না কাহাকেও। তাহার স্বভাবের মধ্যে কোথাও ভীরুতার লেশমাত্রও নাই।

ভেলেন্টিনার কথা শুনিয়া কোলোমিজেভ বলিলেন, "দেখুন, মানুষের কী যে ভালো লাগে আর কী যে লাগে না, সে সত্যিই এক রহস্য। আমার কথাই ধরুন। সবাই জানে, ধর্মবিষয়ে আমার নিষ্ঠা কত গভীর, সাদা কথায় যাকে গোঁড়ামি বলে ঠিক তাই—তবু সেই আমিই আবার, কি জানি কেন, পুরোহিতদের মাথায় লম্বা লম্বা চুলের গোছা দেখলে কিছুতেই সইতে পারিনে, রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়, তখন মাথা ঠিক রাখাই কঠিন হয়ে ওঠে।"

মেরিয়ানা হঠাৎ বলিয়া বসিল, "আমার তো মনে হয় কারো মাথায় চুল দেখলেই আপনার মেজাজ ঠিক থাকে না। এইযে আমি মাথার চুল খানিকটা ছেঁটে ফেলেছি এও বোধ করি আপনি সইতে পারছেন না ? আপনার নিশ্চয় খুব রাগ হচ্ছে ?"

কথাটা কানে যাইতেই ভেলেন্টিনা একবার চকিতে মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আজকালকার এইসব স্বাধীনা তরুণীরা কেমন বেহায়ার মতো যে-কোনো পুরুষের সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিতে পারে, কিছুমাত্র লজ্জা ভয় বা সঙ্কোচ তাহাদের মনে জাগে না, ইহা ভাবিয়া যেন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি নাই।

কোলোমিজেভ একটু বিনয়ের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা কতকটা হচ্ছে বই কি। তবে রাগ ঠিক নয়, দুঃখ। আপনার অমন চমৎকার কোঁকড়ানো চুলগুলোর উপর নিষ্ঠুরভাবে কাঁচি চলেছে একথা ভাবলে

দুঃখ না হয়ে পারে? কিন্তু রাগ আমি করিনি। আপনাকে এতেও যা মানিয়েছে তাতে ভয় হচ্ছে হয়তো বা আমার মতটা আমি একদিন বদ্‌লে ফেলতেও পারি।”

ভেলেন্টিনা টিপ্পনী করিলেন, “আমাদের কপাল ভালো, তাই আজও মেরিয়ানার চোখে চশমা ওঠেনি, জামার গলায় কলার ও হাতায় কপ-ওর এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে; এদিকে তো দেখতে পাই, মেয়েদের সমস্যা নিয়ে ওর চোখে ঘুম নেই—দিনরাত কত বই যে পড়ছে!—কি বলো, মেরিয়ানা?”

এই খোঁচাটুকু দিয়া ভেলেন্টিনা আশা করিয়াছিলেন মেরিয়ানাকে রাগাইয়া তুলিবেন, নয়তো সে রীতিমত বিব্রত হইয়া পড়িবে; কিন্তু মেরিয়ানা অত্যন্ত শান্ত সহজ কণ্ঠেই বলিল, “হাঁ, মামী, মেয়েদের সম্বন্ধে যে-কোনো বই আমি পেলেই পড়ি। মেয়েদের সমস্যাটা ভালো ক'রেই বুঝতে চেষ্টা করছি।”

“তা করবে বই কি! তোমাদের কাঁচা বয়েস!” বলিয়া কোলোমিজেভের দিকে ফিরিয়া ভেলেন্টিনা বলিলেন, “আমরা ও নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনে, আমাদের ভালোও লাগে না,—কি বলেন?”

কোলেমিজেভ ঈষৎ হাসিলেন; এই সুন্দরী রমণীর কথায় তিনি সায় না দিয়া পারিলেন না। বলিলেন, “মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌নার মনে এখনো কত আশা, কত আদর্শ...প্রথম যৌবনের কত রঙীন স্বপ্ন··· কিন্তু চিরদিন তো আর এ বয়স···”

ভেলেন্টিনা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, “না, না, আমি ভুল বলেছি। আমারই বা কী এমন বয়েস হয়েছে! আমি তো এখনো বুড়ো হইনি। ভালো আমারো লাগে। মেয়েদের ব্যাপার নিয়ে মাথা আমিও ঘামাই।”

কোলোমিজেভ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আমিও। কিন্তু লোকে যদি এ নিয়ে আলোচনা চালায়, আমি বাধা দেব।"

মেরিয়ানা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "বাধা দেবেন?"

"হাঁ! আমি তাদের জানিয়ে দেব, 'মেয়েদের বিষয় নিয়ে তোমরা যত খুশি মাথা ঘামাও, কিন্তু মুখে কথাটি বোলো না।' বিশেষ ক'রে কাগজে লেখালেখি করা কোনমতেই চলবে না!"

ভেলেন্টিনা হাসিয়া বলিলেন, "তাহ'লে মেয়েদের সমস্যার মীমাংসা করবে কা'রা? আপনি কি বলতে চান মন্ত্রীরা একটা সমিতি গ'ড়ে নিয়ে তার উপরেই এ কাজের ভার দেবে?"

"নিশ্চয়! আপনি কি মনে করেন, যারা এসব নিয়ে মেতে উঠেছে—যাদের চাল নেই চুলো নেই, যারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পর্যন্ত পায় না—সেই সব হা-ঘ'রে লক্ষ্মীছাড়া বর্বরদের দিয়ে একাজ হতে পারে কখনো? তারা কতটুকু জানে? কতটুকুই বা বোঝে? আমরা কি একাজ তাদের চেয়ে ঢের ভালো পারিনে?—আমি তো ভাবছি আমরা আপনার স্বামীকেই করব আমাদের প্রেসিডেণ্ট।"

ভেলেন্টিনা এইবার আরো জোরে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "দোহাই আপনার, ঐটি করবেন না। তাঁকে আপনি আজও ঠিক চিনতে পারেননি দেখছি!"

এইসময় সহসা "মা! মা! বাবা এসেছে!" বলিয়া উল্লসিত কোমল কণ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে কোলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। একটু পরেই আসিলেন সিপিয়াগিনের বৃদ্ধা পিসি-মা জাহারভ্না। তারপর সকলে দ্রুতপদে হলঘর পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া তর্‌তর্‌ করিয়া নিচে নামিয়া গেলেন গৃহস্বামীকে অভ্যর্থনা করিতে।

স্বাগত-সম্ভাষণ ও কুশল-প্রশ্নাদির পালা শেষ হইবার পর

সিপিয়াগিন একে একে সকলের সঙ্গে নেজদানভের পরিচয় করাইয়া দিলেন। কোলিয়াকে বলিলেন, "ইনি তোমার মাস্টার-মশাই। এঁর কথা সব সময় মন দিয়ে শুনবে।" বলিয়া একটা ইঙ্গিত করিতেই বালক একটু অগ্রসর হইয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত সলজ্জ ভাবে নেজদানভের দিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিল। তারপর আবার পিতার কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল; তাহার এই নবাগত শিক্ষকটির চেহারায় চোখে পড়িবার মতো নূতন বা অদ্ভুত কিছু খুঁজিয়া না পাইলেও সে সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার মুখের পানে সকৌতূহলে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ভেলেন্টিনা স্বামীর পত্রে পূর্বেই খবর পাইয়াছিলেন, তাই স্বামীর সহিত কথা বলিবার সময় তিনিও মাঝে মাঝে সকৌতুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই নবীন আগন্তুকটিকে আড়চোখে দেখিয়া লইতে ছাড়েন নাই। নেজদানভ স্বভাবতই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সিপিয়াগিন এক ভৃত্যকে বলিলেন, "এঁকে এঁর ঘরে আগে পৌছে দিয়ে এসো, তারপর এঁর জিনিসপত্র যা আছে সব নিয়ে গিয়ে ঘরে ভালো ক'রে গুছিয়ে সাজিয়ে রেখে দিয়ো।" তারপর তিনি নেজদানভকে বলিলেন, "যাও এলেক্সি, ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করোগে, খাবার সময় আবার দেখা হবে, ঠিক পাঁচটায়।"

নেজদানভ নমস্কার করিয়া ভৃত্যটির সহিত বাড়ির তিনতলায় তাহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে চলিয়া গেল।

সিপিয়াগিন তখন হাসিমুখে আর একবার জাহারভ্‌না, কোলোমিজেভ ও মেরিয়ানার সহিত করমর্দন করিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া পত্নী ভেলেন্টিনার সহিত দোতলায় নিজের বিশ্রামকক্ষে চলিয়া গেলেন।

৭

নেজদানভ ভৃত্যটির সহিত একটি নিভৃত সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ঘরে সে একা থাকিতে পাইবে মনে হইতেই এতক্ষণে সে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভৃত্যকে বিদায় দিয়া বাক্স খুলিয়া সে নূতন পোষাক বাহির করিল এবং হাতমুখ ধুইয়া ফেলিয়া সেই পোষাক পরিল। তারপর ধীরে ধীরে খোলা জানলার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার চোখে পড়িল সামনেই সুন্দর ফুলের বাগান, এবং তাহার পাশেই বহুদূরবিস্তীর্ণ ছায়াস্নিগ্ধ তরু-বীথি। সেই দিক হইতে বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাস আসিয়া তাহার চোখে মুখে ললাটে মধুর সুধাস্পর্শ বুলাইয়া দিয়া গেল, দেহমনের সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইয়া গেল, মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল; সেইখানে দাঁড়াইয়া সে সেইভাবেই বাহিরে চাহিয়া দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিল পল্লী-প্রকৃতির অপরূপ রূপ, কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল পাখীদের সুমিষ্ট কলকূজন।

ঠিক এইসময় দোতলার শয়নকক্ষে তাহাকে লইয়াই আলোচনা চলিতেছিল। সিপিয়াগিন কেমন করিয়া কোথায় তাহার দেখা পাইলেন, প্রিন্স জি-র মুখে তাহার সম্বন্ধে কী কী শুনিয়াছেন, সারাটা পথ গাড়িতে বসিয়া তাহার সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ে কী আলাপ হইয়াছে—ইত্যাদি প্রায় সব কথাই পত্নীকে সংক্ষেপে জানাইয়া শেষে বাললেন, "ছোকরা সত্যিই খুব বুদ্ধিমান্, আর খুবই সুশিক্ষিত। হোক না সে বিপ্লবী, তাতে কী এসে যায়? এদের মতামত যাই হোক, একটা উঁচু লক্ষ্য তো এদের আছেই,—তার মূল্যই কি কম! তাছাড়া কোলিয়া এখনো নেহাৎ শিশু, তার মেজাজ বেগড়াবার ভয় তো নেই।"

স্বামীর কথা শুনিয়া ভেলেন্টিনা মধুর করিয়া হাসিলেন। স্বামী যে তাঁহার এ বয়সেও কুড়ি-একুশ বছরের বালকের মতো খেয়ালের বশেই যে-কোনো কাজ করিতে পারেন ইহা ভাবিয়া তিনি মনে মনে কৌতুক বোধ করিলেন। চিরদিন স্বামীর সকল কাজেই তিনি সানন্দে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন, বাধা দিবার কথা ভাবিতেও পারেন নাই, তাই আজও পর্যন্ত তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনে নিষ্ঠা যেমন গভীর, শান্তিও তেম্‌নি নিরবচ্ছিন্ন।

ঠিক পাঁচটার সময় আহারের ঘণ্টা পড়িতেই সকলে গিয়া একসঙ্গে আহারে বসিলেন। নেজদানভ আসিয়াও তাহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসিল। তাহার দিকে চাহিয়া ভেলেন্টিনা মনে মনে ভাবিলেন, "এ তো এখনো ছেলেমানুষ—ছাত্র বললেও চলে,—কিন্তু কী সুন্দর ওর মুখখানি! হয়তো আমাদের এসব সমাজের আদবকায়দা সব ওর জানা নেই—তা হোক,—কী চমৎকার ঢেউ-খেলানো ওর চুলগুলো! ওকে দেখলে ইটালিয়ান শিল্পীদের গড়া মূর্তির কথা মনে প'ড়ে যায়—কী আশ্চর্য-সুন্দর ওর চোখদুটি!"

এদিকে সিপিয়াগিন ও কোলোমিজেভ তখন দেশের নানা সমস্যা লইয়া আলোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। এক ভেলেন্টিনা ব্যতীত আর কাহারো সে আলোচনায় যোগ দিবার লেশমাত্র উৎসাহ নাই। আলোচনা ক্রমে মোড় ফিরিয়া এমন এক জায়গায় আসিয়া পৌঁছিল যখন নেজদানভের মন সহসা সজাগ ও উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

সিপিয়াগিন বলিতেছিলেন, "দেশের জনসাধারণের মনে স্বাধীনতা লাভের জন্যে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে, তাদের মধ্যে আজ যে নবজাগরণের সাড়া প'ড়ে গেছে, তুমি তাতে ভয় পেয়েছ আমি জানি। বছর সাতেক আগে আমাদের মান্য বন্ধু এলেক্সি আইভানোভিচ্

একখানা আবেদনপত্র পাঠিয়েছিল তার একটি লাইন আজও আমার মনে পড়ে। চমৎকার লাইনটি। এক জায়গায় সে লিখছে,'আমি দেখতে পাচ্ছি, নিষ্ঠুর বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে জ্বলন্ত মশাল হাতে এগিয়ে চলেছে আমাদের দেশের যত চাষী আর শ্রমিকের দল—জন্মভূমির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত!'—আমিও জানি, মুক্তির দিন তাদের আসবেই, হয়তো এসেওছে,—কিন্তু যারা মশাল হাতে এগিয়ে চলবে সেই চাষী আর শ্রমিকের দল আজ কোথায়?"

কোলোমিজেভ গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, "আইভানোভিচ্ সামান্য একটু ভুল করেছে। সত্যিই যারা মশাল হাতে এগিয়ে চলবে তারা দেশের ঐসব অপদার্থ চাষী আর শ্রমিক কখ্খনো নয়—ওদের বাদ দিয়ে যারা অবশিষ্ট রইল, কেবল তারাই।"

এই কথায় নেজদানভ চমকিয়া মুখ তুলিতেই মেরিয়ানার সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। এই গম্ভীর প্রকৃতির মেয়েটি যে ঠিক এই মুহূর্তেই তাহার মুখের পানে অমন করিয়া চাহিয়া থাকিবে ইহা সে কল্পনাও করে নাই। তৎক্ষণাৎ তাহার মন যেন তাহাকে বলিয়া দিল, তাহাদের উভয়ের একই মত, একই পথ। সিপিয়াগিন প্রথম যখন পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন তখন এই মেয়েটি তো তাহার মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করিতে পারে নাই! তবে এখন, ঠিক এই প্রয়োজনের সময়েই, তাহাদের দুইজনের এমন করিয়া চোখে চোখে মিলন হইল কেন?

নেজদানভের মনে হইল কোলোমিজেভ যে অসহ্য অত্যুক্তি করিলেন তাহার একটা কঠিন প্রতিবাদ করা দরকার, নীরবে ইঁহাদের মতবাদ উপেক্ষা করাতেও অপমান আছে। এই ভাবিয়া সে আর-একবার মেরিয়ানার পানে চাহিতেই তাহার চোখদুটি যেন তাহাকে জানাইয়া

দিল, "রোসো···অত তাড়া কিসের···এখনো সময় আসেনি···এখন কিছু বলা বৃথা...পরে হবে...এখনো ঢের সময় প'ড়ে রয়েছে।"

এইসময় ভেলেন্টিনা হঠাৎ নেজদানভের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন এলেক্সি দিমিত্রি, আমাদের এই বন্ধুটির মনে যে ভয়, সে ভয় আপনার অন্তত নেই, আমি জানি। স্বামীর মুখে আপনার সব কথাই আমি শুনেছি।"

নেজদানভের সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

ভেলেন্টিনা ও তাঁহার স্বামী হাসিমুখে, যেন কতকটা সস্নেহেই, তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। কোলোমিজেভ তাঁহার একচোখো চশমাটি চট্ করিয়া নাকের উপর তুলিয়া লইয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "বটে!···আমার মনে যে ভয়, সে ভয় তোমার নেই?···কেন?···তবে কি···?" কিন্তু ঠিক এভাবে নেজদানভকে বিব্রত করা শক্ত। সে অকস্মাৎ সোজা হইয়া বসিয়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে ঐ কেতাদুরস্ত রাজকর্মচারীকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এই একটু আগেই তাহার যে-মন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে, "মেরিয়ানা তোমার বন্ধু," সেই মনই আবার এখন তাহাকে অসংশয়ে জানাইয়া দিল, "কোলোমিজেভ তোমার শত্রু!" কোলোমিজেভ নিজেও তাহা বুঝিলেন। তিনি চশমা নামাইয়া ঘুরিয়া বসিয়া মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল না।

আহার শেষ হইবার পর সকলে বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিপিয়াগিন বলিলেন, "এলেক্সি দিমিত্রি, সন্ধ্যেবেলা আমাদের একটু তাসখেলা অভ্যাস। তোমাকে দলে টানব না, ভয় নেই। তুমি বোসো, মেরিয়ানা তোমাকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাবে।"

মেরিয়ানা উঠিয়া পিয়ানোয় গিয়া বসিল, তারপর কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই কয়েকটি গান বাজাইয়া শুনাইল—মেণ্ডেল্‌সনের সেই গান, যার নাম "যে গানের ভাষা নেই।" বাজনা শুনিয়া ঘরের ওদিক হইতে কোলোমিজেভ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "চমৎকার! সত্যিই চমৎকার!" নেজদানভ কোনো মন্তব্যই করিল না।

রাত বাড়িয়া চলিল। হঠাৎ একসময় সেটা খেয়াল হইতেই সিপিয়াগিন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এলেক্সি, আর দেরি নয়, তুমি যাও শোওগে। মনে রেখো, এ বাড়ির মূল নীতিই হচ্ছে সকলের অবাধ স্বাধীনতা।"

নেজদানভ উঠিয়া পড়িল। নমস্কার করিয়া দরজার বাহিরে আসিতেই সে একেবারে মেরিয়ানার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। আর একবার তাহার চোখে চোখ পড়িতেই তাহার মনে হইল এই মেয়েটিকে সে চিনিতে ভুল করে নাই। মেরিয়ানার মুখে আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই, বরং একটা ক্ষীণ ভ্রূকুটিই সে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তবু তাহার বিশ্বাস টলিল না, ভাবিল, ইহার উপর নির্ভর করিতে তাহার ভয় নাই।

প্রসন্ন মনে সে নিজের ঘরে আসিয়া শুইতে যাইবে এমন সময় বাহিরে চৌকিদার হাঁক দিয়া উঠিল। নেজদানভ চমকিয়া বলিয়া উঠিল, "বাস্‌ রে, এযে একেবারে কয়েদখানা!"

পরদিন তাহার কাজ সুরু হইয়া গেল। কোলিয়া বেলা দশটায় তাহার কাছে ব্যাকরণ পড়িল আর বেলা দুইটায় পড়িল ইতিহাস। নেজদানভের অনুমতি লইয়া ভেলেন্টিনা দুইবেলাই ছেলের পাশে বসিয়া থাকিয়া তাহার পড়া শুনিলেন। শেষে লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিলেন, "কি জানেন, এসব জিনিস আমারো জানা দরকার। কোনদিন কিছু শিখিনি তো!"

বাকি দিনটা নেজদানভ সেণ্ট পীটার্সবার্গের বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখিয়া কাটাইয়া দিল।

পরদিন কোলিয়ার জন্মতিথি-উৎসব। মহা আড়ম্বরে সে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পরের দিন হইতে আবার নেজদানভের জীবনের ধারা একটা ধরা-বাঁধা নিয়মের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে একই ভাবে বহিয়া চলিল।

দিন সাতেক পরে একদিন সে তাহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে চিঠি লিখিতে বসিল। বন্ধুটির নাম সিলিন। বাল্যকালে ইস্কুলে পড়িবার সময় ইহার সহিত তাহার যে গভীর ভালোবাসা জন্মিয়াছিল তাহা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। সিলিন তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া বাস করে বহু দূরে এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে। নেজদানভের সেণ্ট পীটার্সবার্গের বন্ধুরা কেহ তাহার নামও শোনে নাই কোনদিন। তাহাদের সহিত নেজদানভের সম্বন্ধ কেবল কর্মজীবনের, কিন্তু তাহার অন্তরের গোপন ও গভীর সকল রহস্যের ভাণ্ডারী একা এই সিলিন। তাহার কাছে অকপটে হৃদয়ের সব কথাই সে জানাইতে পারে, জানাইতে চায়, এবং একমাত্র তাহাকে জানাইয়াই তাহার তৃপ্তি। হয়তো জীবনে সিলিনের সহিত আর তাহার কোনদিন দেখাই হইবে না, তবু সে জানে, তাহার জীবনের সকল রহস্যই সিলিন সযত্নে নিজের মনের কোণেই লুকাইয়া রাখিবে চিরদিন, প্রাণান্তেও তাহা কাহারো কাছে প্রকাশ করিবে না।

নিজের এই নূতন জীবনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া চিঠির শেষের দিকে এক জায়গায় সে লিখিল :

"...বেশ আরামেই আছি ভাই, নেহাৎ পশুদের জীবনে যে আরাম তাই আর কি। মাঝে মাঝে কবিতাও লিখছি যখন খুশি। বন্ধুদের কাছে ছুটি পেয়েছি—কিন্তু সে আর ক'দিন! ছুটির মেয়াদ ফুরোলেই

আবার তারা আমায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। অনেক দূরে এসে পড়েছি, আর ফেরবার উপায় নেই।···যাক্‌, এসব কথা পরে হবে। আমার এ বাড়ির যিনি গৃহকর্ত্রী, আশ্চর্য তাঁর রূপ! আমার দিকে তাঁর সর্বক্ষণ সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। আমার তো ভয়ই হয়। মেয়েদের সামনে আমার যা অবস্থা হয় সে তো তোমার জানতে বাকি নেই!···

কিন্তু আমার মনে সবচেয়ে বেশি কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে আর একটি মেয়ে। সে এ বাড়ির কারো কোনো আত্মীয়া, না কেবল আশ্রিতা, কিছুই আমি জানিনে। তার সঙ্গে আজও আমার একটি কি দুটির বেশি কথাই হয়নি—তবু আমার মন বলছে, আমরা একই পথের পথিক।···"

৮

শেষ বসন্তের এক অপরাহ্ণ। হাতে কোনো কাজ ছিল না বলিয়া নেজদানভ পথে বাহির হইয়া পড়িল। বাগান পার হইয়া বনের মাঝখানে একটি সুন্দর নিভৃত স্থান খুঁজিয়া লইয়া সে সেইখানে এক গাছের তলায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার ঠিক পিছনেই ছায়া-নিবিড় নির্জন প্রচ্ছন্ন বনপথ।

সেইখানে বসিয়া বসিয়া কী সে ভাবিতেছিল কে জানে, হয়তো বা কিছুই ভাবিতেছিল না,—তবু অকারণেই তাহার মনে কিসের একটা বিষাদ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। এম্‌নিই হয়। বসন্তদিনের নিবিড় আনন্দের মাঝখানেও অত্যন্ত সঙ্গোপনে একটা করুণ বিষাদের সুর থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠে—কি নবীন, কি প্রবীণ, সকলের মনেই। কেন এমন হয়? কারণ আর কিছুই নয়,—জানি বা না জানি, মানি

বা না মানি—নবীনের মনে থাকে প্রতীক্ষার একটা নীরব নিগূঢ় তীক্ষ্ণ বেদনা, আর প্রবীণের মনে জাগে ব্যর্থ যৌবনের নিঃশব্দগভীর তীব্র অনুশোচনা।

হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনিয়া নেজদানভ চমকিয়া উঠিল। প্রায় একই সঙ্গে একটি পুরুষ ও একটি রমণীর কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিল।

মোটা ভারী গলায় একজন প্রশ্ন করিল, "এই কি তোমার শেষ কথা ?"

কোমল অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব হইল, "হাঁ !"

"কোনদিনই কি তোমার মন পাব না ?"

"না !"

নেজদানভ চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল তাহার অদূরেই আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে মেরিয়ানা, এবং তাহার পিছনে এক অপরিচিত পুরুষ। অকস্মাৎ নেজদানভকে সেইখানে দেখিতে পাইয়া মেরিয়ানার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল ; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার অধরে ফুটিয়া উঠিল একটা ক্ষীণ হাসির আভাস—সেটা লজ্জার না অবজ্ঞার, বলা কঠিন। তাহার সঙ্গীটির মুখেও একটা তীব্র ভ্রূকুটি, তাহার চোখদুটি যেন জ্বলিতেছে, কিন্তু সে চোখের দৃষ্টিতে একটা করুণ ব্যাকুলতা।

হঠাৎ পিছন ফিরিয়া তাহারা যে পথে আসিয়াছিল আবার সেই পথেই চোখের আড়ালে চলিয়া গেল।

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে নেজদানভ তাহাদের পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আধঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরিয়া বসিবার কক্ষে আসিয়া ঢুকিতেই তাহার চোখে পড়িল, মেরিয়ানার সঙ্গী সেই অপরিচিত লোকটি আগেই আসিয়া সেই ঘরে সিপিয়াগিনের পার্শ্বে বসিয়া আছে। সিপিয়াগিন

বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, এসো এলেক্সি! ইনি ভেলেন্টিনার বড় ভাই, এঁর নাম মার্কেলভ। তুমি ব'সে এঁর সঙ্গে আলাপ করো, ভেলেন্টিনাও এল ব'লে।"—বলিয়াই তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

অন্য দিক দিয়া ভেলেন্টিনা ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "দাদা যে! মনে পড়ল এতদিনে? তুমি তো আমাদের ভুলেই গেছ, ভুলেও আর এমুখো হ'তে চাও না! কোলিয়ার জন্মদিনে তোমায় ডেকে পাঠালুম, তাও তুমি এলে না। কী যে তোমার অত কাজ!" বলিয়া তিনি নেজদানভের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দাদা ওঁর প্রজাদের সঙ্গে নিজের সম্পত্তির একটা চমৎকার ভাগ-বাঁটরা ক'রে নিয়েছেন—সম্পত্তির তিনভাগ তাদের, আর একভাগ ওঁর নিজের। খাসা ব্যবস্থা—কি বলেন? ওঁর বিশ্বাস, তাতেও নাকি তাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে!"

মার্কেলভ নেজদানভকে বলিল, "শুনবেন না ওর কথা। ওর সব তাতেই ঠাট্টা। তবে আমার মতটা ও প্রায় ঠিকই বলেছে। যাতে একশো লোকের অনায়াসে চ'লে যায়, তার শিকিভাগ একজন লোক একা ভোগ করবে এ জুলুম বই কি!"

ভেলেন্টিনা বলিয়া উঠিলেন, "বা রে! আমি বুঝি সবসময় কেবল ঠাট্টাই করি!—আচ্ছা, এলেক্সি দিমিত্রি, আপনিই বলুন না?"

এইসময় ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, কোলোমিজেভ আসিয়াছেন। একটু আগে আহারের ঘণ্টাও পড়িয়াছিল। তখন সকলে একসঙ্গে উঠিয়া আহার করিতে গেলেন।

আহার করিতে বসিয়া নেজদানভ মেরিয়ানা ও মার্কেলভের দিকে বারবার না চাহিয়া পারিল না। নতনেত্রে তাহারা দুইজনে পাশা-পাশি বসিয়া আছে, উভয়ের মুখেই একটা কেমন সরোষগম্ভীর দৃঢ়তার

ভাব সুপরিস্ফুট। অপরূপরূপৈশ্বর্যময়ী ভেলেন্টিনা এই অপ্রিয়দর্শন মার্কেলভের সহোদরা ভগিনী একথা নেজদানভ যেন বিশ্বাস করিতেই পারিতেছিল না—ইহাদের উভয়ের মধ্যে আকৃতির বা প্রকৃতির এতটুকু সাদৃশ্যও যদি থাকিত!

আহারান্তে নেজদানভ সোজা নিজের ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ বারান্দায় মেরিয়ানার সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া গেল। তাহাকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবে এমন সময় মেরিয়ানা হাত তুলিয়া তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল। তারপর বলিল, "মিঃ নেজদানভ," —তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল—"আমার সম্বন্ধে আপনি যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারেন, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না,—কিন্তু তবু আমি ভাবছি···আমার মনে হচ্ছে···একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার। আজ বনের মাঝখানে মিঃ মার্কেলভের সঙ্গে আমাকে দেখতে পেয়ে···আপনাকে দেখে আমি হয়তো একটু চমকেও উঠেছিলুম···আপনার নিশ্চয় মনে হয়েছিল, আগে থাকতেই আমাদের ঐখানে দেখা করার পরামর্শ ঠিক ছিল। কেমন, তাই না?"

নেজদানভ বলিল, "আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—"

মেরিয়ানা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "মিঃ মার্কেলভ আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন···আমি—আমি রাজী হইনি। শুধু এই কথাটাই আপনাকে বলতে এসেছিলুম। এখন ভাবুন আপনার যা খুশি—আমি চললুম।"

এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরিয়া ত্বরিতপদে বারান্দা পার হইয়া চলিয়া গেল।

নেজদানভ ঘরে আসিয়া জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। 'অদ্ভুত মেয়ে!—এমন করিয়া যাচিয়া

আসিয়া কৈফিয়ৎ দিবার তাহার কী প্রয়োজন ছিল? কী এ? একটা নূতন কিছু, একটা অভাবনীয় কিছু করিবার ইচ্ছা? না, শুধু ভাণ? না, এ তাহার আত্মাভিমান?—আত্মাভিমানই বটে, সন্দেহ নাই। তাহাকে কেহ হীন ভাবিবে, কেহ তাহাকে লেশমাত্র সন্দেহ করিবে, এতটুকু ভুল বুঝিবে, এ কল্পনাও তাহার পক্ষে অসহ্য। অদ্ভুত মেয়ে!'

নেজদানভ আপনমনে এইসব কথা ভাবিতেছে, হঠাৎ তাহার কানে আসিল নিচেকার একটা খোলা বারান্দায় তাহাকে লইয়া জোর আলোচনা সুরু হইয়া গেছে। সব কথাই সে স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিল।

রাশিয়ায় একটা ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব যে আসন্ন এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া কোলোমিজেভ বলিতেছিলেন, "আর এইযে আপনাদের নতুন টিউটরটি—ও যে একজন বিপ্লবী এতে কি আপনাদের কারো মনে কিছুমাত্র সন্দেহ আছে? ও যে কাউকেই আগে নমস্কার করে না সেটা লক্ষ্য করেছেন?"

ভেলেন্টিনা বলিলেন, "হাঁ। কিন্তু কেন করবে? ও যে তা করে না, আমার বরং সেইটেই ভালো লাগে।"

"আমি এ বাড়ির অতিথি, আর সে মাইনে করা চাকর ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার মান তার চেয়ে ঢের বেশি।...তারই উচিত আমার কাছে আগে মাথা নোয়ানো।"

সিপিয়াগিন বলিলেন, "দেখ কোলোমিজেভ, একটা কথা তোমায় বলি, কিছু মনে কোরো না। ওসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? সে কাজ করে ব'লেই আমি তাকে মাইনে দিই, কিন্তু আর সব দিক দিয়ে সে তো সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

"বলেন কি! করবে চাকরি, তবু মানবে না সে চাকর! বিপ্লবী

আর কা'কে বলে! পড়ত আমার হাতে, আমি দেখে নিতুম ও কতবড় বেয়াদব! কি-ক'রে মানী লোকের মান রাখতে হয় ওকে ভালো ক'রে শিখিয়ে তবে ছাড়তুম। বেইমান কোথাকার!"

উপরে নেজদানভ অসহ্য ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে গিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাহার ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল—মার্কেলভ।

৯

নেজদানভ উঠিয়া দাঁড়াইল। মার্কেলভ সোজা তাহার কাছে আসিয়া একখানা চিঠি তাহার হাতে দিয়া বলিল, "পড়ুন।"

চিঠিখানার উপর তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া নেজদানভ সাদরে তাহার করমর্দন করিল, এবং তাহাকে বসিতে বলিয়া নিজেও বসিল।

চিঠিখানা লিখিয়াছে বিপ্লবীদের নেতা ভেসিলি নিকোলিভিচ্। মার্কেলভ যে তাহাদের দলেরই একজন এবং তাহার উপর যে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে নির্ভর করা চলিতে পারে এই কথা জানাইয়া সে দলের সকলের সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার ও প্রচারকার্য চালাইবার প্রয়োজন সম্বন্ধে চিঠিতে বিস্তারিত উপদেশ দিয়াছে। নেজদানভ সকলেরই বিশেষ আশা ও বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া চিঠি আসিয়াছে তাহার নামেই।

কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া মার্কেলভ বলিল, "আপনি আজ রাত্রেই আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলুন। অনেক জরুরী আলোচনা আছে। এখানে একটি কথাও বলা চলবে না, দেয়ালের আড়াল থেকে

কে কান পেতে শুনছে কে বলতে পারে। আজ শনিবার, কালও আপনার পড়ানো নেই। আজকের রাতটা আর কাল একটা বেলা আমার ওখানে কাটিয়ে আপনি চ'লে আসবেন,—আমি বরঞ্চ নিজেই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব। আপনার যাবার অনুমতি আমি নিয়ে রেখেছি।"

"বেশ, চলুন।" বলিয়া নেজদানভ সহজেই সম্মত হইয়া গেল। লোকটির মধ্যে একটা শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া সে স্বভাবতই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল, এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাহার সঙ্গে তাহারই গাড়িতে বসিয়া দশমাইল দূরবর্তী একটি গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

মার্কেলভের বাড়িতে আসিয়া অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার দেখা হইয়া গেল অস্ত্রোদুমভ ও মাশুরিনার সঙ্গে। তাহারা অন্যত্র যাইবে, নেজদানভ আসিবে এই আশাতেই অপেক্ষা করিয়া আছে।

সারাটা পথ মার্কেলভ একটি কথাও বলে নাই। বাড়িতে পা দিতেই সে যেন একেবারে অন্য মানুষ হইয়া গেল। আর কোনো প্রসঙ্গ উঠিবার সুযোগমাত্র না দিয়া সে সোজা কাজের কথা পাড়িয়া বসিল। কেহ তাহার কথায় কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিলেও সে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া প্রচণ্ড উৎসাহে অনর্গল বক্তৃতা দিয়া গেল। বলিল, "অবিচার ও অত্যাচার চরমে উঠেছে, নির্যাতিত নিপীড়িত অসহায় চাষীমজুরের দল যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে! তবু কি আমরা এখনো নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকব? মিথ্যে জল্পনা-কল্পনার সময় আর নেই, এবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় এসেছে। দেশ তাই চায়। দেশের জনসাধারণ তাই চায়। তারা প্রস্তুত। শুধু ইঙ্গিতের অপেক্ষায় তারা আমাদের মুখ চেয়ে আছে। যারা ভীরু,

যারা কাপুরুষ, মরতে যারা ভয় পায়—যত সংশয়, যত দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব আজ কেবল তাদের মনেই। ধিক্ তাদের!”

সংশয় ও দ্বিধা নেজদানভের মনেও ছিল,—দেশের জনসাধারণ কি সত্যই প্রস্তুত? কিসের জন্য? কী চায় তাহারা? স্বাধীনতার স্বপ্ন কি সত্যই তাহাদের মনে জাগিয়াছে? দুঃখমোচনের জন্যই দুঃখকে বরণ করিয়া লওয়া—ইহার মর্ম কি তাহারা বুঝিবে? তাহারা যে কত দুঃস্থ কত দুর্বল, কত অসহায় কত নিরুপায়,—তাহারা যে অযথা অন্যায়ভাবে প্রতারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত—এ বোধ কি তাহাদের সত্যই জন্মিয়াছে?

কত প্রশ্নই তাহার মনে ছিল, কিছুই বলা হইল না,—মার্কেলভের জ্বালাময়ী বক্তৃতা তখন তাহার মনেও আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। উত্তেজনার মুখে সেও তখন নিজের মনকে চোখ ঠারিয়া মার্কেলভের সব কথায় সোৎসাহে সায় দিয়া গেল।

নেজদানভ বুঝিতেও পারিল না, মার্কেলভের এই আকস্মিক উন্মাদনার আর একটা গভীর কারণ মেরিয়ানার উপেক্ষা। মেরিয়ানার ভালোবাসার আশায় চিরদিনের মতো জলাঞ্জলি দিয়া সে আজ সহসা এম্‌নি উদ্‌ভ্রান্ত ও অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছে যে, অবিলম্বে কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিলেই সে যেন বাঁচিয়া যায়, মুহূর্তের বিলম্বও যেন আজ তাহার পক্ষে অসহ্য।

সে-রাত্রির মতো আলোচনা শেষ হইবার পর মার্কেলভ নেজদানভকে বলিল, “একটি লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা করা দরকার। তার নাম সোলোমিন। পাশের গাঁয়ে একটা তুলোর কারখানা আছে, সে তার ম্যানেজার। তাকে আমাদের চাই। আপনি একদিন গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করুন। লোকটা খুব খাঁটি। আর

খুবই কাজের লোক। যতদুর খবর পেয়েছি তাতে তাকে দলে পাবার আশা দুরাশা নয়।"

পরদিন সকালবেলা নেজদানভকে নিভৃতে পাইয়া মাশুরিনা বলিল, "মার্কেলভের জন্যে সত্যিই বড় দুঃখ হয়।"

নেজদানভ ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলো তো?"

"মনে ওর সুখ নেই, ওর অদৃষ্টই মন্দ। এমন খাঁটি লোক দু'টি মেলা ভার, কিন্তু তবু ওর কাছে তোমরা আসল কাজ কতটুকু পাবে জানিনে। কখন্ ও ভেঙে পড়বে বলা যায় না।"

"ওর সম্বন্ধে তুমি কিছু জানতে পেরেছ?"

"কি জানি, হয়তো এ আমার শুধু অনুমান। তা আমি তো চ'লেই যাচ্ছি। তুমি নিজেই একদিন সব জানতে পারবে।"

নেজদানভ আর কোনো প্রশ্ন করিল না। তাহার মনেও ঐ একই সন্দেহ ঘনাইয়া উঠিল।

বেলা আড়াইটের সময় সে যখন একাই বাড়ি ফিরিবার জন্য গাড়িতে উঠিতে যাইবে, মার্কেলভ ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "তৈরি হয়ে থাকবেন। ডাক পড়লে যেন একমুহূর্ত দেরি না হয়।"

বাড়ির বাহিরে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতে নেজদানভ চাহিয়া দেখিল উপরের একটি জানালা হইতে একখানি সুন্দর সহাস্য মুখ তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইতেছে। সে মুখ ভেলেন্টিনার।

নেজদানভের মনে হইল, "কি অপূর্ব রূপ! কি আশ্চর্যসুন্দর ঐ চোখদুটি!"

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া সে কিছুতেই ঘুমাইতে পারিতেছিল না। তাহার চোখের সামনে যেন একটা কিসের কালো পরদা

ঝুলিতেছে আর বাহিরের সমস্ত জগৎ যেন তার আড়ালে পড়িয়া গেছে। আশ্চর্য! এই পরদার ভিতর দিয়া সে সহসা দেখিতে পাইল কেবল তিনখানি মুখ—তিনটিই নারীর—আর তাহারা তিনজনেই তাহার পানে অনিমেষ উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। ভেলেন্টিনা—মাশুরিনা—মেরিয়ানা!

কেন? কী এ? একি স্বপ্ন? কী চায় ইহারা তাহার কাছে?

নাঃ, ঘুম আর আসিবে না! মন অকারণেই গভীর বিষাদে ভরিয়া উঠে। জীবনের যাহা অনতিক্রমণীয় পরিণাম, সেই মৃত্যুর চিন্তা আসিয়া ক্রমে তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। জগৎ হইতে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা মনে জাগিতেই ভয়ে সে শিহরিয়া উঠিল। তারপর কখন্ সে-ভয় কাটিয়া গিয়া মৃত্যু তাহার চোখে মধুর হইয়া দেখা দিল, তাহাকে বরণ করিয়া লইতেও যেন তাহার আনন্দ। তাহার হঠাৎ মনে পড়িল প্রিয়বন্ধু সিলিনের কথা। অবশেষে কখন্ কবিতার খাতাখানি বাহির করিয়া, বুঝি-বা তাহাকেই স্মরণ করিয়া সে লিখিয়া চলিল:

আমার যবে মরণ হবে, হে সখা, রেখো স্মরণে,
　　হে প্রিয়তম, মিনতি মম,—ভুলো না।—
স্মরিয়ো মনে, বিদায়ক্ষণে বেদনারাঙা বরণে
　　বিরহছবি আঁকেনি কবি,—ভুলো না।

রূপে অতুল কত না ফুল উঠিবে হাসি' ফুটিয়া,
　　আমারি লাগি রহিবে জাগি,—ভুলো না।
রবির কর সমাধি 'পর পড়িবে আসি লুটিয়া,
　　আমারে আলো বাসিবে ভালো,—ভুলো না।

আকাশ জুড়ে মোহন সুরে উঠিবে বাজি বাঁশরী,
গাহিবে পাখী আমারে ডাকি',—ভুলো না।
বিষাদগান করুণ তান সকলি র'ব পাশরি',
মরণে ল'ব জীবন নব,—ভুলো না।

ধরার হাসি পুলকরাশি—চিরবিদায়রাতেও
র'বে স্বপনে, র'বে গোপনে,—ভুলো না।
প্রীতির গীতি মধুর স্মৃতি,—সেই তো হবে পাথেয়,—
প্রেমের বাঁশি ভালো যে বাসি,—ভুলো না।

আমারে চাওয়া ভোরের হাওয়া—মায়ের মুখে চুমা এ—
কপালে মুখে ঝরিবে সুখে,—ভুলো না।
সাঁঝের ছায়া, বিছালে মায়া—মায়ের বুকে ঘুমায়ে—
রহিব জাগি, হে অনুরাগী,—ভুলো না॥

১০

পরদিন নেজদানভ কোলিয়াকে যথারীতি পড়াইয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতেছিল, এমন সময় ভেলেন্টিনার সঙ্গে তাহার পথেই দেখা হইয়া গেল। ভেলেন্টিনা যেন তাহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। নেজদানভকে দেখিয়া তিনি একবার এদিকে-ওদিকে তাকাইয়া তাহার কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে দুএকটা দরকারী কথা ছিল, একবারটি আসবেন আমার সঙ্গে?"

যন্ত্রচালিতের মতো নেজদানভ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া একটি অতি নিভৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সুসজ্জিত নির্জন কক্ষটি ভেলেন্টিনার একেবারে নিজস্ব। ফুল ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যের

স্নিগ্ধ সুবাস ঘরের হাওয়াকে মধুর ও মদির করিয়া তুলিয়াছিল। ভেলিন্টিনার সাজসজ্জায় আজ কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই, এবং সেইজন্যই বোধ করি তাঁহার অসামান্য রূপ আজ নূতন করিয়া নেজদানভের চোখে পড়িল। সে মনে মনে বলিল, "জগতে কি এ রূপের তুলনা আছে? নারীর কি এত রূপ হয়?"

ভেলেন্টিনা সকৌতুক হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে কেন? বসুন!" বলিয়া আদর করিয়া তাহাকে বসাইয়া, নিজেও একটা আসন টানিয়া লইয়া তাহার কাছ ঘেঁসিয়া বসিলেন।

আলাপ সুরু হইল। ভেলেন্টিনা খুঁটিনাটি নানা প্রশ্ন করিয়া মার্কেলভের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিয়া লইলেন। ভ্রাতার সম্বন্ধে যেন তাঁহার উদ্বেগ ও কৌতূহলের অন্ত নাই, যদিচ পূর্বে কোনদিন তিনি নেজদানভের কাছে তাহার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। মার্কেলভের যতটুকু খবর তাঁহাকে জানানো চলে, নেজদানভ ঠিক ততটুকুই তাঁহাকে জানাইল, তাহার বেশি একটি কথাও বলিল না। মার্কেলভের ব্যর্থ প্রেম ও অত্যুগ্র বিপ্লববাদ, এ দু'টির কোনোটির ধার দিয়াও সে গেল না।

মার্কেলভ যে মেরিয়ানাকে ভালোবাসে এবং মেরিয়ানা যে তাহাকে উপেক্ষা করে ইহা ভেলেন্টিনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি মনে মনে দোষী করিয়াছেন তাহাদের উভয়কেই। একবার ভাবিয়াছেন, "দাদার যে কি রুচি!" এবং পরক্ষণেই ভাবিয়াছেন, "মেয়েটারই বা অত দেমাক কিসের?"

কথাটা তিনিই তুলিলেন, কিন্তু যাহা বলিলেন তাহাতে সত্যের অপলাপ ছিল। বলিলেন, "দাদার আমার সবই অদ্ভুত! একবার তাঁর মাথায় খেয়াল চাপল মেরিয়ানাকে বিয়ে করবেন! শেষে আমি

অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলতে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হ'ল।" কিন্তু মেয়িয়ানার সম্বন্ধে ভ্রাতা-ভগিনীতে কোনদিন কোনো আলোচনাই হয় নাই।

নেজদানভ সত্যকথা জানিয়াও কোনো মন্তব্য করিল না।

কিন্তু—কেন? আজ ঠিক এই নিভৃত অবসরে, এই নির্জন কক্ষে, এই বিমুগ্ধদৃষ্টি যুবকের সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া—দেহের প্রতিটি ভঙ্গীতে, নয়নের প্রতিটি ইঙ্গিতে বিলাস-বিভ্রম জাগাইয়া তুলিয়া—এই মোহিনী রমণীর এসব আলোচনা কি না করিলেই চলিত না? নেজদানভ মুগ্ধ বিস্ময়ে কান পাতিয়া শুনিতেছিল তাঁহার বাঁশির মতো মধুর কণ্ঠস্বর, চোখ ভরিয়া তৃষার্ত দৃষ্টিতে পান করিতেছিল সেই অপার্থিব সৌন্দর্যসুধা,—একে একে চাহিয়া দেখিতেছিল সুঠাম সুডৌল সুন্দর বাহুদুটি, গোলাপের পাপড়ির মতো আরক্ত দুটি ঠোঁট, আনমিত শোভন শুভ্র গ্রীবা, অশাসিত আকুঞ্চিত চূর্ণ কুন্তল। তাহার এই মোহ-বিহ্বল দৃষ্টির সামনে ভেলেন্টিনা আপনাকে যেন তুলিয়া ধরিয়াছেন, মেলিয়া ধরিয়াছেন,—দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, শঙ্কা নাই—বরং যেন একটা নিগূঢ় নিবিড় আনন্দই আছে।—নেজদানভ কিছুই বুঝিল না, কোনো সংশয় কোনো শঙ্কাই তাহার মনে জাগিল না। সে মূঢ়।

এ সেই নারী, বাহিরে যে ফুল দিয়া গড়া, অন্তরে অকরুণা পাষাণী। এ সেই অগ্নিশিখা, যাহার দীপ্তি কেবল দহন করিয়াই তৃপ্তি পায়, আলো দিতে জানে না।

ভেলেন্টিনার যেমন দুর্লভ রূপ আছে তেম্‌নি আছে সে রূপের দুর্জয় অভিমান। রূপের সেই জ্বলন্ত শিখা দেখিয়া মরুক না পতঙ্গের দল পাখা-ঝট্‌পট্‌ করিয়া—যদি পুড়িয়া মরিতে হয় মরুক না, ক্ষতি কী—শিখা যেমন জ্বলিতেছিল জ্বলিতেই থাকিবে। তাঁহার মন বলে, ইহাতেই রূপের সার্থকতা। তাঁহার পানে চাহিয়া চাহিয়া পুরুষের

চোখের দৃষ্টি একবার নৈরাশ্যের বেদনায় করুণ ম্লান ও স্তিমিত হইয়া আসিবে, পরক্ষণেই আবার আশায় উৎসাহে সহসা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে,—কামনায় ও ভয়ে সারামুখ আরক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে, কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভাঙিয়া পড়িবে, বুকের ভিতর একটা প্রচণ্ড ঝড় বহিতে থাকিবে—আহা, এ কল্পনাও কত মধুর! দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের আড়ালে দুর্ভেদ্যতার দুর্গম দুর্গে নিজেকে নিঃসংশয়ে নির্বিঘ্ন জানিয়া গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে তুষারশুভ্র কুসুমকোমল শয্যায় স্বামীর বাহুপাশে আপনাকে সঁপিয়া দিয়া, নিরুদ্বেগ সুখসুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িবার ঠিক পূর্বক্ষণে যখন মনে পড়ে এক পদানত অক্ষম প্রেমিকের আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর, প্রেমবিহ্বল সকরুণ দৃষ্টি, অতৃপ্তির গভীর দীর্ঘশ্বাস—উঃ, সে কি কম সুখ!

আড়চোখে বারবার নেজদানভের দিকে চাহিয়া এই ছলনাময়ী নিষ্ঠুরা রমণীর মনে হইতেছিল এই প্রিয়দর্শন দাম্ভিক বিপ্লবী যুবকের কাছেও মায়াজাল তাহার ব্যর্থ হয় নাই; পাষাণ টলিয়াছে, তুষার গলিতে সুরু হইয়াছে—এক দিন, এক ঘণ্টা, এক মুহূর্ত পরেই যে উন্মত্ত প্রবল বন্যা সকল বাধা ঠেলিয়া সব বাঁধ ভাঙিয়া টুটিয়া সবেগে ছুটিয়া আসিবে, এ যেন তাহার পূর্বাভাস! পুরুষের চিত্তজয়ের চিরাভ্যস্ত উল্লাসে রূপগর্বিতা বিজয়িনীর মন কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। ভেলেন্টিনা ভাবিলেন, এইবার এই রূপোন্মত্ত নির্বোধ যুবককে অচিরেই পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িতে দেখিয়া আবার তিনি তাঁহার নির্বিকার নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার পথে সদর্পে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন, তাঁহার বিজয়-গৌরবের ইতিহাসে আর একটি অধ্যায় শেষ হইবে।

কিন্তু ভেলেন্টিনার বুঝিতে ভুল হইল। জয় নয়, আজ তাঁহার পরাজয়—জীবনে বোধ করি এই প্রথম।

সৌন্দর্যের পূজারী নেজদানভ যখন পূজার প্রদীপের মতই তাহার চোখদুটি ভেলেন্টিনার মুখের পানে তুলিয়া ধরিয়াছে, তিনি তখন স্বপ্নাবেশবিজড়িত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া, তাহার আরো একটু কাছে সরিয়া আসিয়া, সুধানিষিক্ত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিলেন, "কী ভাবছো,এলেক্সি ? কী দেখছো ?—ভয় নেই, কেউ এদিকে আসবে না।"

নেজদানভ চমকিয়া উঠিল। চকিতে চোখ নামাইয়া মুখ সরাইয়া লইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। একি! কী চায় এই নারী? কী ইহার উদ্দেশ্য ? সেই বা কী চাহিতে পারে ইহার কাছে? এইজন্যই কি সে এখানে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে ?—ছিঃ!

ঘৃণায় ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। "আচ্ছা, আমি এখন আসি," বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভেলেন্টিনা ঘাড় ফিরাইয়া স্তম্ভিত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সে হঠাৎ থমকিয়া থামিয়া গেল—রেলিঙে ভর দিয়া নির্ভীক ভঙ্গীতে তাহারই পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে মেরিয়ানা ; তাহার শক্ত করিয়া চাপিয়া রাখা ঠোঁট দুটিতে একটা অনুকম্পামিশ্রিত ঘৃণার ভাব সুস্পষ্ট।

নেজদানভ নিশ্চল হইয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "আমায় কিছু বলবেন?"

মেরিয়ানা নড়িল না ; ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে জবাব দিল, "না।···হাঁ, বলব, কিন্তু এখন না।"

"কখন্?"

"কি জানি—হয়তো কাল। হয়তো—হয়তো কোনদিনই বলব না।" তারপর কি ভাবিয়া বলিল, "একটু দাঁড়ান।···আচ্ছা, বলব—কাল। ...না, কাল নয়—আজই...সন্ধ্যেবেলা।"

১১

ছায়াবীথির পথে সন্ধ্যার আগেই আবার দুইজনে দেখা হইল। নীরবে পাশাপাশি চলিতে চলিতে মেরিয়ানাই আগে কথা কহিল।

"মিঃ নেজদানভ, ভেলেন্টিনা মিহেলভ্না আপনার মন ভুলিয়েছে!"

"কি-ক'রে আপনার এ ধারণা হ'ল?"

"কেন, কথাটা কি সত্যি নয়? মায়াবিনীর মায়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন? কিন্তু এমন ব্যাপার তো কোনদিন ঘটতে দেখিনি। আহা, তাহ'লে তো বেচারা ভারি ভুল করেছে, লজ্জাও বড় কম পায়নি। কি ফাঁদই পেতেছিল আপনার জন্যে!"

নেজদানভ একটি কথাও বলিল না, কেবল আড়চোখে একবার তাহাকে দেখিয়া লইল।

মেরিয়ানা বলিয়া চলিল, "বলি শুনুন। গোপন ক'রে লাভ নেই। আমি ওকে সইতে পারিনে। আপনি নিজেও তা জানেন। হয়তো ভাবেন দোষটা আমারই। হয়তো সত্যিই তাই। হয়তো·· কিন্তু তার আগে আমার যা বলবার আপনাকে সব শুনতে হবে—"

এইখানে তাহার গলার স্বর যেন কেমন হইয়া গেল, আবেগে উত্তেজনায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে বলিয়া উঠিল, "আপনি নিশ্চয় ভাবছেন, 'এ মেয়েটা এসব কথা ব'লে আমায় জ্বালাতন করে কেন?'—সেদিন মিঃ মার্কেলভের কথা আপনাকে বলতে তখনো ঠিক এই কথাই আপনার মনে হয়েছিল সে আমি জানি।"

নেজদানভ বলিল, "আপনি ভুল বুঝেছেন, মেরিয়ানা

ভিকেন্টিভ্না! আপনার মনে আমি বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছি ভেবে আমি বরঞ্চ খুশিই হয়েছি।"

মেরিয়ানা চকিত দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইল। এতক্ষণ ইচ্ছা করিয়াই সে অন্যদিকে চাহিয়া কথা বলিতেছিল।

জবাব দিল, "না, আপনাকে আমি যে ঠিক বিশ্বাস করতে পেরেছি তা নয়—কতটুকুই বা আপনাকে চিনি বলুন! তবে এটুকু জানি, এ বাড়িতে আমার যে দশা আপনারও ঠিক তাই। আমাদের ঐখানেই মিল। আমরা দুজনেই সমান অসুখী।"

"আপনি অসুখী?"

"কেন—আপনি? আপনিই কি বড় সুখী?"

নেজদানভ এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। তখন মেরিয়ানা বলিয়া চলিল, "জানেন আমার দুঃখের কাহিনী? জানেন না? আচ্ছা, তবে শুনুন: আমার বাবার চাকরি গেল, মানসম্ভ্রম সব গেল—তাঁকে ওরা দেশছাড়া ক'রে পাঠিয়ে দিলে সাইবেরিয়ায়। সেখানে অনেক দুঃখ পেয়ে ঘরে ফিরে এসে তিনি একেবারেই ভেঙে পড়লেন। শেষটা দারুণ লজ্জা অপমান আর দুঃখকষ্টের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হ'ল। দুদিন পরে মা-ও চোখ বুঁজলেন। তখন আমার মামা, মিঃ সিপিয়াগিন, দয়া ক'রে আমাকে এনে তাঁর ঘরে ঠাঁই দিলেন, খেতে পরতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেন। তাঁরই আশ্রয়ে আছি, মামা আর মামী আমার উপকার করেছেন, কিন্তু তাঁদের এত দয়ার বিনিময়ে আমি তাঁদের কিছুই দিতে পারিনি—আমি এমনি অকৃতজ্ঞ। হৃদয় ব'লে কোনো বস্তুই বুঝি আমার নেই।···কি করব, আমি যে এঁদের গলগ্রহ একথা কোনদিনই ভুলতে পারিনি। তাই, এঁদের দয়ার দান—মনে হয়েছে, অপমান; ভিক্ষার অন্ন—মনে হয়েছে, বিষ; অনুগ্রহ—মনে

হয়েছে, নিগ্রহ। আর সবই সইতে পারি, কিন্তু আমি দুঃখী ব'লে কেউ যে আমায় কৃপা করবে, দরদ দেখাবে, সহানুভূতি জানাবে, এ আমি কিছুতেই সইতে পারিনে, আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মনের এ ভাব আমি কখনো লুকোইনে, লুকোতে পারিনে, তাই উঠতে বসতে মামীর কাছে কত খোঁটাই খেতে হয়, কত লাঞ্ছনাই সইতে হয়। চোখ ফেটে জল আসে, তবু আমি কখ্‌খনো কাঁদিনে, পাছে আমার অহঙ্কারে ঘা লাগে।"

মেরিয়ানা কথা বলিয়া চলিয়াছে আর তাহার চলার বেগ ক্রমেই দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। হঠাৎ একজায়গায় থামিয়া গিয়া সে বলিল, "আমার মামীর কী মৎলব জানেন? আমাকে বিদেয় ক'রে দেবার জন্যে তিনি ঐ কোলোমিজেভটার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান! আমার মন কী চায় মামীর জানতে বাকি নেই...তাঁর চোখে আমি বিপ্লবী ছাড়া আর কিছু নই, অন্তত মনে মনে—আর আমায় বিয়ে করবে ঐ কোলোমিজেভ—ভাবুন একবার! সে আমায় ভালোও বাসে না, আমি জানি···আমি তো তেমন সুন্দরী নই; কিন্তু আমায় বেচে ফেলা তাতেও আটকাবে না। বরঞ্চ তখনো লোকে এই কথাই বলবে,'মেয়েটার কী কপাল! অমন মামী ছিল ব'লেই না ত'রে গেল।"

"আচ্ছা, আপনি তাহ'লে—" নেজদানভ শুধু এইটুকু বলিয়াই থামিয়া গেল।

মেরিয়ানা পলকের জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল।

"আমি তাহ'লে মিঃ মার্কেলভকে বিয়ে করলুম না কেন? কেমন, এই কথাই তো আপনি বলতে চান? কি করব বলুন। আমি জানি তিনি ভালো লোক, কিন্তু তাঁকে যে আমি ভালোবাসিনে সেও কি আমারি দোষ?"

বলিয়াই মেরিয়ানা অগ্রসর হইল। তাহার এই স্বীকারোক্তির পর কোনো মন্তব্য করিতে হইল না বলিয়া নেজদানভ বাঁচিয়া গেল।

চলিতে চলিতে তাহারা সেই তরুবীথির শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। মেরিয়ানা তখন হঠাৎ পাশের একটা সরু পথ ধরিয়া বনের দিকে চলিতে লাগিল; নেজদানভ তাহার অনুসরণ করিল। এই স্বভাবগম্ভীর স্বল্পভাষিণী মেয়েটি যে হঠাৎ এমন করিয়া অকপটে অসঙ্কোচে মনের এত কথা অনর্গল তাহার কাছে বলিয়া গেল ইহা ভাবিতে গিয়া মনে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও সে না ভাবিয়া পারিল না, 'কেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কী আছে? এ মেয়েটির পক্ষে এমনি সরলতাই তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক!'

পথের মাঝখানে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মেরিয়ানা বলিল, "এলেক্সি দিমিত্রি, আমার মামীর চরিত্র সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করবেন না যেন! না, সে সত্যিই তেমন মেয়ে নয়। যা কিছু দেখেছেন সবই তার ছলনা, তার অভিনয়; সে চায়, তার রূপ দেখে' সবাই তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ুক, দেবী ব'লে তাকে পূজো করুক! গলার সুরে মধু ঢেলে দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে যে-কথা সে একজনকে বলে, দরকার হ'লে ঠিক সেই কথাই ঠিক তেমনি ঢঙে আরো দশজনকে শোনায়; যে শোনে, তার মনে হয় আমি একাই শুনলুম, জগতে আর কারো এ কথা শোনবার অধিকার নেই। তার মুখ যদি কখনো মূক হয়েও যায়, মুখর হয়ে ওঠে তার আশ্চর্যসুন্দর চোখদুটি। সে চোখের চাউনিতে জাদু আছে মাখানো—যে দেখে সেই ভোলে। নিজেকেও সে ভালো ক'রেই চেনে,—জানে, রূপ তার ম্যাডোনার মতো,—আর সেই সঙ্গে একথাও জানে, জগতে ভালো সে কাউকেই বাসে না। স্বামীকে না, এমন কি ছেলেকেও না। তবু ঐ ছেলের কথা নিয়ে

বুদ্ধিমান্ লোকেদের সঙ্গে তার কত আলাপ, কত পরামর্শ! স্বামীকে যতটুকু দেবার সে দিয়েছে ব'লেই তার বিশ্বাস, তিনিও তাতেই খুশি,— সুখী দম্পতিই বটে! কারো কোনো ক্ষতি হোক এটা মামী চায় না… কত দয়া তার, কত করুণা! কিন্তু তারই চোখের সামনে যদি আপনার দেহের হাড়গুলো এক একখানা ক'রে ভেঙে গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যায়, সে চেয়ে দেখবে, কথাটিও বলবে না। আর যদি আপনাকেই তার প্রয়োজন হয়, যদি আপনারই জীবনের মূল্যে তার এতটুকু স্বার্থসিদ্ধি হয়…তাহ'লে—তাহ'লে—এক ঈশ্বর ছাড়া আর এমন কেউ নেই যে তখন তার হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারে!"

মেরিয়ানা আর কিছু বলিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত ক্রোধে যেন তাহার কণ্ঠ সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল।

রাশিয়ায় এমন একশ্রেণীর দুর্ভাগিনী নারী আছে যাহারা সুবিচার পাইলে সন্তুষ্ট হয় কিন্তু উল্লাস করে না, আর অবিচার দেখিলে তাহাদের দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মেরিয়ানা সেই প্রকৃতির মেয়ে।

সে যখন কথা বলিতেছিল, নেজদানভ তাহাকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল। মেরিয়ানার অন্তরে অনুক্ষণ যে-আগুন অনির্বাণ জ্বলিতেছে তাহার রক্তাভায় সারা মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, চোখদুটি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, কোঁকড়ানো চুলগুলি ঘাড়ের উপর এলাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ফুলের পাপড়ির মতো পাৎলা সরু ঠোঁটদুটি ঈষৎ আঁকিয়া-বাঁকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—নেজদানভের মনে হইল, ইহার মধ্যে কত নিগূঢ় ইঙ্গিত, কত গভীর তাৎপর্য,আর কি অনির্বচনীয় সুষমা! গাছের ফাঁক দিয়া উজ্জ্বল কনকলেখার মতো অস্তসূর্যের শেষরশ্মি তাহার ললাটে আসিয়া পড়িয়াছে—দিগন্ত-দেবতার প্রসারিত দক্ষিণ

হস্তের জ্যোতির্ময় আশীর্বাদের মতো,—সহসা এক অপার্থিব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিল অচঞ্চল অগ্নিশিখার মতো তাহার রূপ, অপরিমেয় মাধুর্যে সঙ্গীতময় হইয়া উঠিল যেন কোন্ সুদূর হইতে ভাসিয়া আসা তাহার দৃপ্ত কণ্ঠস্বর!

বিহ্বল বিমূঢ় ভাবটা কাটাইয়া লইয়া নেজদানভ অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বলুন তো, আমি যে অসুখী এমন কথা আপনার মনে হ'ল কেন! আমার সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন?"

"হাঁ।"

"কি শুনেছেন?"

"আপনার জন্ম-রহস্য।"

"কে বলেছে?"

"যার বলবার সে-ই বলেছে—ভেলেন্টিনা মিহেলভ্না, যার উপর আপনার গভীর শ্রদ্ধা! আমার সামনেই কথাটা সে তুললে, আমাকে শোনানোই তার মৎলব,—তবু ভাবখানা দেখালে এমন, যেন হঠাৎ ফস্ ক'রে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আপনি অবাক হবেন না—ঐ ওর ভাব, ঐ ওর স্বভাব। ঠিক অমনি ক'রেই, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে, বাড়িতে যত লোক আসে তাদের সকলের কাছে আমার বাবার নামে কত কীই ও বলে।···বড়ঘরের বউ! বড়লোক!—উঃ, মনে মনে কী দেমাক ওর! কিন্তু আসলে কী ও? কি ছোট ওর মন! রূপের ফাঁদ পাততে, ভালোবাসার অভিনয় করতে, আর লোকের নামে কলঙ্ক রটাতে অমন আর হু'টি নেই।—এই হ'ল আপনার রূপের রাণী ম্যাডোনা!"

"আমার কেন?"

মেরিয়ানা মুখ ফিরাইয়া আবার চলিতে লাগিল।

"আপনার এইজন্যে যে, সারাটা সকাল তার সঙ্গেই তো ব'সে ব'সে কত গল্প করলেন, কত কথাই বললেন!"—এইটুকু বলিতে গিয়া তাহার গলার ভিতর একটা যেন কী ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

নেজদানভ বলিল, "আমি একটি কি দুটির বেশি কথাই বলিনি। যা বলবার তিনি একাই বলেছেন।"

মেরিয়ানা একথার কোনো জবাব না দিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিল। পথের মোড় ফিরিতেই তাহারা বনের এক প্রান্তে আসিয়া পড়িল। সামনেই সবুজ ঘাসে ঢাকা সুন্দর মাঠ। একজায়গায় বড় একটা গাছের গুঁড়ি ঘিরিয়া শান-বাঁধানো বসিবার আসন। মেরিয়ানা আসিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল, এবং নেজদানভ তাহার পাশেই আসিয়া বসিল। তাহাদের মাথার উপর গাছের ছোট ছোট পাতায় ঢাকা সরু সরু ডালপালা হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলিতেছে। চারিধারে সবুজ ঘন ঘাসের ভিতর হইতে রাশি রাশি 'লিলি-অব্-দি-ভেলি' ফুল উঁকি দিতেছে। একটা মধুর স্নিগ্ধ সৌরভে চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে।

নীরবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর নেজদানভ লক্ষ্য করিল মেরিয়ানার মুখে উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নাই, সে একেবারে স্থির ও শান্ত হইয়া বসিয়া আছে। সে তখন বলিতে সুরু করিল, "মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্না, সত্যি বলতে কি, আপনি যে এমন অকপটে মনের সব কথা আমায় বলবেন, আমি এতটা আশাই করিনি। মনে হচ্ছে আমরা যেন দুজনে আজ দুজনার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছি। কিছুদিন আগে থেকেই এ ঘনিষ্ঠতা সুরু হয়েছিল, কিন্তু কেউ আমরা সেকথা মুখ ফুটে বলিনি কোনদিন। যাক্, ভালোই হ'ল, আমিও এখন থেকে সব কথাই মন খুলে বলতে পারব আপনাকে। আচ্ছা দেখুন, এবাড়িতে আপনার

যে এত কষ্ট হচ্ছে, আপনার মামা কি তা জানেন না? অন্তত তাঁর মনে কিছু মায়াদয়া আছে ব'লেই তো মনে হয়। তাঁকে বলেছেন কখনো?"

"না। বলিনি। তার দুটি কারণ। প্রথম কারণ, আমার মামা-যে মানুষ সেটা তাঁর বড় পরিচয় নয়; তাঁর আসল পরিচয়, তিনি একজন রাজপুরুষ—সিনেটর, না মন্ত্রী, আমি ঠিক জানিওনে। দ্বিতীয় কারণ, নালিশ জানিয়ে কারো মনে দরদ জাগানো, সে আমি কিছুতেই পারিনে। তা ছাড়া, এ বাড়িতে আমার কষ্টই বা কি। মানে, কেউ তো আমার কোনো কাজে বাধা দিচ্ছে না, ইচ্ছেমতো চলিফিরি কাজ করি। এক, মামীর দাঁতের বিষ—সে আমি গ্রাহ্যই করিনে।...আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

নেজদানভ গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে তাকাইল।

"তাহ'লে...এইমাত্র আপনি আমায় যেসব কথা বললেন—"

মেরিয়ানা বাধা দিয়া বলিল, "শুনুন। শুনে যদি আপনার হাসি পায় হাসুন। আমি যে অসুখী, তার কারণ এ নয় যে, এ বাড়িতে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমার যা আসল দুঃখ, সেকি আমার নিজের জন্যে? না, তা নয়। এক এক সময় আমার কী মনে হয় জানেন? মনে হয়, সারা রাশিয়ায় যেখানে যত দুঃখী দরিদ্র বঞ্চিত লাঞ্ছিত উৎপীড়িত লোক আছে তাদের সকলের সব দুঃখই আমার নিজের দুঃখ। আমি সইতে পারিনে। তাদের কথা ভেবে মন আমার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—দারুণ ক্রোধে ক্ষোভে আক্রোশে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমি মরতেও পারি তাদের জন্যে। আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ কী জানেন?—আমার বয়স অল্প, আমি মেয়ে, আর মেয়ে ব'লেই আমি পরাধীন, আমি পরগাছা—কিছুই আমার করবার

উপায় নেই···না, কিছু না ! আমার বাবাকে ওরা যখন সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দিলে, আমি ছিলুম মায়ের কাছে। তখন আমার কেবলি ইচ্ছে হ'ত বাবার কাছে ছুটে যাই—তাঁকে খুব ভালোবাসতুম ভক্তি করতুম ব'লে নয়, সেখানে যেসব দুর্ভাগারা থাকে তারা কেমন ক'রে দিন কাটায়, গিয়ে তাই নিজের চোখে দেখব ব'লে। · মনে মনে নিজেকে যেমন বারবার ধিক্কার দিতুম, তেমনি কিছুতেই সইতে পারতুম না তাদের, যারা ভালো খায়, ভালো পরে, সুখে ঘুমোয়, বিলাসে আমোদে আরামে দিন কাটায়, সেই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর বড়-লোকদের !...তারপর একদিন বাবা ফিরে এলেন। চেয়ে দেখি, তাঁর শরীরে আর কিছু নেই—মনও একেবারে ভেঙে পড়েছে। তবু সেই শরীর সেই মন নিয়ে আবার একটু একটু ক'রে আস্তে আস্তে নতুন ক'রে কাজ সুরু করবার তাঁর সেই ব্যর্থ চেষ্টা...উঃ...সে যে কি ভয়ানকনিষ্ঠুর কি বলব। শেষে ম'রে গিয়ে তিনি বাঁচলেন, তাঁর সব জ্বালা জুড়োল। আমার দুঃখিনী মা-ও চ'লে গেলেন দুদিন পরে—আর আমি দুর্ভাগিনী একা বেঁচে রইলুম !···কেন ? কিসের জন্যে ? বেঁচে থেকে শুধু ফল হ'ল এই যে, জানলুম, দুরন্ত আমি, অশান্ত আমি, অকৃতজ্ঞ আমি,—বুঝলুম, কারো কোনো কাজেই আমি লাগব না, কোনদিন কিছুই করতে পারব না—কিছু না, কিছু না !"

বলিয়া মেরিয়ানা মুখ ফিরাইয়া মাথা নিচু করিয়া রহিল। নেজদানভের মন সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে মেরিয়ানার হাতের উপর হাত রাখিতেই সে তৎক্ষণাৎ হাত সরাইয়া লইল; তাহার প্রতি নেজদানভের এ আচরণ যে কিছুমাত্র অন্যায় বা অশোভন একথা তাহার মনেও হয় নাই, কিন্তু সে যে তাহার করুণা চায় সহানুভূতি চায় এমন কথা তাহাকে সে কিছুতেই ভাবিতে দিতে পারে না।

এমন সময় পাইন গাছের ফাঁক দিয়া একটি মেয়ের পোষাকের খানিকটা চোখে পড়িতেই মেরিয়ানা সোজা হইয়া বসিল।

"ঐ চেয়ে দেখুন, আপনার ম্যাডোনা চর পাঠিয়েছে! ঐ মেয়েটা সব সময় আমার চলাফেরার উপর নজর রাখে, আর আমি কখন্ কোথায় আছি, আমার সঙ্গে কে আছে, সব গিয়ে ওর গিন্নিমাকে জানায়। মামী ঠিক ধ'রে নিয়েছে আমি আপনার সঙ্গেই এদিকে বেড়াতে এসেছি, এবং সেটা তার একটুও ভালো লাগেনি; কেনই বা লাগবে, আজই সকালবেলা যে-কাণ্ডটা সে করেছে আপনার সামনে!—যাক্‌গে, আমাদের ফেরবারও সময় হ'ল, চলুন ফিরি।"

দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইল। মেরিয়ানা একবার ঘাড় বাঁকাইয়া নেজদানভের দিকে চাহিল; তাহার চোখেমুখে একটা শিশুসুলভ সকৌতুক চপলতার ভাব খেলিয়া গেল, তাহাতে তাহার সলজ্জ বিব্রত ভাবটাও কেমন মধুর ও মনোহর হইয়া উঠিল।

সে বলিল, "আপনি তাহ'লে আমার উপর রাগ করেননি? আমি যে আপনার সহানুভূতি পাবার চেষ্টা করছি এমন কথাও নিশ্চয় আপনার মনে হয়নি, কেমন?—না, আপনি তা কখ্‌খনো ভাবতে পারেন না আমি জানি।" বলিয়া নেজদানভকে কোনো কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সে পুনরায় বলিল, "আপনি যে আমার মতই, ঠিক এম্‌নি অসুখী, আর আপনার স্বভাবটাও···তেম্‌নি দুরন্ত তেম্‌নি মন্দ—ঠিক আমার যেমন।—আচ্ছা তাহ'লে আজ থেকে আমরা দুজনেই দুজনার বন্ধু, কেমন? আমাদের মন-জানাজানি হয়ে গেল, ভুল-বোঝাবুঝির ভয় আর রইল না তো!"

মেরিয়ানা ও নেজদানভ বাড়ির কাছাকাছি আসিলে দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভেলেন্টিনা মিহেলভ্‌না তাহাদের দেখিলেন।

তাঁহার কুঞ্চিত ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তারপর তিনি বসিবার ঘরে আসিয়া ঢুকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাস্‌রে, বাইরে আজ কী ঠাণ্ডাটাই পড়েছে! শরীরে সইলে হয়!"

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া পড়িয়া মেরিয়ানা ও নেজদানভ পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল। ঘরের, ভিতরে সিপিয়াগিন একটি প্রতিবেশী বৃদ্ধের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; পত্নীর কথাটা কানে যাইতেই তিনি মুখ তুলিয়া একেবারে নিখুঁৎ রাজ-পুরুষোচিত ভঙ্গীতে একবার তাঁহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত চোখ বুলাইয়া লইলেন, তারপর তাঁহার সেই নির্লিপ্তগম্ভীর অথচ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি গিয়া পড়িল সেই দুটি তরুণ-তরুণীর উপর যাহারা সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া বাগানের অন্ধকারের ভিতর দিয়া এইমাত্র ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

১২

এই ঘটনার পর দুই সপ্তাহ পার হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে মেরিয়ানার সহিত নেজদানভের ঘনিষ্ঠতা অনেকটা বাড়িয়া গেছে, এখন উভয়ের মধ্যে যে-কোনো বিষয় লইয়াই অবাধে আলোচনা চলে, কোনো দ্বিধা কোনো সঙ্কোচ কাহারো মনে জাগে না।

এদিকে নেজদানভের মনে কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন চলিতে-ছিল। অলস নিষ্ক্রিয় জীবন যেন ক্রমেই তাহার কাছে অসহ হইয়া উঠিতেছে; কত কাজ করিবার আছে অথচ কিছুই করা হইতেছে না একথা ভাবিয়া মন তাহার আত্মগ্লানিতে ভরিয়া উঠে, তাহার প্রতিটি

কথায় কিসের একটা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির সুর। কিন্তু আশ্চর্য এই, তবু তাহার হৃদয়ের গভীর তলদেশে নিবিড় আনন্দের একটি ফল্গুধারাও নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে। নেজদানভ সমস্ত অন্তর দিয়াই তাহা অনুভব করে, কিন্তু ভাবিয়া পায় না ইহার মূল কোথায়। কেন এমন হয়?—শান্তিময়ী পল্লীপ্রকৃতির কোলে, উদার আকাশ ও উন্মুক্ত বাতাসের মাঝখানে সুমধুর আলস্যে বসন্তের দিনগুলি একে একে কাটিয়া যাইতেছে বলিয়া? অথবা, তাহার অভিশপ্ত জীবনে সে যে আজ এই প্রথম একটি নারীহৃদয়ের নিবিড় সান্নিধ্যে আসিয়া এক নিগূঢ় মাধুর্যের স্বাদ পাইয়াছে—এইজন্য? অনুমান করা কঠিন।

অকস্মাৎ একদিনের একটি ঘটনায় তাহার মনের মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল, তাহার এতদিনের সংযম ও সহিষ্ণুতার বাঁধ অতর্কিতে ভাঙিয়া পড়িল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সকলে যথারীতি আহারে বসিলে কোলোমিজেভ কি-একটা তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বিপ্লবীদের সম্বন্ধে এমন সব কুৎসিত মন্তব্য করিলেন, এমন ইতর ভাষায় কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, নেজদানভের পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িল। অসহ্য ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া সে তখন তাঁহার কথার প্রবল প্রতিবাদ জানাইল, রাশিয়ার তথাকথিত বড়লোক ও রাজপুরুষদের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য ও হীন আচরণের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া অবশেষে তাঁহাদেরই প্রতিনিধি কোলোমিজেভকেও সে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে জর্জরিত করিতে দ্বিধামাত্র করিল না। এই অতর্কিত আক্রমণে কোলোমিজেভ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সিপিয়াগিন মাঝখানে পড়িয়া উভয় পক্ষকে নিরস্ত না করিলে ব্যাপারটা সেদিন আরো কতদূর গড়াইত কে জানে।

মেরিয়ানা সমস্তক্ষণ নীরবে মাথা নিচু করিয়া বসিয়া ছিল, একটিবারও মুখ তুলিয়া কাহারো পানে তাকায় নাই, পাছে কেহ টের পায় সে মনে মনে নেজদানভের প্রতিটি কথাই সমর্থন করিতেছে।

ভেলেন্টিনা কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। নেজদানভের এই আকস্মিক উত্তেজনায় তিনি অবাক হইয়া ভাবিতেছিলেন, "কী এ?…কে এর মূলে?…মেরিয়ানা?—নিশ্চয় মেরিয়ানা, তাতে আর কোনো ভুল নেই…ও নেজদানভকে ভালোবাসে…আর নেজদানভ?…নাঃ, আর চুপ ক'রে থাকা চলবে না, একটা কিছু আমায় করতেই হবে!"

সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত নেজদানভ ঘুমাইতে পারিল না; ঘুমাইবার চেষ্টাও সে করিল না, মন তাহার এম্‌নি বিক্ষিপ্ত, বিপর্যস্ত।

এখন—হাঁ, এই রাত্রেই—একবার যদি মেরিয়ানার সঙ্গে তাহার দেখা হইত!

ধীরে ধীরে কখন্ সে মেরিয়ানার ঘরের সুমুখে গিয়া দাঁড়াইল, আস্তে কড়া নাড়িল,—কিন্তু ভিতর হইতে কোনো সাড়া আসিল না।

নেজদানভ নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া হতাশ ভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িতেই দরজা হঠাৎ ফাঁক করিয়া মেরিয়ানা বাহিরে দাঁড়াইয়া চাপা গলায় বলিল, "এলেক্সি দিমিত্রি,—আপনি? আপনিই আমায় ডাকছিলেন?"

অমনি তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নেজদানভ বারান্দায় ছুটিয়া আসিল।

"হাঁ…আমি—"

"আসুন আমার সঙ্গে," বলিয়া মেরিয়ানা অগ্রসর হইল। তাহার

হাতের মোমবাতির মৃদু আলোয় নেজদানভ নীরবে ছায়ার মতো তাহার অনুসরণ করিল।

বারান্দায় একজায়গায় মোড় ঘুরিয়া একটি অত্যন্ত নিভৃত কক্ষের সামনে আসিয়া মেরিয়ানা বলিল, "আসুন এই ঘরে গিয়ে বসি, এখানে কেউ আসবে না।" বলিয়া দরজা ঠেলিয়া সে সেই নির্জন ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া জানালায় বাতিটা রাখিয়া দিল।

নেজদানভ ভিতরে আসিয়া বসিলে মেরিয়ানা তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এলেক্সি দিমিত্রি, আপনি আমার সঙ্গে কিজন্যে দেখা করতে চেয়েছিলেন আমি জানি। এ বাড়িতে বাস করা আপনার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার পক্ষেও।"

নেজদানভ বলিল, "মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্না, এখানে কষ্ট আমার খুবই হচ্ছিল, কিন্তু আপনাকে জানবার পর থেকে আর আমার কোনো কষ্ট নেই।"

মেরিয়ানার মুখে বিষণ্ণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

"সেজন্যে ধন্যবাদ, এলেক্সি দিমিত্রি! কিন্তু বলুন তো, এমন কাণ্ডের পরেও কি আপনি এখানে থাকতে চান?"

"থাকা হয়তো চলবে না—এরাই আমাকে ছাড়িয়ে দেবে।"

"কিন্তু আপনার কি ইচ্ছে হচ্ছে না এক্ষুনি চ'লে যেতে?"

"আমার?...না।"

"কেন বলুন তো?"

"সত্যিই সেকথা জানতে চান? আ-প্-নি এখানে রয়েছেন ব'লে।"

মেরিয়ানা মাথা নত করিল, তারপর ধীরে ধীরে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

নেজদানভ বলিয়া চলিল, "তাছাড়া, আমায় এখানে থাক্‌তেই হবে। আপনি এখনো আমার সব কথা জানেন না—আপনাকে সবই আমি জানাতে চাই—আপনাকে না ব'লে কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছিনে—" বলিতে বলিতে নেজদানভ মেরিয়ানার কাছে গিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল। মেরিয়ানা হাত সরাইয়া লইল না, কেবল মুখ তুলিয়া সোজা তাহার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"শুনুন!"—নেজদানভের কণ্ঠস্বরে একটা নূতন শক্তি, নূতন দৃঢ়তা —"শুনুন আমার সব কথা!" বলিয়া সে মেরিয়ানার সামনে দাঁড়াইয়া, তাহার চোখে চোখ রাখিয়া, একে একে নিজের জীবনের সব সঙ্কল্প, সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, সকল পরিকল্পনার কথাই পরম উৎসাহে ও উদ্দীপনায় অনর্গল বকিয়া গেল,—কী উদ্দেশ্য লইয়া সে সিপিয়াগিনের গৃহে আসিয়া বসিয়া আছে, তাহার বন্ধুরা কোথায় কে কোন্ কাজে ব্যাপৃত, তাহাদের নেতা ভেসিলি নিকোলিভিচ সম্প্রতি তাহাকে কী লিখিয়া জানাইয়াছে, ইত্যাদি কোনো কথাই বলিতে বাকি রাখিল না—এমন কি তাহার প্রিয়বন্ধু সিলিনের কথাও তাহার কাছে সে গোপন করিল না! একবারও থামিল না, একবারও এতটুকু ইতস্তত করিল না,— এমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দ্রুতবেগে সব বলিয়া গেল, যেন এতকাল মেরিয়ানাকে এসব কথা বলা হয় নাই বলিয়া সে মনে মনে অনুতপ্ত—সে ক্ষমাপ্রার্থী।

মেরিয়ানা একাগ্র মনে উৎসুক উন্মুখ হইয়া তাহার সব কথাই শুনিল। প্রথমটা সে যেন কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে ভাব কাটিয়া যাইতে দেরি হইল না। তারপর তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া উঠিল কৃতজ্ঞতায়, গৌরবে, শ্রদ্ধায় ও অনমনীয় দৃঢ়তায়। তাহার

চোখেমুখে এক অপূর্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। নেজদানভের হাতের উপর অপর হাতখানি রাখিয়া বিমুগ্ধ বিস্ময়ে এমন করিয়া নেজদানভের মুখের পানে সে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে যে, তখন তাহার এক অসামান্য অপরূপ রূপ !

নেজদানভ যাহা• বলিবার ছিল বলিয়া শেষ করিয়াই হঠাৎ মেরিয়ানার সে রূপ দেখিল—যেন জীবনে এই প্রথম,—অথচ সে জানে এই অপূর্বসুন্দর মুখখানি তাহার কত পরিচিত, কত প্রিয় ! সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"আ—: ! আজ আপনাকে সব কথা ব'লে ফেলে আমি যেন বাঁচলুম, বাঁচলুম !" বলিতে বলিতে আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

মেরিয়ানা ঠিক তাহারই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ঠিক তেমনি গাঢ়কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিল, "হাঁ, বাঁচলুম—বাঁচলুম ! এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন আর আমার নই, আমি আপনাদেরই ! আপনাদের ব্রত সফল ক'রে তুলতে আজ আমায় যে-কাজে লাগাবেন সেই কাজেই লাগব—যেখানে পাঠাবেন সেইখানেই যাব। মনে হচ্ছে, এতকাল ধ'রে আমি যেন ঠিক এই দিনটিরই আশায় পথ চেয়ে ছিলুম ! আপনাদের মনে যে সাধ, আপনাদের সাম্‌নে যে সাধনা—আমারো কি তাই নয় ! আপনাদের যে পথ, আমারো সেই পথ ! আপনাদের—"

বলিতে বলিতে সে হঠাৎ থামিয়া গেল। আর একটি কথা বলিলেই আবেগে উত্তেজনায় সে কাঁদিয়া ফেলিত। তাহার স্বভাবের এতদিনের যা-কিছু দৃঢ়তা, যা-কিছু কঠোরতা, সব যেন আজ গলিয়া তরল হইয়া অবিরল অশ্রুধারায় ঝরিয়া পড়িতে চায়। দেশের কাজে

ঝাঁপাইয়া পড়িতে, দেশের সেবায় আপনাকে বিলাইয়া দিতে, দেশের জন্য আত্মদান করিতে তাহার সমস্ত চিত্ত আজ অধীর আগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে,—মুহূর্তের বিলম্বও যেন আজ তাহার পক্ষে দুঃসহ।

সহসা দরজার বাহিরে কাহার মৃদু পদশব্দ শুনিয়া মেরিয়ানা নেজদানভের হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখের সেই আত্মবিস্মৃত বিহ্বল ভাব কাটিয়া গিয়া সে মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, একটা সদর্প ঘৃণার ভাব খেলিয়া গেল মুখে।

বাহিরে যে আছে সে যাহাতে শুনিতে পায় এইভাবে সে বলিয়া উঠিল, "দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কে কান পেতে শুনছে আমি জানি—ভেলেন্টিনা মিহেলভ্না ছাড়া আর কেউ নয়···কিন্তু আমার কী এসে যায় তাতে!"

বাহিরের পদশব্দ দূরে গিয়া মিলাইয়া গেল।

মেরিয়ানা তখন নেজদানভের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লে আমায় ব'লে দিন্ আমি কী করব! কি-ক'রে আপনাদের সাহায্য করব? বলুন···বলুন শীগ্‌গির! কী কাজ আপনারা আমায় দেবেন?"

নেজদানভ বলিল, "সেটা এখনো ঠিক বলতে পারছিনে। মার্কেলভের একখানা চিঠি পেয়েছি—"

"কবে পেয়েছেন? কখন্?"

"আজই সন্ধ্যেবেলা। সে আর আমি কাল সকালে গিয়ে সোলোমিনের সঙ্গে দেখা করব।"

"বেশ···তা বেশ···। চমৎকার মানুষ—মার্কেলভ! আজ সে আমার বন্ধু—সত্যিই বন্ধু!

"আমার মতো?"

"না—আপনার মতো নয়।"

"কেন?"

হঠাৎ মেরিয়ানা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

"কেন, তাও কি আমায় ব'লে দিতে হবে? আমার কাছে আপনি যে আজ কী, আমার কাছে আপনি যে আজ কতখানি, বুঝতে কি পারেননি এখনো?"

নেজদানভের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল; সে মাথা নত করিল। এই যে-মেয়েটি আজ তাহাকে ভালোবাসিয়াছে—এই যে অনাথা গৃহহীনা অভাগিনী আজ একান্তভাবে তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া, তাহাকেই বিশ্বাস করিয়া, তাহারই ব্রত গ্রহণ করিয়া, জীবনের পথে তাহারই সহযাত্রিণী হইতে চলিয়াছে—এই অসামান্যা মেয়ে—এই মেরিয়ানা—যেন আজ সহসা, জগতে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র, তাহারই প্রতীক হইয়া দেখা দিল নেজদানভের চোখে; যেন ইহারই নিভৃত অন্তরে তাহার জন্য একাধারে সঞ্চিত হইয়া আছে জননীর স্নেহ, ভগিনীর প্রীতি, পত্নীর প্রেম—যাহার কোনোটিরই কোনো স্বাদ জীবনে সে পায় নাই কোনদিন; যেন ইহারই মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার স্বদেশ, তাহার সুখশান্তি, তাহার সংগ্রাম, তাহার স্বাধীনতা!

মাথা তুলিতেই নেজদানভের চোখে পড়িল, মেরিয়ানা অপলক দৃষ্টিতে আবার তাহারই মুখের পানে চাহিয়া আছে। তাহার ঐ কোমল ও উজ্জ্বল দুটি চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তলে গিয়া পৌঁছিয়াছে!

নেজদানভ ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বলিল, "কাল আমি ওদের কাছে যাচ্ছি···ফিরে এসে···ওরা যা বলে···মানে, যা আমাদের করা

দরকার…সবই আপনাকে—” (‘আপনাকে’! কথাটা নেজদানভের নিজের কানেই যেন কেমন অদ্ভুত শুনাইল) “আমি সবই বলব। আজ থেকে আমি যা-কিছু করব, যা-কিছু ভাবব, তোমাকেই জানাব সবার আগে।”

মেরিয়ানা আনন্দে উল্লাসে নেজদানভের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, “আমিও তোমায় সেই কথাই দিলুম!”

‘তোমায়’ কথাটি এমনি সহজে এমনি অনায়াসে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, যেন সে নিজেও তাহা বুঝিতে পারিল না—যেন কতকালের পরিচিত দুটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইহারা।

মেরিয়ানা জিজ্ঞাসা করিল, “সেই চিঠিখানা আছে তোমার কাছে?”

“আছে বই কি। এই নাও, প’ড়ে দেখ।”

চিঠিখানি পড়িয়া লইয়া মেরিয়ানা সশ্রদ্ধ সপ্রশংস দৃষ্টিতে নেজদানভের মুখের দিকে তাকাইল।

“এমন সব দরকারী কাজের ভার তারা তবে তোমাকেই দেয়?”

নেজদানভ ঈষৎ হাসিয়া চিঠিখানা লইয়া পকেটে রাখিয়া দিল।

বলিল, “কি আশ্চর্য বলো তো, আজ আমাদের কারো মন কারো জানতে বাকি নেই—জানি, আমরা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসি—তবু আমাদের সেই ভালোবাসার কথা কেউ একটিবারও মুখ ফুটে বলিনি!”

মেরিয়ানা মৃদুকণ্ঠে বলিল, “না-ই বা বললুম!” বলিয়াই সে দুটি হাতে সহসা নেজদানভের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিল। কেহ কাহাকেও চুম্বন করিল না, কাহারো একবার মনেও হইল না সেকথা, হয়তো বা ইহাদের মনে হইবার কথাও নয়।

নীরব আত্মনিবেদনের এ এক আত্মবিস্মৃত পরম মুহূর্ত! তারপর

একবার পরস্পরের হাতে জোরে চাপ দিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

ঘরের জানালায় মোমবাতিটা তখনো জ্বলিতেছিল। সেটার কথা মনে পড়িতেই মেরিয়ানা আবার ফিরিয়া আসিল। সেই নির্জন কক্ষে পা দিয়া এতক্ষণপরে সে যেন কেমন একটু লজ্জিত বিব্রত হইয়া পড়িল; ফুঁ দিয়া আলোটা নিবাইয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি বারান্দা পার হইয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া ঢুকিল, তারপর কোনমতে পোষাক বদ্‌লাইয়া সেই স্নিগ্ধ অন্ধকারেই শয্যায় গিয়া আশ্রয় লইল।

১৩

পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিবার পূর্বে নেজদানভ এক সুযোগে মেরিয়ানার সহিত দেখা করিল। দুইজনের মনেই তখন গতরাত্রির ঘটনার স্মৃতি সুখস্বপ্নের মতো মধুর হইয়া জাগিয়া আছে; তবু আশ্চর্য এই, আজ সেকথা স্মরণ করিয়া তাহারা কেহই এতটুকু লজ্জিত বা বিব্রত হইয়া পড়িল না, সহজভাবেই দুইজনে কথাবার্তা বলিল, যেন তাহাদের জীবনে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত কিছুই ঘটে নাই, যাহা ঘটিয়াছে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ।

মেরিয়ানা বলিল, "তুমি তো আগে যাচ্ছ মার্কেলভের কাছে? তারপর সেখান থেকে তোমরা দুজনেই গিয়ে দেখা করবে সোলোমিনের সঙ্গে, কেমন?"

"হাঁ।"

"আহা, আমিও যদি আজ তোমার সঙ্গে যেতে পেতুম, তোমাদের কত কথাই শুনতুম! তা তুমি ফিরে এসে সব আমায় বলবে তো?"

"নিশ্চয় !"

"আমি কিন্তু এখন থেকেই তোমার পথ চেয়ে রইলুম, মনে থাকে যেন !"

হাসিমুখেই দুইজনে বিদায় লইল।

মার্কেলভের গৃহে আসিয়া নেজদানভ দেখিল, তাহার উৎসাহ, উত্তেজনা ও অসহিষ্ণুতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। অকারণ সময়ক্ষেপ না করিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি কোনরকমে আহার শেষ করিয়া সোলোমিনের কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

এক ধনী ব্যবসায়ীর তূলার কারখানা, সোলোমিন তাহার ম্যানেজার। সে একাই কারখানার সকল বিভাগে সমান নজর রাখে। একমাত্র তাহারই কর্মকুশলতায় কারখানাটি দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে। অনেক লোক এখানে কাজ করে। কাজও প্রচুর। কুলিমজুরদের উপর সোলোমিনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অসাধারণ। কারখানার মালিকটিকে তাহারা যত না খাতির করে, তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা ভয় ও সম্ভ্রমের চোখে দেখে সোলোমিনকে।

নেজদানভ ও মার্কেলভ সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

প্রথমেই যে লোকটির সহিত তাহাদের দেখা হইল তাহার নাম পাভেল। সে সোলোমিনের অত্যন্ত অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত ভৃত্য, সোলোমিন তাহাকে তাহার একমাত্র প্রিয় অনুচর ও বন্ধু বলিয়া জানে।

অল্পক্ষণ পরেই সোলোমিন আসিয়া একটি কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে মার্কেলভ ও নেজদানভের কাছে গিয়া একে একে উভয়ের করমর্দন করিল। তারপর জিজ্ঞাসুভাবে আগন্তুকদের দিকে চাহিতেই

মার্কেলভ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া নিজের ও নেজদানভের নাম উল্লেখ করিয়া ভেসিলি নিকোলিভিচের লেখা চিঠিখানি তাহার হাতে দিল। সোলোমিন একমনে চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িয়া লইয়া ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আপনারা আমার সঙ্গে ভিতরে আস্থন, একটা নিরিবিলি জায়গায় ব'সে আলাপ করা দরকার, এখানে অস্থবিধে হবে।"

মার্কেলভ ও নেজদানভ তাহার অনুসরণ করিয়া কারখানার এক অতি নিভৃত প্রান্তে একটি নির্জন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিন জনে তিনটি আসনে বসিবার পর আলোচনা স্থরু হইয়া গেল।

আলোচনা নয়, বক্তৃতা। যাহা বলিবার মার্কেলভ একাই বলিয়া গেল, তাহাদের আসন্ন সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহারা ভাবিয়া রাখিয়াছে কিছুই বলিতে বাকি রাখিল না।

সোলোমিন সমস্তক্ষণ নীরবে নিবিষ্টমনে মার্কেলভের সব কথা শুনিয়া লইয়া শেষে বলিল, "সেণ্ট পীটার্সবার্গের বিপ্লবীদের অনেককেই আমি জানি, তাদের উদ্দেশ্য যে সাধু একথাও বিশ্বাস করি। কেবল তাই নয়, মতামতের দিক দিয়েও তাদের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মিল আছে। তাদের মতো আমিও জনসাধারণেরই দলে; জনসাধারণকে বাদ দিয়ে কোনো কাজই হবে না একথাও মানি; কিন্তু তারা-যে সংগ্রামের জন্যে তৈরি হয়েছে এইটে বিশ্বাস করিনে। আমার তো মনে হয়, তারা এখনো ঘুমিয়েই আছে, জাগেনি। আগে তাদের জাগিয়ে তোলা চাই, তৈরি ক'রে তোলা চাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কী ধারণা জানেন?—যে লক্ষ্য সামনে রেখে তারা এগিয়ে যাবে, যে উপায়ে আমরা তাদের গ'ড়ে তুলব, তার কোনো আদর্শই আমরা আজও কেউ তাদের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। এইজন্যেই

আমি এখনো কেবল দর্শক হয়েই অপেক্ষা করছি, কাজে নামতে আমার ভরসা হয়নি। সকলের মতামতই আমি মন দিয়ে শুনি, কিন্তু মন সায় না দিলে বৃথা কেন নিজের বা অপরের ধ্বংস ডেকে আনব বলুন!—তাছাড়া, বিপ্লব যত-আসন্ন ব'লে আপনাদের মনে হচ্ছে তত-আসন্ন নয়।"

মার্কেলভ এ কথার প্রবল প্রতিবাদ না করিয়া পারিল না। সে তুমুল তর্ক তুলিল। নিজের মত ও সিদ্ধান্ত তাহার কাছে এতই অভ্রান্ত যে, কেহ তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় প্রকাশ করিলেও সে সহিতে পারে না। তখন তাহার কথায় যুক্তির পরিমাণ যতই অকিঞ্চিৎকর হোক, ভাবের আবেগ ও উচ্ছ্বাস একেবারে মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। সোলোমিন কিন্তু পরম নির্বিকার প্রশান্ত মুখেই তাহার কথাগুলি শুনিয়া গেল, প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলিল না। মার্কেলভ না বুঝিলেও নেজদানভের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সোলোমিন বিতর্কে যোগ না দিলেও, মার্কেলভের প্রচণ্ড বক্তৃতা তাহার মত এতটুকু টলাইতে পারে নাই। সোলোমিনের দৃঢ়চিত্ততা ও অটুট ধৈর্য দেখিয়া নেজদানভ মুগ্ধ হইল; কেমন করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, 'এ একেবারে আলাদা জাতের মানুষ, যথার্থ শক্তিমান্ মানুষ—আমাদের আর-পাঁচজনের মতো মোটেই নয়।'

মার্কেলভ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, কারখানার মজুরেরা তো খুব সহজেই বিপ্লবে এসে যোগ দিতে পারে?"

সোলোমিন বলিল, "না। কারখানার মজুরেরা অন্য সব দেশে যেমন, রাশিয়ায় মোটেই তেমন নয়। এরা নিতান্তই নিরীহ জীব, নির্জীব বললেও চলে।"

"আর—চাষীরা?"

"চাষীদের মধ্যে কেউ কেউ আছে শুদখোর মহাজন, আর কেউ কেউ অপর লোককে নিজের ক্ষেতের কাজে উদয়াস্ত খাটিয়ে তাদের ঠিক আকের মতো নিঙড়ে নিচ্ছে; এরা নিজের স্বার্থটুকু ছাড়া আর কিছু জানে না, বোঝে না। এদের বাদ দিয়ে যারা রইল, সেই সত্যিকারের চাষীদের বারো-আনাই—মানুষ নয়—মেষ,—এমনি নির্বোধ ও অক্ষম তারা।"

সেদিন রাত্রে সোলোমিনের আমন্ত্রণে সেইখানেই আহার করিয়া মার্কেলভ ও নেজদানভ পুনরায় তাহার সহিত আলোচনা আরম্ভ করিল।

"আমরা তাহ'লে ঠিক কোন্ শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করতে পারি?"—বলিয়া মার্কেলভ সোলোমিনের মুখের পানে তাকাইল।

সোলোমিন মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাদের খোঁজ করাটাই যে আগে দরকার। খুঁজুন, তাহ'লেই তাদের দেখা পাবেন।"

তাহার মুখে সর্বক্ষণ একটা প্রসন্ন মৃদুহাসির রেখা লাগিয়াই আছে —কিন্তু লোকটি যেমন দুর্বোধ, তাহার হাসিও প্রায় তাই; সেই হাসির কি যে অর্থ, কি যে তাৎপর্য, তাহা কে জানে; কিন্তু আশ্চর্য এই, মন তাহাতে বিরূপ না হইয়া বরং আকৃষ্টই হয়। নেজদানভ নিজেও তাহা মনে মনে স্পষ্টই অনুভব করিতেছিল। তাহার প্রতি সোলোমিনের মনোভাব ও আচরণ একটু অন্য রকমের। এই তরুণ যুবকটিকে দেখিবার পর হইতেই তাহার মনে ইহার প্রতি কেমন একটা কারুণ্যমিশ্রিত সমবেদনার ভাব জাগিয়াছে, ভিতরে ভিতরে সে ইহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারে নাই। আলোচনার মাঝখানে নেজদানভ নিজেও একবার যখন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া বক্তৃতা দিতে সুরু করিয়াছে, সেই সময় সোলোমিন একফাঁকে নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া তাহার ঠিক মাথার উপরকার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

বক্তাটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিতে সে বলিল, “তোমার হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগতে পারে।”

ইহার পর মার্কেলভ ও নেজদানভ নিজেদের সঙ্কল্প ও কর্মপন্থা লইয়া অনেক রাত পর্যন্ত বিতর্ক চালাইল। সোলোমিন নীরবে বসিয়া সশ্রদ্ধ আগ্রহে তাহাদের কথাবার্তা আগাগোড়া শুনিয়া গেল, কিন্তু একবারও কোনো মন্তব্য করিল না।

রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল তখন মার্কেলভ ও নেজদানভ ক্লান্তি ও অবসাদে আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু তাহারা বিস্মিত হইয়া দেখিল তাহাদের সেই নীরব শ্রোতাটি তখনো পর্যন্ত প্রশান্ত প্রফুল্ল মুখে ঠিক একই ভাবে স্থির হইয়া বসিয়া আছে।

এইবার বিদায়ের পালা। স্বভাবতই স্বল্পভাষী সোলোমিন হাসি-মুখে নেজদানভ ও মার্কেলভকে পুনরায় আসিবার অনুরোধ জানাইয়া সাদরে করমর্দন করিয়া বিদায় দিল; নেজদানভ তাহাকে ধন্যবাদ জানাইবার চেষ্টা করিতেই সে হাসিয়া হাত তুলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিরস্ত করিল।

১৪

পরদিন সকালবেলা মার্কেলভের গৃহে নেজদানভ তাহার নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুমাইতেছে, এমন সময় একটি লোক আসিয়া মার্কেলভের হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানা লিখিয়াছেন তাহার ভগিনী ভেলেন্টিনা মিহেলভ্না।

সংসারের নানান্ খুঁটিনাটি খবরে চিঠিখানি ভরাইয়া তুলিয়া, শেষের দিকে, যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায়, 'পুনশ্চ' দিয়া একটা ভারি 'মজার খবর' চিঠিতে জুড়িয়া দিয়াছেন। লিখিয়াছেন : "একদিন তুমি মেরিয়ানার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিলে, দাদা,—আমি তা জানি। তোমার সেই মেরিয়ানা আজ ভালোবেসেছে কোলিয়ার টিউটর নেজদানভকে। গভীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে দুজনে! এ আমার পরের মুখে শোনা কথা নয়, নিজের চোখেই সব দেখা, সব শোনা। নিশুতি রাতে মেরিয়ানার শোবার ঘরে দুটিতে মিলে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ ক'রে কত কথা, কত গল্প! সে যে কি ঢলাঢলি কাণ্ড কি আর বলব..."

মার্কেলভের সারামুখে কে যেন একেবারে কালি ঢালিয়া দিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে নির্বাক ও নিশ্চল হইয়া সেইখানে ঠিক সেইভাবেই বসিয়া রহিল। তারপর যখন সে দেখিল নেজদানভ সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতেছে তখন উঠিয়া গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঘরে আনিয়া বসাইল এবং অত্যন্ত সহজ ভাবেই তাহার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল।

কথা ছিল আজ বিকালে মার্কেলভ নেজদানভকে লইয়া গিয়া কাছে-পিঠে তাহাদের দলের দুটি তিনটি নূতন ও পুরাতন বন্ধু যাহারা আছে

তাহাদের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিবে। সেই উদ্দেশ্যে তাহারা দুইজনে বেলা তিনটেয় গাড়ীতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ফিরিতে রাত হইয়া গেল। পথে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহা: উভয়েই নীরব হইয়া গাড়িতে বসিয়া ছিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া নেজদানভ বলিল, "আমরা পথভুল করিনি তো ?

মার্কেলভ বলিল, "না। একদিনে দুবার দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে ব'লে শুনিনি।"

"প্রথম দুর্ঘটনাটা কী ?"

"প্রথম দ্বিতীয় বুঝিনে—আজকের এই একটা দিন তো একেবারে বৃথা গেল !"

"সেকথা মিথ্যে নয়। বন্ধুদের দোমনা দেখে' আপনি খুশি হ'তে পারেননি। এমন কি, কাল সোলোমিনের কথাতেও আপনি—"

মার্কেলভ বাধা দিয়া বলিল, "থামুন। সোলোমিন একেবারে খাঁ মানুষ, তাকে আমার চিনতে ভুল হয়নি। হোক্ না তার সং আমাদের মতের অমিল, তবু আমি জানি সে আমাদেরি একজন— আমাদের কাজে তার শ্রদ্ধা আছে; আর বিপ্লব সেও চায়, তবে দু'দি আগে আর পরে। কিন্তু আমাদের কাজে যার সত্যিই শ্রদ্ধা নেই বিশ্বাস নেই,—বিপ্লব যে একেবারেই চায় না,—সে শুধু এলেবি দিমিত্রি, আ-প-নি ! তাই আমাদের মধ্যে এখনো দোমনা যদি কেউ থাকে সে আপনি একা,—দোটানায় প'ড়ে গিয়ে আপনি একাই শু দোল খাচ্ছেন।"

নেজদানভ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "এমন কথা আপনার মনে হ'ল কেন ?"

"মনে হ'ল আপনার কথা শুনে, মনে হ'ল আপনার আচরণ দেখে'

নিজের সম্বন্ধে আপনি যা খুশি তাই ভাবুন, মুখে আপনি যত কথাই বলতে চান বলুন, আসলে এতটুকু মনের বলও যে আপনার নেই সেটা বুঝতে দেরি হয় না। এমন সব লোক আমার জানা আছে যারা আমাদের এই সাধনাকে সিদ্ধির পথে নিয়ে যেতে—প্রয়োজন হ'লে —শুধু প্রাণ কেন—জীবনে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু মধুর, যা-কিছু সবচেয়ে প্রিয়—এমন কি প্রেম পর্যন্ত—হাসিমুখে হেলায় বিসর্জন দিতে পারে! কিন্তু, আপনি···আপনি তা পারেন না, অন্তত এখন তো কিছুতেই না!"

"এখন না! তার মানে? এখন পারিনে কেন?"

"জানেন না?—আপনি যে আজ প্রেমিক! প্রেমের বিজয়-মুকুট আপনার মাথায়!"

"কিন্তু আপনার কথা আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

মার্কেলভ একটা অস্বাভাবিক তীব্র হাসি হাসিয়া উঠিল।

"আমার কথা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, কেমন?—হাঃ, হাঃ, হাঃ!—কিন্তু বুঝেও না বোঝার ভাণ আর কেন বন্ধু—আমি যে সবই জানি! জানি আপনি এখন কা'র প্রেমে মশগুল, জানি আপনার ঐ সুন্দর মুখখানি আর ঐ মুখের মধুমাখা কথা দিয়ে আপনি কা'র মন কেড়ে নিয়েছেন! আর এও জানি দুপুর রাতে কা'র শোবার ঘরের দরজা খোলা থাকে আপনারই জন্যে···!"

নেজদানভ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সেদিকে কান না দিয়া মার্কেলভ একই সুরে বলিয়া চলিল, "আপনাকে একটুও দোষ দিচ্ছিনে, এলেক্সি দিমিত্রি! একটা সুযোগ হাতে পেয়ে আপনি তার সদ্ব্যবহার করেছেন।···হাঁ, আপনি ঠিকই করেছেন। তাই আজ আমাদের কাজে আপনার যে তেমন মন নেই তাতে অবাক্ হবারও কিছু নেই...

আপনার মন যে এখন আর-এক জায়গায় বাঁধা পড়েছে। আ
তাছাড়া, কি-ক'রে মেয়েদের মন পাওয়া যায়, কী পেলে তারা খু
হয়, পুরুষের কোন্ গুণ দেখে' তারা আকৃষ্ট হয়—আগে থেকে সবা
তো আর সত্যিই তা বুঝতে পারে না!"

নেজদানভ বলিল, "এতক্ষণে আপনার রাগের কারণটা জানা গেল
আর, কে যে আড়িপেতে আমাদের কথা শুনে আপনাকে সব জানিয়ে
সেও কতকটা আন্দাজ করতে পারছি।"

তাহার কথা যেন কানেই যায় নাই এইভাবে মার্কেলভ নিজে
কথার সূত্র ধরিয়াই বলিয়া চলিল, "না, গুণ নয়, রূপও নয়—এসব দি
কেউ মেয়েদের মন পায় না..." বলিতে বলিতে হঠাৎ কেমন উত্তেজি
হইয়া সে বলিয়া উঠিল, "না, না, না!...মেয়েদের মন পাবে তারাই..
উঃ...একমাত্র তারাই, যারা—যারা...জারজ!"

শেষের কথাটা বলিয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন একেবা
পাথর হইয়া গেল, মুখে আর একটি কথাও কহিল না। তাহার রসন
যেন চিরকালের মতো স্তব্ধ ও অসাড় হইয়া গেছে।

অন্ধকারে তাহার পাশে বসিয়া নেজদানভের সমস্ত শরীর থর্ থ
করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, দেহের শিরায় শিরায় একটা তীব্র বিদ্যুৎপ্রবা
বহিয়া গেল, প্রতিটি রক্তবিন্দু যেন অগ্নিকণার মতো জ্বলিয়া উঠিল
মার্কেলভের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে গলা টিপিয়া ধরিয়
চিরদিনের মতো তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিবার দুর্জয় লোভ জাগিয়
উঠিল তাহার মনে। আবার তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল, "না। রক্ত
চাই! রক্তপাত ছাড়া অপমানের এ জ্বালা আর কিছুতেই নিববে না!'

বিক্ষুব্ধ চিত্তকে সহসা সংযত করিয়া লইয়া নেজদানভ ধীরে ধীরে
বলিল, "আপনি আমায় যেভাবে অপমান করলেন তাতে এর পরেও

আপনারই সঙ্গে আপনারই বাড়িতে গিয়ে আমি আজ রাত কাটাব এতটা আশা করি আপনিও ভাবতে পারেন না। তাই, গত্যন্তর নেই ব'লে আমি আপনাকেই আবার অনুরোধ না ক'রে পারছিনে, দয়া ক'রে আপনার গাড়িটা আমায় দিন্, আমাকে শহর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবে।. কাল সকালে আমি বাড়ি পৌঁছবার যাহোক্ একটা উপায় ক'রে নিতে পারব। তারপর সেখান থেকে আপনাকে চিঠি লিখব; কেন লিখব আর কি-রকম চিঠি লিখব সেটা সহজেই অনুমান করতে পারেন।"

মার্কেলভ তবু নীরব।

অকস্মাৎ নৈরাশ্যব্যাকুল অনুতপ্ত ভগ্নকণ্ঠে অত্যন্ত ক্লান্ত করুণ স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "নেজদানভ! নেজদানভ! দোহাই তোমার, যেয়ো না তুমি! এসো আমার সঙ্গে, এসো আমার বাড়িতে! তোমার কাছে জানুপেতে ক্ষমা চাইবার সুযোগটুকু আমায় দাও! ভুলে' যাও নেজদানভ··দুঃখে ক্ষোভে জ্ঞান হারিয়ে যা-কিছু তোমায় বলেছি সব তুমি ভুলে' যাও ভাই! বুকে আমার যে-আগুন জ্বল্‌ছে—যদি জান্‌তে!" বলিয়া সে বুকে করাঘাত করিল, তাহার কণ্ঠস্বরও ভাঙিয়া পড়িল। "নেজদানভ! আমায় তুমি দয়া করো···আমায় ক্ষমা করো তুমি···বলো ক্ষমা করেছ!···দাও ভাই, তোমার হাতখানা দাও আমার হাতে!"

নেজদানভ কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না, তাহার মনের মধ্যেও তখন সংগ্রাম চলিতেছে; কতকটা আত্মবিস্মৃত ভাবেই সে তাহার হাতখানি ধীরে ধীরে বাড়াইয়া দিল মার্কেলভের দিকে। মার্কেলভ এতই জোরে তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল যে আর একটু হইলেই সে চীৎকার করিয়া উঠিত।

গাড়ি তখন বাড়ির দরজায় আসিয়া থামিয়াছে।

১৫

মিনিট পনেরো পরে। মার্কেলভের বসিবার কক্ষে।

মার্কেলভ বলিতে সুরু করিল, "শোনো এলেক্সি, আমি তোমায় সবই বলছি।"

সে জানে, নেজদানভ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী, সে বিজয়ী; একটু আগেই তাহাকে সে নিষ্ঠুরভাবে অপমান করিয়াছে, হয়তো সেই মুহূর্তে মার্কেলভ তাহাকে খুনও করিয়া ফেলিতে পারিত, তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেও হয়তো তাহার বাধিত না! সেই নেজদানভকেই এখন তাহার এইযে নাম ধরিয়া ডাকা, এইযে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করা, ইহার মধ্যে একটা অসহায় ও করুণ আত্ম-সমর্পণের সুরও যেমন আছে তেমনি আছে একটা সস্নেহ প্রীতি ও মমত্বের দাবী। নেজদানভ তাহা বুঝিতে ভুল করিল না, তাহার মন সে-দাবী স্বীকার করিয়া লইল, এবং সে নিজেও তখন ঐভাবেই মার্কেলভকে সম্ভাষণ করিল।

মার্কেলভ বলিতে লাগিল, "শোনো! আমি তোমায় বলছিলুম, আমাদের সাধনাকে সার্থক ক'রে তোলবার সঙ্কল্প নিয়ে আমি আর যা-কিছু সবই ত্যাগ করতে পেরেছি—ত্যাগ করেছি ভালোবাসার সুখ, ভালোবাসার সাধ!...কিন্তু সে শুধু আমার মিথ্যে অহঙ্কার,—আমি যা বলেছি সব মিথ্যে! কেউ আমায় ভালোবাসেনি, কারো ভালোবাসাই কোনদিন পাইনি আমি—তাই, ত্যাগ করবার মতো কিছুই আমার ছিল না কখনো, আজও নেই। জন্মের পর থেকে এতকাল কেবল দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই ক'রেই আমার দিন কেটেছে, জীবনের বাকি দিনগুলোও ঠিক তেমনি ক'রেই কাটবে

আমি জানি।...কি জানি, হয়তো সেই ভালো। যা আমি চেয়েছিলুম তা পাইনি, পাবও না,—তাই কাজ নিয়ে মেতে থাকতে চাই,—নইলে বাঁচব কি-ক'রে? আর তুমি, এলেক্সি···তুমি যেমন ভালোবাসতে পেরেছো তেমনি ভালোবাসা পেয়েওছো, তারপর দেশের কাজে এসে যোগ দিয়েছো—তোমার মধ্যে প্রেমিক আর দেশপ্রেমিক এ দু'য়ের মিলন ঘটতে পেরেছে—প্রিয়ার প্রেমে তোমার দেশপ্রেম হবে উজ্জ্বল, হবে শক্তিমান্, হবে সার্থক! সুখী তুমি, এলেক্সি, তুমি সত্যই ভাগ্যবান্! আমি তোমায় ঈর্ষা না ক'রে পারিনে।···কিন্তু আমি?··· আমার ভাগ্যকে কেউ যেন কোনদিন ঈর্ষা না করে!"

নেজদানভ স্বপ্নাবিষ্টের মতো তাহার কথা শুনিয়া যাইতেছিল। মার্কেলভ বলিতেছে, সে সুখী, সে পরম ভাগ্যবান্। কিন্তু সত্যই কি তাই? তাহাকে দেখিয়া কে বলিবে সে সুখী? নেজদানভ নিজের মনের ভিতরেও একথার কোনো সাড়া পাইল না।

মার্কেলভ বলিয়া চলিল, "প্রথম যৌবনেই একবার একটি মেয়েকে ভালোবেসে, বিনিময়ে তার কাছে পেয়েছি শুধু প্রতারণা, প্রবঞ্চনা। আমার সঙ্গে ছলনা ক'রে, আমার সঙ্গে কেবল ভালোবাসার অভিনয় ক'রে, শেষটা সে বিয়ে করলে এক জার্মনকে! আর মেরিয়ানা—"

বলিয়াই সে হঠাৎ থামিয়া গেল। তাহার মুখে মেরিয়ানার নাম এই প্রথম। নামটি উচ্চারণ করিয়াই তাহার মনে হইল যেন ঠোঁটদুটি তাহার পুড়িয়া যাইতেছে।

"মেরিয়ানা আমার সঙ্গে প্রতারণা করেনি। সে আমায় স্পষ্টই বলেছে আমাকে সে ভালোবাসে না।···কেনই বা বাসবে? আমার মধ্যে এমন কী আছে যা তার ভালো লাগতে পারে। তাই সে তোমার হাতে আপনাকে সঁপে দিয়েছে। সে অধিকার তার তো ছিলই।"

নেজদানভ বলিয়া উঠিল, "রোসো! এ কী বলছো তুমি? 'সঁপে দিয়েছে'—একথার মানে? তোমার বোন্ তোমার কাছে কী লিখেছেন আমি জানিনে, কিন্তু আমার একটা কথা তুমি বিশ্বাস করো—"

বাধা দিয়া মার্কেলভ বলিল, "বিশ্বাস করেছি। আমি তা বলিওনি। দেহ নয়,—সে তোমায় দিয়েছে তার মন, তার হৃদয়—তোমাকেই ভালোবেসেছে সে—আমি শুধু এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলুম। অন্যায় সে কিছুমাত্র করেনি—বরং যা সে করেছে তার চেয়ে ভালো আর কিছুই হ'তে পারে না।···আর আমার বোন্—সেও অবিশ্যি আমার মনে অকারণ ব্যথা দিতে চায় না, তাতে তার কী লাভ। মনে হচ্ছে সে তোমাদের কাউকেই সুনজরে দেখে না; সে ঘৃণা করে তোমাকে, ঘৃণা করে মেরিয়ানাকে। তবে চিঠিতে মিছেকথা কিছুই সে লেখেনি, এতটুকু বাড়িয়ে বলেনি...কিন্তু যাক্‌গে তার কথা।"

নেজদানভ মনে মনে ভাবিল, "হাঁ, সে আমাদের সত্যিই ঘৃণা করে, আমাদের দু'জনকেই।"

মার্কেলভ তখনো সেইভাবে বসিয়া থাকিয়াই বলিতে লাগিল, "যাক্, ভালোই হ'ল। আজ আমি একেবারে মুক্ত। শেষের একমাত্র বাঁধন যা ছিল তাও টুট্‌ল। কোনো বাধাই আর আমার পথ আগ্‌লে দাঁড়াতে পারবে না। এদিকে আমাদের আয়োজনও সব শেষ। অবিশ্যি তুমি তা বিশ্বাস করো না আমি জানি।"

নেজদানভ একথার কোনো জবাব দিল না।

"তোমার ধারণাই হয়তো সত্য, কিন্তু সবাইকে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে সমস্ত আয়োজন শেষ ক'রে নিয়ে তারপর কাজ সুরু করব এ আশা নিয়ে ব'সে থাকলে কাজ সুরু করাই হবে না কোনদিন। তাই

আমার কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি—আমার সঙ্কল্প কিছুতেই টলবে না।”

নেজদানভ সবিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইয়া দেখিল মার্কেলভ ঘাড় ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে পুনরায় বলিল, “আমাকে একরোখা, একগুঁয়ে, যা বলতে চাও বলো—আমি হয়তো সত্যিই তাই—তবু জেনো, আমার এ সঙ্কল্প আমি কিছুতেই ছাড়তে পারব না।”

বলিয়া মার্কেলভ উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর নিজের শোবার ঘরে গিয়া ছোট একখানি বাঁধানো ছবি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল—মেরিয়ানার একখানি চমৎকার পেন্সিল-স্কেচ, মার্কেলভের নিজের হাতে আঁকা।

“এই ছবিটি তোমায় দিলুম, এলেক্সি, তুমি নাও!” তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ বিষাদকরুণ, কিন্তু বিকৃত নয়। “কিছুদিন আগে এটা এঁকেছিলুম। আমি ভালো আঁকতে জানিনে, তবু আশা করি ছবিটা দেখে' যার ছবি তাকে চিনে নিতে ভুল হবে না। নাও, এলেক্সি,—এ আমার উপহার,—এরি সঙ্গে, আমার আর যা-কিছু অধিকার, যা-কিছু দাবী, সবই তোমায় ছেড়ে দিলুম।…আমি জানি, কোনো অধিকার কোনো দাবীই আমার ছিল না কোনদিন…তবু কেন আজ আমি একথা বলছি, আশা করি বুঝতে পারছো! আমার বলতে কিছুই আর রইল না…সবই তোমায় দিলুম…এখন সে-ও তোমার!… অমন মেয়ে দুর্লভ, এলেক্সি—”

মার্কেলভ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

“আমার উপর তোমার আর রাগ নেই তো? তবে নাও আমার উপহার! এ ছবি আমার কাছে থাকার কোনো মানে নেই আর …এখন।”

ছবিখানি হাতে লইয়া নেজদানভের মনে হইল, এ ছবি, এ উপহার লইবার তাহার কোনো অধিকারই নাই। মার্কেলভের এ ত্যাগ যে কতবড় ত্যাগ সে কি তাহা জানে না! নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া সে আজ তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছে! কিন্তু কেন দিল? বিশেষ করিয়া তাহাকেই বা কেন দিল সে? ছবিখানি তবে কি তাহাকেই আবার ফিরাইয়া দিবে? না। এতবড় অপমান তাহাকে সে কিছুতেই করিতে পারিবে না। তাছাড়া, ছবির ঐ মুখখানি কি নেজদানভের নিজেরও প্রিয় নয়? সেও কি মেরিয়ানাকে ভালোবাসে না?

মার্কেলভ তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া বলিল, "রাত অনেক হয়েছে, এলেক্সি,—তুমি যাও ঘুমোওগে। কাল সকালে আমার গাড়ি তোমাকে পৌছে দিয়ে আসবে। বিদায়!"

পরদিন নেজদানভকে লইয়া গাড়ি যখন বাড়ির দরজায় আসিয়া থামিল, তখনো ভালো করিয়া ভোর হয় নাই। সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে মেরিয়ানার ঘরের জানালায় চোখ পড়িতেই তাহার মনে হইল,—"মার্কেলভ ঠিকই বলেছে। মেরিয়ানার মতো মেয়ে সত্যিই দুর্লভ; আমিও তাকে সত্যিই ভালোবাসি।"

১৬

বিকাল বেলায় বাগানের এক নিভৃত প্রান্তে বসিয়া নেজদানভ মেরিয়ানার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। মেরিয়ানা নিজেই এই স্থানটির কথা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল। সারাদিনে তাহাদের একটি-দুটির বেশি কথা বলিবার সুযোগ হয় নাই, তবু মেরিয়ানাকে দেখিয়া নেজদানভের মনে হইয়াছিল সে যেন তাহার মুখে সব কথা শুনিবার জন্য অধীর আগ্রহে ফাটিয়া পড়িতেছে। তাছাড়া এই দুইটি দিনের মধ্যেই মেরিয়ানা যেন আগের চেয়ে কিছু কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে ঈষৎ ম্লানও দেখাইতেছে।

অল্পক্ষণ পরেই মেরিয়ানা চোখেমুখে হাসি চল্‌কাইয়া নেজদানভের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। নীরবে হাতখানি বাড়াইয়া দিতেই নেজদানভ সাগ্রহে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া জোরে একটা চাপ দিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিল না। মেরিয়ানা ঝপ্‌ করিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া একটা হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, "এইবার তাহ'লে বলো তোমার খবর, কী তোমরা ঠিক করলে শীগ্‌গির বলো।"

নেজদানভ এ প্রশ্নের জন্য যেন ঠিক প্রস্তুত ছিল না, একটু বিব্রতই হইয়া পড়িল।

"ঠিক ?···না। তা এখুনি কিছু ঠিক করবার দরকার ছিল কি ?"

"আচ্ছা সে পরে হবে। আগে, তোমার কা'র কা'র সঙ্গে দেখা হ'ল, তোমাদের কী কী কথা হ'ল, সব আমায় বলো শুনি—সব ! তুমি ফিরে এসেছো, কি আনন্দই যে হচ্ছে ! দুটো দিন যেন কিছুতেই আর কাটতে চায় না। আর দেখ, সেদিন রাত্রে ভেলেন্টিনা

মিহেলভ্না যে আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনেছে তাতে আর কোনো ভুল নেই, পরে আমি টের পেয়েছি।"

"শুধু তাই নয়। তিনি চিঠি লিখে মার্কেলভকেও সব জানিয়েছেন।"

"তাই নাকি!" বলিয়া মেরিয়ানা ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার সমস্ত মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। শুধু কি লজ্জায়? না। তার চেয়ে গভীরতর একটা অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার মনে।

তারপর ধীরে ধীরে শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কি ভয়ঙ্কর হিংসুটে মেয়ে! কেন সে করলে এমন কাজ? এ করবার কোনো অধিকারই তার নেই! যাক্‌গে, করুক ওর যা খুশি, আমি গ্রাহ্য করিনে। নাও, বলো এইবার তোমাদের সব কথা।"

নেজদানভ বলিতে সুরু করিল। মেরিয়ানা গভীর কৌতূহলে উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল। এই দুই দিনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে, মেরিয়ানা সবই জানিতে চায়,—তুচ্ছ খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত না শুনিয়া তাহার তৃপ্তি নাই। নেজদানভ সবই বলিল, কেবল মার্কেলভ মেরিয়ানার সম্বন্ধে গতরাত্রে যাহা কিছু বলিয়াছে, অন্তরের যে নিগূঢ় বেদনার ইতিহাস তাহার সামনে মেলিয়া ধরিয়াছে, তাহা সে গোপন না করিয়া পারিল না, ছবিখানির কথাও চাপিয়া গেল। মার্কেলভের আন্তরিকতা, সহৃদয়তা ও অদম্য অপরিসীম উৎসাহের সে মুক্তকণ্ঠেই প্রশংসা করিল, কিন্তু সোলোমিনের কথা বলিতে গিয়া সে তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে বিশ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাহার গুণগানে মুখর হইয়া উঠিল। মনে মনে আপনাকেই প্রশ্ন করিতে লাগিল, "কেন? সোলোমিন তো আশ্চর্য অদ্ভুত কোনো কথাই বলেনি, বরং তার কোনো কোনো কথায়

আমার নিজের মন কিছুতেই সায় দিতে পারেনি—তবু, তবু সে এমন ক'রে আমার মনকে নাড়া দিল কেন?" আবার নিজের মনেই ইহার জবাব মিলিল, "সোলোমিন অত্যন্ত শান্ত, আর সেইজন্যেই সে অত্যন্ত শক্তিমান্। সে জানে সে কী চায়; তার আত্মবিশ্বাস এমনি প্রবল যে, অপরের মনেও অনায়াসেই বিশ্বাস জাগাতে পারে সে। তার কর্তব্যের পথ তার কাছে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। কোনো দুর্ভাবনা, কোনো অহেতুক উদ্বেগ তার মনকে এতটুকু বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। এইটেই সবচেয়ে বড় কথা—তার এই অদ্ভুত চিত্তসংযম, এই আশ্চর্য মনের বল। আমার এইটিরই অভাব, আমি এমন কিছুতেই পারিনে,—কিন্তু কেন, কেন পারিনে?"

তাহার এই চিন্তাধারায় সহসা বাধা পড়িল। তাহাকে নীরব ও অন্যমনস্ক দেখিয়া মেরিয়ানা গভীর মমতায় তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এলেক্সি! কি হয়েছে তোমার? কি ভাবছো?"

নেজদানভ কাঁধের উপর হইতে মেরিয়ানার ছোট্ট হাতখানি আস্তে টানিয়া আনিয়া এই প্রথম সে-হাতে চুম্বন করিল। মেরিয়ানা হাসিয়া উঠিল। এমন সাধও যে নেজদানভের মনে জাগিতে পারে তাহা সে কল্পনা করে নাই। সে ভিতরে ভিতরে কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ভেলেন্টিনা মিহেলভ্নার সেই চিঠিখানা মার্কেলভ তোমায় দেখিয়েছে?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা, মার্কেলভের কথা শুনে তোমার তখন কী মনে হ'ল?"

"মনে হ'ল, তার মতো আত্মসম্মানজ্ঞান আর কারো নেই, তার মতো স্বার্থত্যাগ আর কেউ করতে জানে না! সে—"

নেজদানভের ইচ্ছা হইতেছিল সেই ছবিখানার কথা মেরিয়ানাকে বলে, কিন্তু বলিতে পারিল না ; শুধু বলিল, "সে নিজের মান, নিজের মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হ'তে দেবে না—কিছুতে না !"

"হাঁ। জানি।"

বলিয়া মেরিয়ানা আবার কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। হঠাৎ নেজদানভের পানে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লে তোমাদের কী ঠিক হ'ল ?"

"বলেছি তো এখনো আমরা কোনো সিদ্ধান্তই ক'রে উঠতে পারিনি ; দিনকতক দেরি হবে।"

"দেরি কেন ?"

"এখনো হুকুম পাইনি ব'লে।"—নেজদানভ বলিয়া ফেলিয়াই বুঝিল, কথাটা সত্য নয়।

"হুকুম ! কা'র হুকুম ?"

"কা'র আবার...আমাদের নেতার। তার নাম তো তোমায় বলেছি—ভেসিলি নিকোলিভিচ্।"

"কিন্তু—আচ্ছা বলো তো, এই ভেসিলি নিকোলিভিচ্ লোকটির সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছে কখনো ?"

"হাঁ। তাকে আমি দু'বার দেখেছি...তবে একমিনিট কি দু'মিনিটের বেশি নয়।"

"আচ্ছা, মানুষটি কেমন ? সে কি আর-কোনো লোকের মতো মোটেই নয় ? সে কি সত্যিই অসাধারণ ?"

"সেটা বুঝিয়ে বলা শক্ত। আমাদের নেতা সে, দলের সবাই তাকে মানে, তার হুকুমেই সব চলে। সব আন্দোলনেই কাজের একটা নির্দিষ্ট ধারা, একটা অটুট শৃঙ্খলা থাকা চাই। তাই একজন

লোক শুধু হুকুম করবে আর সে হুকুম সবাই মেনে চলবে এইটেই দরকার।”

বলিয়াই নেজদানভের মনে হইল, “এসব যা-তা কী বলছি আমি!”

মেরিয়ানা আবার জিজ্ঞাসা করিল, “সে দেখতে কেমন?”

“বেঁটে, গায়ের রঙ তামাটে, মোটা-মোটা হাত-পা, আর চওড়া বুকটা যেন পাথর কেটে তৈরি করা; মুখের ভাবটা কঠোর, আর চোখদুটো যেন জ্বলছে! তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তিও আছে সে চোখে।”

একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া মেরিয়ানা বলিল, “আর, সোলোমিন? সে কেমন দেখতে?”

“একেবারে ছেলেমানুষের মতো সরল সুন্দর তার মুখখানি, ইস্কুলে কলেজে ঐ রকম মুখ প্রায়ই চোখে পড়ে।”

“তোমার মুখখানিও তো ছেলেমানুষের মতো—তেমনি সরল, তেমনি সুন্দর! মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে আমার একটুও ভাবনা নেই।”

কথাটা নেজদানভের হৃদয় স্পর্শ করিল; সে গাঢ় স্নেহে মেরিয়ানার হাতখানি লইয়া অধরে ঠেকাইল।

মেরিয়ানা হাসিয়া বলিয়া উঠিল, “থাক্ থাক্, হয়েছে, অত সোহাগ না দেখালেও চলবে!” মেরিয়ানার হাতে চুমা খাইলে সে কিছুতেই হাসি চাপিতে পারে না। “দেখ, আমি একটা ভারি অন্যায় কাজ ক’রে ফেলেছি, তার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি!”

“কী করেছো?”

“তুমি যখন এখানে ছিলে না, আমি তোমার ঘরে গিয়ে দেখি, তোমার টেবিলে একখানা খাতা প’ড়ে রয়েছে, তাতে অনেকগুলো কবিতা লেখা,”—নেজদানভ চমকিয়া উঠিল; তাহার মনে পড়িল, ভুল

করিয়া খাতাখানা সে নিজেই টেবিলের উপর ফেলিয়া গিয়াছিল। "—আমি লোভ সামলাতে পারলুম না, কবিতাগুলো সব প'ড়ে ফেললুম। আচ্ছা, কা'র কবিতা সেগুলো? তুমি লিখেছো?"

"হাঁ। আর দেখছো, মেরিয়ানা,—আমি যে তোমায় ভালোবাসি, আমি যে তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, তুমি দোষ করা সত্ত্বেও তোমার উপর রাগ আমার হয়নি বললেই হয়!"

"হয়নি বললেই হয়! তাহ'লে—খুব বেশি না হোক—হয়েছে একটু-আধটু। তুমি আমায় নাম ধ'রে 'মেরিয়ানা' ব'লে ডাকলে—আমার যে কী ভালো লাগল! আমি কিন্তু তোমায় 'নেজ্‌দানভ' ব'লে ডাকতে পারব না, আমি 'এলেক্সি'ই বলব। আচ্ছা, তোমার খাতায় একটা কবিতা পড়লুম তার গোড়ায় আছে 'আমার যবে মরণ হবে, হে সখা, রেখো স্মরণে'—এও কি তোমারি লেখা?"

"হাঁ। কিন্তু, দোহাই তোমার, আর ওকথা তুলো না···আমি সইতে পারব না।"

মেরিয়ানা ঘাড় নাড়িল।

"কিন্তু এমন দুঃখের কবিতা কেন তুমি লিখলে?...যখন লিখেছিলে তখনো পর্যন্ত আমাদের দুজনের এতটা ভাব হয়নি, নয়? তোমার কবিতা লেখার হাত কিন্তু চমৎকার...অবিশ্যি আমার নিজের যা মনে হয়েছে তাই বলছি। হয়তো খুব ভালো কবি, খুব বড় কবিই তুমি হ'তে পারতে, কিন্তু সে পথে না গিয়ে অন্য যে-পথ তুমি বেছে নিয়েছো তার আদর্শ আরো বড়, আরো মহৎ। বড় কাজ যখন কিছুই আর করবার নেই, তখন ব'সে ব'সে কবিতা লেখায় দোষ কিছু নেই, বরং সাহিত্যচর্চাই বোধ করি তখন সবচেয়ে ভালো কাজ।"

নেজদানভ সোজা মেরিয়ানার মুখের পানে তাকাইয়া সাগ্রহে বলিল, "এই কি তোমার বিশ্বাস? আমারো, আমারো তাই। সাহিত্যে নাম করার চাইতে দেশের কাজে প্রাণ দেওয়া অনেক ভালো।"

মেরিয়ানা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ঠিক বলেছো, এলেক্সি, এইতো কথার মতো কথা! এইতো মানুষের মতো কথা, বীরের মতো কথা!" উচ্ছ্বাসে, উদ্দীপনায়, বিজয়োল্লাসে মেরিয়ানার সমস্ত মুখখানা সহসা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। "আর, প্রাণ যে আমাদের দিতেই হবে তাই বা কে বললে। দেখবে, জয় আমাদের হবেই, কিছুতেই হার মানব না,—দেশের কাজ করব,—আমাদের জীবন ব্যর্থ হ'তে দেব না, তাকে সার্থক ক'রে তুলবই। আমরা গিয়ে যোগ দেব দেশের যত গরীব আর দুঃখীদের দলে।···হাতের কাজ তোমার কিছু জানা আছে? নেই? তা হোক্‌গে, করবার মতো কাজ কিছু খুঁজে পাবই। আমরা যা জানি, যেটুকু জানি, তাই দিয়ে তাদের—আমাদের সেই ভাইবোনদের—যতটুকু পারি সেবা করব।···দরকার হ'লে রেঁধে খাওয়াব, বাসন মেজে দেব, সেলাই করব।···দেখো তুমি, একদিন তোমায় দেখাব।...আর সে কাজের আর-কোনো পুরস্কার থাকবে না, থাকবে শুধু সুখ, শুধু আনন্দ, শুধু শান্তি।"

বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া মেরিয়ানা দূরে বহুদূরে দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল। বাহিরের চোখদুটি দিয়া যতদূরে দেখা চলে শুধু সেইটুকুই নয়, তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া যে অজ্ঞাত অপরিচিত অনির্দেশ মহাসুদূরকে কেবল মনের চোখ দিয়াই দেখিতে হয়, সে যেন তাহাকেই দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, বুঝিবা দেখিতেও পাইতেছে··· তাহার মুখে তখন এম্‌নি একটা অলৌকিক দিব্য দীপ্তি!

তাহার সে মূর্তির পানে চাহিয়া নেজদানভ মাথা নত করিল। মেরিয়ানার স্খলিত শিথিল বাহুখানির উপর মাথা রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "মেরিয়ানা! আমি ··আমি কি তোমার যোগ্য?"

মেরিয়ানার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "এইবার ফিরি চলো। ভেলেন্টিনা মিহেলভ্না হয়তো এতক্ষণে আমাদের খোঁজে চর পাঠিয়েছে। অবিশ্যি আমার সম্বন্ধে সে তো হাল ছেড়ে দিয়েই ব'সে আছে, সে জানে আমি একেবারেই উচ্ছন্ন গেছি,—কিন্তু তুমি যে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়নি এইটেই তাকে বড্ডো বেজেছে। যাক্— এসব বাজে কথা। সবচেয়ে যা কাজের কথা সে হ'ল এই যে, এখানে আর আমি একদণ্ডও থাকতে পারছিনে। এ বাড়ি ছেড়ে আমায় চ'লে যেতেই হবে!"

"চ'লে যাবে?"

"হাঁ।...তুমিও তো থাকছো না এখানে, কেমন? একসঙ্গেই যাব দু'জনে।···একসঙ্গেই থাকব, কাজ করব।···কি বলো, যাবে তো তুমি আমার সঙ্গে?"

"যাব!"—আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আবেগে নেজদানভের কণ্ঠস্বর সেতারের তারের মতো ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—"পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত চ'লে যাব তোমার সঙ্গে।" ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যই সে তাহার সঙ্গে যেখানে হোক্ যতদূরে হোক্ চলিয়া যাইতে পারিত, পিছনে ফিরিয়া চাহিবার কথা তাহার মনেও পড়িত না।

তাহার পানে চাহিয়া মেরিয়ানা নিবিড় সুখ ও তৃপ্তির একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

"তবে এই আমি তোমার হাতে হাত রাখলুম, এলেক্সি,—তোমার

চেয়ে প্রিয় কেউ তো আমার নেই—ধরো আমার হাত—হাতে চুমো খেয়ো না যেন—শক্ত ক'রে ধরো—সাথীর মতো, সখার মতো, বন্ধুর মতো—হাঁ, ঠিক এমনি ক'রে!"

একসঙ্গেই দুইজনে ফিরিয়া চলিল—আনন্দিত, উৎকণ্ঠিত। কচি কচি সবুজ ঘাস তাহাদের পায়ের তলায় সোহাগে লুটাইয়া পড়িতেছে, গাছে গাছে জাগিয়া উঠিয়াছে নবপল্লবের আনন্দমর্মর, সুখস্পর্শ সমীরণ আসিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিতেছে, আর তাহাদের সর্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িতেছে পুলকিত আলোছায়ার অজস্র চুম্বন। তাহারা প্রসন্ন স্মিতমুখে চাহিয়া দেখিল আলোছায়ার সেই বিচিত্র লীলাকৌতুক,—চাহিয়া দেখিল—পায়ের তলায় তরুণ তৃণরাজি, মাথার উপরে তরুণ শ্যামল পল্লবদল! তারপর চাহিয়া দেখিল পরস্পরকে—দেখিল, বয়সে তাহারাও তরুণ, দুজনের দেহেমনেই নবজাগ্রত যৌবনের পুলকশিহরণ,—আর সম্মুখে অনাগত অনন্ত জীবনের সঙ্গীতময় আমন্ত্রণ!

১৭

নেজদানভের মুখে সোলোমিনের উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদ শুনিবার পর হইতে মেরিয়ানা তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছিল। দৈবক্রমে দিনদুই পরেই সে সুযোগ মিলিয়া গেল। বাড়িতে বসিয়াই সে তাহার দেখা পাইল।

সিপিয়াগিন এখানে একটা কাগজের কলের মালিক। তিনি বিস্তর টাকা ঢালিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সব টাকাই প্রায় জলে যাইতে বসিয়াছে। কারখানার কাজ মোটেই ভালো চলিতেছে না,—তাহার কোথায় কী গলদ আছে, ত্রুটি আছে,

খুঁৎ আছে, তাহা তাঁহার নিজের লোকেরা কেহই ধরিতে পারিতেছে না। অবশেষে নানা লোকের মুখে সোলোমিনের প্রচুর সুখ্যাতি শুনিয়া তিনি তাহারই শরণাপন্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শুনিয়াছেন সোলোমিন পাশকরা ইঞ্জিনিয়ার না হইলেও কলকব্জার ব্যাপারে সে রীতিমত পাকা মিস্ত্রি; তাহার কারখানার মালিকের টাকায় বিলাতে গিয়া হাতে-কলমে এসব কাজ সে নাকি ভালো করিয়াই শিখিয়া আসিয়াছে। সিপিয়াগিন সোলোমিনকে আনিবার জন্য গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন, আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া সবিনয়ে অনুরোধ জানাইয়া চিঠিও দিয়াছেন। সুযোগ পাইয়া নেজদানভও একখানা পৃথক চিঠি দিয়া সোলোমিনকে আসিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়াছে। মেরিয়ানার সঙ্গে সোলোমিনের দেখা হইবে, তাহার কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার একটা সুযোগ মিলিবে, নেজদানভ এই আশায় উৎসুক উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

সোলোমিন আসিল। সে অন্য সমাজের ও অন্য স্বভাবের লোক হইলেও এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সকলের সঙ্গেই অত্যন্ত সহজ ও সপ্রতিভ ভাবে মিশিল, আলাপ করিল, কোথাও তাহার বাধিল না; সে যে এতটুকু সঙ্কুচিত বা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে এমন কথা কাহারো মনেও হইল না।

তারপর সিপিয়াগিনের অনুরোধে সে তাঁহার কারখানা দেখিতে গেল। ঘুরিয়া ফিরিয়া সবকিছু দেখিয়া, নিজের হাতে কলকব্জা নাড়িয়া চাড়িয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অবশেষে সে মন্তব্য করিল, "সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখানে কাজ বিশেষ কিছু হচ্ছে ব'লে তো আমার মনে হয় না।"

সিপিয়াগিন লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "সে আর বলতে! এইজন্যেই

আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে এনেছি সব দেখিয়ে শুনিয়ে আপনার পরামর্শ চাইব ব'লে। কোথায় কী গলদ আছে আপনি দয়া ক'রে সব যদি আমায় বুঝিয়ে বলেন—"

"তাতে কোনো ফল হবে না। আমার কী বিশ্বাস জানেন? ব্যবসা জিনিসটাই সম্ভ্রান্ত ঘরের লোকেদের জন্যে নয়।"

খবর পাইয়া কোলোমিজেভ আসিয়া জুটিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তার মানে?"

সোলোমিন হাসিয়া বলিল, "তার মানে, নিজে হাতে-কলমে কাজ না শিখে' ব্যবসা করতে নামার মতো ভুল আর নেই। আপনারা সেটা পেরে উঠবেন না।"

সিপিয়াগিনের ইঙ্গিতেও কোলোমিজেভ দমিলেন না, তর্ক তুলিয়া বলিলেন, "আপনি কি তাহ'লে বলতে চান, আমরা—মানে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা—মিস্ত্রিগিরি কুলিগিরি করতে পারিনে ব'লে কোনো ব্যবসাই চালাতে পারব না?"

সোলোমিন শান্তভাবে হাসিমুখেই বলিল, "পারবেন বই কি। রেলওয়ে কন্‌সেশন আদায় করা, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা, ট্যাক্স এড়িয়ে চলা, শতকরা একশো বা দেড়শো টাকা শুদে চাষীদের টাকা ধার দেওয়া, এই রকমের বিস্তর কাজ বড়ঘরের লোকেরা অনায়াসে করতে পারবেন, তাতে তাঁদের লাভও হবে বিস্তর। কিন্তু এসবের কথা আমি বলিনি, আমি বলছিলুম সত্যিকার ব্যবসার কথা।"

কোলোমিজেভ ক্রোধে ফুলিতেছিলেন, কারণ বড়ঘরের লোকেদের উপযোগী যে-কয়টি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসার কথা সোলোমিন উল্লেখ করিল তাহার সবগুলির সঙ্গেই তিনি নিজে জড়িত। তিনি কড়া রকমের একটা জবাব দিবার চেষ্টা করিতেই সিপিয়াগিন তাঁহাকে প্রায়

একটা ধমক দিয়াই নিরস্ত করিলেন, এবং আহারের সময় হইয়াছে একথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাদের লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়িতে পা দিয়াই কোলোমিজেভ ভেলেন্টিনা মিহেলভ্‌নার সহিত নিভৃতে দেখা করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ও উত্তেজিত ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "ভেলেন্টিনা মিহেলভ্‌না! আপনার স্বামী এসব কী করছেন বলুন তো! একটা বিপ্লবীকে তিনি তো আগে থেকেই ঘরে এনে পুষছেন, এবার আরো একটাকে এনে জোটালেন। এটি আবার আরো ভয়ানক—একেবারে পূরোদস্তুর নিহিলিস্ট!"

"তাই নাকি! আমার স্বামী কিন্তু ওরই হাতে কারখানার সব ভার ছেড়ে দেবেন বলেছেন।"

"বলেন কি! তাহ'লে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না এই আমি ব'লে দিলুম।"

কিন্তু কোলোমিজেভের সর্বনাশের আশঙ্কা মিথ্যা হইল। আহারান্তে সিপিয়াগিন সোলোমিনের কাছে সে প্রস্তাব তুলিবামাত্র সে সবিনয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। বলিল, "ক্ষমা করবেন, এ আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।"

বলিয়াই সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া টুপিটা হাতে তুলিয়া লইল।

সিপিয়াগিন বলিলেন, "আমি বলছিলুম কি, এমন ক'রে হঠাৎ 'না' না ব'লে আপনি বরঞ্চ একটা রাত একটু ভেবে দেখুন! জবাবটা আমায় কাল দিলেই চলবে।"

"লাভ কি। আমার মত তো আর বদ্‌লাবে না।"

নেজদানভ এই সময় তাহার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "আজকের রাতটা আপনাকে থেকে যেতেই হবে। কথা আছে—অত্যন্ত জরুরী কথা।"

সিপিয়াগিন সোলোমিনকে ঈষৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আপনি রাত্রে এখানেই থাকছেন তো?"

"আচ্ছা, থাকব।" বলিয়া সোলোমিন হাতের টুপিটা রাখিয়া দিল।

বসিবার কক্ষের জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিল মেরিয়ানা। কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই সোলোমিনের সহিত তাহার দৃষ্টিবিনিময় হইল।

সোলোমিন বুঝিল, একটা রাত এখানে থাকিবার প্রয়োজন ছিল।

১৮

আহারের টেবিলে বসিয়া মেরিয়ানা সোলোমিনকে ভালো করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিল। যতই দেখিতেছিল ততই মুগ্ধ হইতেছিল। তাহার সরল, সংযত অথচ সুস্পষ্ট কথাগুলি শুনিয়া তাহার মনে হইতেছিল এ লোকটি অত্যন্ত অনায়াসেই যে-কোনো ব্যক্তির মনে গভীর ও সুদৃঢ় বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিবার শক্তি রাখে, ইহার উপর নির্ভয়েই নির্ভর করা চলে, সকলের মনই এ সহজে বুঝিতে পারে, সকলকেই সদুপদেশ দিয়া সাহায্য করিতে পারে, অথচ অভিমান বা অহঙ্কার কিছুই ইহার নাই, ইহার কোনো অসত্য বা অন্যায় আচরণের কল্পনাও কেহ করিতে পারিবে না। সে ভাবিল, "এই লোকটির উপদেশ আমাদের নিতেই হবে—এমন কোনো পরামর্শ এঁর কাছে নিশ্চয় পাব যাতে আমরা ঠিক-পথ চিনে নিতে ভুল করব না।" এই প্রগাঢ় বিশ্বাস মনে লইয়া মেরিয়ানাই নেজদানভকে পাঠাইয়াছিল সোলোমিনকে একটা রাত্রি থাকিয়া যাইবার অনুরোধ জানাইতে।

রাত্রে সকলেই যে-যাহার ঘরে চলিয়া যাইবার পর সোলোমিন

নেজদানভের নিভৃত কক্ষে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিল। নেজদানভ তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, "আপনার কাজের ক্ষতি হয়ে গেল আমি জানি। আপনি—"

সোলোমিন বাধা দিয়া বলিল, "'আপনি' নয়, 'তুমি'। আর, কাজের ক্ষতি কিছুই আমার হয়নি, সেজন্যে ভাবনা নেই। তাছাড়া, তো-মা-র অনুরোধ, এ আমি এড়াতে পারিনে।"

"কেন?"

"তোমাকে আমার ভারি ভালো লেগেছে।" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া সে সস্নেহে একটা চাপ দিল।

নেজদানভ শুনিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইল। সোলোমিন একটা সিগার ধরাইয়া চেয়ারে চাপিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার তোমার ব্যাপার কি বলো।"

"আমি এখানে আর থাকব না ভাবছি।"

"চ'লে যাবে? তা তাতে আর বাধা কি।"

"ঠিক চ'লে যাওয়া নয়—আমি পালিয়ে যেতে চাই!"

"কেন? এঁরা কি তোমায় আটকে রাখতে চান? কিছু টাকা বুঝি আগাম নিয়ে রেখেছো? তা যদি হয় তাহ'লে আমায় বলো, আমি এক্ষুনি—"

"না, তা নয়। পালিয়ে যেতে হচ্ছে এইজন্যে যে, আমি একা যাচ্ছিনে।"

সোলোমিন মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল।

"কে যাচ্ছে তোমার সঙ্গে?"

"সে মেয়েটিকে তুমি দেখেছো।"

"ও, সেই মেয়েটি! ভারি সুন্দর তার মুখখানি। তোমরা কি

দুজনে দুজনকে ভালোবাসো ? না, কেবল এখানে থাকতে পারছো না ব'লেই চ'লে যেতে চাও ?"

"আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি।"

"তাই বলো !" সোলোমিন এক মুহূর্ত কি ভাবিল, তারপর বলিল, "মেয়েটি কি এঁদের কোনো আত্মীয়া ?"

"হাঁ। তবে আমাদের মতের সঙ্গে তার পুরোপুরি মিল আছে, আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সে কাজে নামতে চায়। সে একেবারে প্রস্তুত হয়ে আছে।"

সোলোমিন হাসিল। বলিল, "আর, নেজদানভ, তুমি ? তুমিও কি প্রস্তুত ?"

"এ প্রশ্ন কেন ? সময় হ'লেই দেখতে পাবে।"

"তোমাকে আমি সন্দেহ করছি মনে কোরো না। জিজ্ঞেস করলুম এইজন্যে যে, এক তুমি ছাড়া আর কেউ যে বড় প্রস্তুত হয়েছে আমি এমন আশা করিনে।"

"কেন, মার্কেলভ ?"

"তার কথা আলাদা।—কিন্তু সে তো চিরদিনই প্রস্তুত !"

ঠিক এইসময় খুট করিয়া দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল মেরিয়ানা। সোজা সোলোমিনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "এত রাত্রে আমাকে এ ঘরে ঢুকতে দেখে' আপনি অবাক হননি আশা করি ?" তারপর নেজদানভকে দেখাইয়া বলিল, "ওঁর মুখে এতক্ষণে নিশ্চয় সব শুনেছেন। আপনি আমায় নির্ভয়ে বিশ্বাস করতে পারেন।"

সোলোমিন গম্ভীর প্রশান্ত মুখে বলিল, "বিশ্বাস অনেক আগেই করেছি।" মেরিয়ানা ঘরে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। "টেবিলে খেতে ব'সে আপনাকে প্রথম দেখি। তখন

আপনার চোখের দিকে চেয়েই আপনাকে চিন্‌তে পেরেছিলুম। এখনো মনে হচ্ছে আমি চিনতে ভুল করিনি। নেজ্‌দানভ আপনার উদ্দেশ্য আমাকে জানিয়েছে। আপনি কেন চ'লে যেতে চাইছেন জানতে পারি কি ?"

"যাব না ? সমস্ত মন সমস্ত প্রাণ দিয়ে যে-কাজে আমি যোগ দিতে চাই···আপনি অবাক হচ্ছেন কেন, নেজ্‌দানভ কিছুই আমার কাছে লুকোয়নি, সবই আমি শুনেছি··সেই কাজ সুরু হ'তে চলেছে, আর আমি এইখানে প'ড়ে থাকব যত-কিছু মিথ্যে আর ছলনার মাঝখানে! দেশের যে-সব গরীব-দুঃখীদের এত ভালোবাসি তাদের সামনে এতবড় বিপদ, আর আমি—"

সোলোমিন হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল।

বলিল, "অধীর হবেন না, শান্ত হোন্‌। বসুন। তুমিও বোসো, নেজ্‌দানভ। সবাই স্থির হয়ে ব'সে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে আলাপ করা যাক্‌।" মেরিয়ানাকেই লক্ষ্য করিয়া সোলোমিন বলিল, "শুনুন বলি। যদি এই একটিমাত্র কারণেই এখান থেকে চ'লে যেতে চান তাহ'লে আমি বলব এখনো তার সময় হয়নি। যত শীগ্‌গির কাজ সুরু হবে ভাবছেন তত শীগ্‌গির হবে না। সব দিক আরো একটু ভালো ক'রে ভেবে দেখে কাজে নামা উচিত। সময় হবার আগেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া ভুল হবে, আমার এই বিশ্বাস।"

মেরিয়ানা অসহায় ভাবে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু এখানেও যে আমি একদণ্ড থাকতে পারছিনে! সবাই আমাকে অপমান করে। এই তো সেদিন আনা জাহারভনা আমার বাবার কথা তুলে আমাকে খোঁটা দিয়ে কোলিয়ার সামনেই ব'লে বসলেন, 'আমড়াগাছে কি আর আম ফলে কখনো!'—কোলিয়া বুঝতে না পেরে হাঁ ক'রে চেয়ে

রইল। ঐ ছাড়া ভেলেন্টিনা মিহেলভ্না যা করছে সে আর ব'লে কাজ নেই।"

সোলোমিন হাসিল। তাহার এই হাসি চোখে পড়িতেই মেরিয়ানা থামিয়া গেল। কিন্তু একটুও রাগ করিল না—সোলোমিনের এ হাসি এমন এক রকমের হাসি যাহা দেখিয়া কেহ কোনো অবস্থাতেই রাগ করিতে পারে না।

"দেখুন, আনা জাহারভ্না কে আমি জানিনে, জানতেও চাইনে। একজন নির্বোধ স্ত্রীলোক নির্বোধের মতো কিছু বলেছে আর আপনি তা সইতে পারছেন না! এমন হ'লে বাঁচবেন কি-ক'রে? সারাটা দুনিয়াই যে নির্বোধ লোকে ভরা! তাই আপনি যে-কারণটা দেখালেন সেটা বেশ জোরালো হচ্ছে না, ওটা বাতিল। যদি আর-কোনো কারণ থাকে সেইটে বলুন।"

নেজদানভ মাঝখানে বলিয়া বসিল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিঃ সিপিয়াগিন নিজেই কাল আমায় বাড়ি থেকে বার ক'রে দেবেন। কেউ আমার নামে তাঁর কাছে লাগিয়েছে। আমার সঙ্গে তিনি এখন যা ব্যবহারটা করছেন—"

তাহার পানে ফিরিয়া সোলোমিন জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লেই বা পালিয়ে যাওয়া কেন?"

নেজদানভ বলিল, "পালিয়ে না গিয়ে উপায় কি। বলেছি তো—"

কথাটা শেষ করিল মেরিয়ানা, বলিল, "আমিও ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি যে।"

সোলোমিন তাহার দিকে ফিরিয়া প্রসন্ন হাসিমুখে মাথা নাড়িল।

"বিপ্লব সুরু হ'তে এখনো দেরি আছে মনে রাখবেন। বিপ্লবে যোগ দেওয়াই যদি আপনাদের লক্ষ্য হয় তাহ'লে আরো কিছুদিন এখানে

থেকে গেলেও চলবে। আর, যদি আপনারা পরস্পরকে ভালোবাসেন এবং আর কোথাও চ'লে গিয়ে দু'জনে একসঙ্গে থাকতে চান—যা এ বাড়িতে কোনমতেই সম্ভব নয়—তাহ'লে—"

"ধরুন, যদি তাই হয়, তাহ'লে ?"

"তাহ'লে আগে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাব, তারপর প্রয়োজন হ'লে যথাসাধ্য আপনাদের সাহায্য করব। জেনে রাখুন, প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদের আমার ভারি ভালো লেগেছে, আপনাদের দু'জনকেই,—তাই ছোট ভাইবোনের মতো আপনাদের ভালোবেসে ফেলেছি।"

শুনিয়াই মেরিয়ানা ও নেজদানভ দুইজনে তাহার দুই পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া. তাহার দুইখানি হাত দুইজনে জড়াইয়া ধরিল।

মেরিয়ানা মিনতির সুরে বলিল, "তাহ'লে আপনিই আমাদের ব'লে দিন কী আমরা করব। বিপ্লব সুরু হ'তে যদি সত্যিই দেরি থাকে, তাহ'লেও আগে থেকে আয়োজনটা ক'রে রাখা চাই তো। এ বাড়িতে থেকে, এখানকার আবহাওয়ায় বাস ক'রে আমরা কিছুই করতে পারব না যে! তাই, যদি দু'জনে একসঙ্গে চ'লে যাই,কি আনন্দই হবে!...বলুন কী কাজ আমরা করব, বলুন কোথায় আমাদের যেতে হবে।...আপনি আমাদের যেখানে পাঠাবেন সেইখানেই যাব! বলুন দেবেন পাঠিয়ে!"

"কোথায় ?"

"দেশের দুঃখী আর গরীবদের কাছে।...তাদের কাছে না গিয়ে আর কোথায় যাব?"

সোলোমিন মেরিয়ানার উৎসুক ও ব্যাকুল দুটি চোখে চোখ রাখিয়া এক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "তাদের সত্যিই জানতে চান ?"

"হাঁ। কেবল জানা নয়—তাদের সঙ্গে মিশতে চাই, তাদের মাঝখানেই থাকতে চাই,—তাদের জন্যে কাজ ক'রে তাদের সেবা ক'রেই দিন কাটাব।"

"বেশ, তাই হবে। তাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ আপনারা পাবেন। আমি নিজেই সে ব্যবস্থা ক'রে দেব কথা দিলুম। আর তুমি, নেজদানভ, তুমিও যেতে প্রস্তুত তো—এঁর জন্যে—আর তাদের জন্যে?"

"হাঁ, আমি প্রস্তুত বই কি।" বলিয়াই নেজদানভের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল পকলিনের একটি কথা—"জগন্নাথের রথ!" ভাবিল, "ঐ ছুটে আসছে সেই বিরাট বিপুল রথ!...কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো উন্মত্ত উদ্দাম তার প্রচণ্ড গতিবেগ...ঐ বুঝি শুনতে পাচ্ছি সেই রথচক্রের মেঘমন্দ্রগম্ভীর ভয়ঙ্কর ঘর্ঘররব!"

সোলোমিন মেরিয়ানার দিকে চাহিয়া নির্বিকার শান্তভাবেই আবার বলিল, "বেশ, তাহ'লে ঐ কথাই রইল।—কিন্তু কবে যেতে চান?"

"যদি অসম্ভব না হয়, কালই।"

"বেশ! কিন্তু কোথায় যাবেন কিছু স্থির করেছেন?"

এই সময় বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া নেজদানভ চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, "চুপ!"

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব।

তারপর সোলোমিন অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন?"

মেরিয়ানা বলিল, "তা তো জানিনে।" সোলোমিন নেজদানভের দিকে চাহিতে সেও মাথা নাড়িল।

সোলোমিন তখন হাত বাড়াইয়া বাতির শিষটা ঠিক করিয়া দিয়া মেরিয়ানাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আপনারা তাহ'লে আর-কোথাও

না গিয়ে আমার কারখানায় চলুন। সেইখানে আমি আপনাদের লুকিয়ে রাখব। জায়গাটা দেখতে খুব ভালো না হ'লেও বেশ নিরাপদ। কারখানার দুটো-তিনটে ঘর আমি আপনাদের ছেড়ে দিতে পারব, সেখানে কেউ আপনাদের খোঁজ পাবে না। আপনি হয়তো ভাবছেন, সেখানে চারিদিকে সর্বদা এত লোকজন কাজ করছে! কিন্তু আমি বলি সেইটেই আপনাদের পক্ষে সুবিধে। যেখানে অনেক লোকের ভিড় সেইখানেই লুকিয়ে থাকা সহজ। কি বলেন? যাবেন?"

নেজদানভ যেন হাতে স্বর্গ পাইল, বলিল, "যাব বই কি! তোমায় যে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব!"

কারখানার কথা শুনিয়া মেরিয়ানা প্রথমটা একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, পরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয় যাব। আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। আচ্ছা, সেখান থেকে কবে আমরা বাইরে যেতে পাব? কবে পাঠিয়ে দেবেন?"

"সেটা আপনাদের উপরেই নির্ভর করছে।...যদি ইচ্ছা করেন, তাহ'লে আপনাদের বিয়েটাও ওখানে সেরে নিতে পারেন, সে ব্যবস্থাও আমি ক'রে দিতে পারব। কাছেই আমার এক আত্মীয় আছেন, পুরোহিত,—লোকটি ভারি ভালো আর খুব বিশ্বাসী—দরকার হ'লে তাঁকেই ডাকব।"

মেরিয়ানা শুধু হাসিল, কিন্তু নেজদানভ আর-একবার সোলোমিনের হাত ধরিয়া একটা চাপ দিল।

সোলোমিন তখন মেরিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহ'লে আপনারা কবে আসছেন বলুন।"

মেরিয়ানা ও নেজদানভের একবার চোখোচোখি হইল।

নেজদানভ বলিল, "পশু খুব সকালে, নয়তো তার পরদিন। এর

বেশি দেরি করা অসম্ভব। তাছাড়া কালই হয়তো এরা আমায় বিদেয় ক'রে দেবে, কিছুই বলা যায় না।"

সোলোমিন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "অচ্ছা, তাহ'লে আমি রোজই তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব। এ-সাতদিন কারখানা ছেড়ে সকালবেলা কোথাও বেরোব না। আমার তরফ থেকে সতর্কতারও কোনো ত্রুটি হবে না।"

মেরিয়ানা তখন কাছে আসিয়া তাহার দিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিল, বলিল, "আমি তাহ'লে এখন আসি, মিঃ সোলোমিন, আমাকে বিদায় দিন্। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!" তারপর নেজদানভের দিকে চাহিয়া বলিল, "আসি নেজদানভ? কাল আবার দেখা হবে।"

বলিয়া মেরিয়ানা তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণকাল দুইটি যুবক নিস্পন্দ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, কাহারো মুখে কথা নাই।

"নেজদানভ!..." বলিয়াই সোলোমিন থামিয়া গেল। এক মুহূর্ত পরে আবার সুরু করিল, "নেজদানভ!...এই মেয়েটির ইতিহাস আমায় বলো...যা জানো, যতটুকু জানো, সব আমায় বলো! কে এ? কী এর পরিচয়? এ বাড়িতে কেনই বা আছে এ?"

নেজদানভ যতটুকু জানে সবই সোলোমিনকে সংক্ষেপে জানাইল।

তারপর সোলোমিন ধীরে ধীরে বলিল, "নেজদানভ, দেখো, এর যেন কখনো অযত্ন না হয়, অনাদর না হয়। এর সব দায়িত্ব, সব ভার তোমার। কে জানে...যদি কখনো . যদি কখনো বিপদাপদ কিছু ঘটে, তোমার অনুতাপের সীমা থাকবে না।—বিদায়।"

বলিয়াই সোলোমিন বাহির হইয়া গেল। নেজদানভ কিছুক্ষণ ঘরের মাঝখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপন মনেই বলিয়া

উঠিল, "নাঃ, আর ভাবতে পারিনে!" বলিয়াই বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে মেরিয়ানা নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া টেবিলের উপর ছোট এক-টুকরা চিঠি পাইল। তাহাতে লেখা আছে :

"তোমার জন্যে দুঃখ হয়। মরণদশা এ'কেই বলে! কী করতে চলেছো এখনো ভেবে দেখ। কিসের মোহে অন্ধ হয়ে এ কোন্ অন্ধকার পথে পা বাড়িয়েছো! কার জন্যে? কিসের আশায়?—ভ"

একটা অতিমধুর স্নিগ্ধ গন্ধে সমস্ত ঘর তখনো ভরিয়া আছে; একটু আগেও ভেলেন্টিনা এই ঘরে ছিলেন।

মেরিয়ানা তৎক্ষণাৎ কলম লইয়া চিঠিখানার নিচের দিকে নিজের জবাব লিখিল। তারপর সেখানা সেইভাবে সেই টেবিলেই রাখিয়া দিল। সে জানে, ভেলেন্টিনা মিহেলভ্‌নার চোখে পড়িবেই। সে লিখিল :

"আমার জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। ঈশ্বর জানেন কৃপার পাত্রী কে—আমি, না তুমি! সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য পেলেও তোমার সঙ্গে ভাগ্য-বিনিময় আমি করতে চাইনে—শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখলুম।—ম"

১৯

মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি!

মেরিয়ানা ও নেজদানভের বহু-আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি এতদিনে মিলিল। সোলোমিনের সঙ্গে দেখা হইবার দুইদিন পরে গভীর নিশীথে তাহারা দুইজনে গোপনে গৃহ হইতে বাহির হইয়া সকালবেলায় আসিয়া কারখানার এক নিভৃত প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদের আসার আশায় সোলোমিন আগে হইতেই সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। নেজদানভ ও মেরিয়ানার দেখাশোনার ভার পড়িয়াছে সোলোমিনের প্রিয় অনুচর পাভেল এবং তাহার স্ত্রী তাশিয়ানার উপর।

সোলোমিন সানন্দে বন্ধুদের অভ্যর্থনা করিল। শেষে বলিল, "নেজদানভ, তোমার যা কিছু প্রয়োজন হবে পাভেলকে বলবে।" মেরিয়ানাকে বলিল, "আপনার সব কাজে সাহায্য করবে তাশিয়ানা।"

মেরিয়ানা বলিল, "আপনি আমায় নাম ধ'রে 'মেরিয়ানা' ব'লেই ডাকবেন।"

"বেশ, এখন থেকে তাই বলব, তুমি যদি তাতেই খুশি হও।"

সোলোমিনের সস্নেহ সৌজন্যে মেরিয়ানার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার হাত দুখানি সোলোমিনের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "মিঃ সোলোমিন, আপনাকে কি ব'লে ধন্যবাদ দেব!"

সোলোমিন তাহার একখানি হাতে মৃদু একটু চাপ দিয়া বলিল, "আমার হয়তো বলা উচিত—'না, না, ধন্যবাদ কেন, ধন্যবাদ পাবার মতো কীই বা আমি করেছি'—কিন্তু আমি তা বলব না, কেননা তাহ'লে মিছেকথা বলা হবে। আমি বরঞ্চ বলব, 'তোমরা খুশি হয়ে

এই যে আমায় ধন্যবাদ দিচ্ছো এতে আমিও যার-পর-নাই খুশি হলুম।' আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন আসি, তোমরা তোমাদের জিনিষ-পত্তর সব গুছিয়ে নাও, পরে আবার এসে দেখা করব।"

তখন ঘরে রহিল কেবল মেরিয়ানা আর নেজদানভ।

মেরিয়ানা ছুটিয়া আসিল নেজদানভের কাছে। উল্লাসে আনন্দে তাহার মুখখানি ঝলমল্ করিতেছে।

"এলেক্সি, আজ আমাদের নতুন জীবন সুরু হ'ল! আমার যে আজ কী আনন্দ হচ্ছে ব'লে বোঝাতে পারব না। যে প্রাসাদে এতকাল ছিলুম সে ছিল আমাদের কাছে নরক, তার তুলনায় আমাদের দু'জনের এই যে পাশাপাশি দুটি ছোট্ট ঘর এ যেন স্বর্গ। তোমার আনন্দ হচ্ছে না?"

নেজদানভ মেরিয়ানার হাত দুখানি লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

"হচ্ছে বই কি মেরিয়ানা! আনন্দে বুক আমার ভ'রে উঠছে। আজ তোমাতে আমাতে নতুন জীবন সুরু করব—তুমিই হবে আমার জীবনের ধ্রুবতারা,—আমার আশা, আমার সাধ, আমার স্বপ্ন—!"

"ওগো, হয়েছে, হয়েছে! ছাড়ো এইবার!—আমার এখন দাঁড়াবার সময় নেই, ঘর দুটো গুছিয়ে ফেলতে হবে যে। তোমার ঘরও আমিই গুছিয়ে দেব। রোসো, আগে আমি ও-ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদ্‌লে আসি। তুমি ততক্ষণ...এইখানেই থাকো...এই ঘরেই। আমার পাঁচমিনিটের বেশি দেরি হবে না।"

মেরিয়ানা পাশের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। একমিনিট পরে দরজা ফাঁক করিয়া সে কেবল মুখখানি বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল, "সোলোমিন কী চমৎকার মানুষ, নয়?" তারপর আবার দরজা বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া দরজার তালা বন্ধ করিল।

নেজদানভ উঠিয়া জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরে বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল।...তারপর ফিরিয়া আসিয়া নিজের বাক্সটি খুলিল, কিন্তু একটি জিনিসও বাহির করিল না ; সে যেন তখন কিসের চিন্তায় তন্ময় হইয়া গেছে।

কয়েক মিনিট পরে মেরিয়ানা দরজা খুলিয়া চোখেমুখে হাসি চল্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে তাশিয়ানা চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম আনিয়া টেবিলে রাখিয়া গিয়াছিল। মেরিয়ানা নেজদানভকে একটা নাড়া দিয়া তাড়া দিয়া নিজের হাতে চা করিয়া লইয়া দুইজনে চা ও জলখাবার খাইয়া লইল। তারপর তাশিয়ানা আসিয়া চায়ের সরঞ্জামগুলি লইয়া যাইবার পর মেরিয়ানা নেজদানভের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিয়া গেল।

নেজদানভের পোষাক বাহির করিতে গিয়া কি-একটা জিনিস চোখে পড়িতেই মেরিয়ানা সেটা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "একি ! তোমার বাক্সে একটা রিভলভার কেন ? কী হবে এ দিয়ে ? এতে গুলী পোরা নেই তো ?"

"না...দাও, ওটা আমাকে দাও। ও একটা কাছে থাকা ভালো। আমরা যে বিপ্লবী !"

মেরিয়ানা হাসিয়া আবার কাজে মন দিল। নেজদানভ একটু দূরে বসিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে মেরিয়ানা নেজদানভের কবিতার খাতাখানি তাহাকে দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, "আমরা যখন রাত্রে একটু অবসর পাব তখন দুজনে একসঙ্গে ব'সে এই কবিতাগুলো পড়ব—কেমন ?"

নেজদানভ বলিয়া উঠিল, "দাও দাও, আমায় দাও, ও আমি পুড়িয়ে ফেলব।"

"পুড়িয়েই যদি ফেলবে, তবে সঙ্গে এনেছ কেন? না, আমি দেব না পোড়াতে। কবিরা নিজের লেখা পুড়িয়ে ফেলবে ব'লে কেবল ভয়ই দেখায়, পোড়ায় না কখনো। এ খাতা তোমার হাতে না দিয়ে আমি আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখব।"

নেজদানভ বাধা দিবার আগেই মেরিয়ানা খাতাখানি লইয়া পাশের ঘরে ছুটিয়া গেল,—যখন ফিরিয়া আসিল, তাহার হাতে খাতা নাই।

আবার আসিয়া কাজে লাগিয়া যাইতে তাহার দেরি হইল না।

হঠাৎ এক সময় মেরিয়ানা বলিল, "আমার কী মনে হচ্ছে জানো এলেক্সি? মনে হচ্ছে আমাদের দুজনের মনেই কোথায় যেন একটা অস্বস্তি আছে। দুটি তরুণ-তরুণী যখন কোথাও 'মধুচন্দ্র' যাপন করতে যায় তাদের মনেও যে ঠিক এম্‌নি ভাবই হয় তাতে আর ভুল নেই। তারা সুখী · তবু সেই ভরাসুখের মাঝখানেও তারা যেন পুরোপুরি শান্তি পায় না!"

নেজদানভ ম্লান হাসিয়া বলিল, "তুমি তো জানো মেরিয়ানা, আমরা···এখনো···মানে, আমরা···ঠিক সে রকমের তরুণ-তরুণী নই।"

মেরিয়ানা উঠিয়া তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"সে তো তোমার উপরেই নির্ভর করছে!"

"কি-ক'রে?"

"এলেক্সি, তোমার উপর আমার বিশ্বাস কত গভীর তুমি তো জানো, আর সে বিশ্বাসের অমর্যাদা তুমি কোনদিনই করবে না, করতে পারবে না, তাও আমি জানি,—তোমার আত্মসম্মানে কোনদিন তুমি এতটুকু দাগ পড়তে দেবে না একথা আমার মতো আর কে জানে বলো·—তুমি, সেই তুমি যেদিন বলবে, আমায় তুমি ঠিক ততখানি ভালোবাসো

যতখানি ভালোবাসলে আরেক জনের জীবনের উপর সব অধিকার দাবী করা যায়, যেদিন তুমি আমায় সেকথা বলবে, সেইদিন থেকেই আমি তোমার হব, তুমি আমায় পাবে।”

নেজদানভের মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল।

“যেদিন আমি তোমায় বলব···?”

“হাঁ, সেইদিন থেকে। কিন্তু কই, তুমি তো আমায় আজও বলোনি সে কথা, বলতে পারোনি তেমন ক'রে...আমি তো জানি এলেক্সি, নিজের মনকে তুমি ফাঁকি দিতে পারো না, তোমার আত্মসম্মান তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি!—কিন্তু যাক্ এ সব কথা, আর-কোনো কথা নিয়ে আলাপ করি এসো।”

“কিন্তু আমি যে তোমায় সত্যিই ভালোবাসি, মেরিয়ানা!”

“সে কি আর জানিনে···আমি অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ব। ঐ যা, তোমার লেখার সরঞ্জামগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখিনি তো!···এখানে কাগজে মোড়া কী এ?”

নেজদানভ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল।

“ছুঁয়ো না, মেরিয়ানা...ছুঁয়ো না বল্‌ছি...রেখে দাও, দোহাই তোমার!”

মেরিয়ানা নির্বাক বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

“কোনো রহস্য? কোনো গোপনীয় জিনিস? তোমারো?”

“হাঁ···হাঁ···একখানা—একখানা ছবি।”

“ছবি! কা'র ছবি? কোনো মেয়ের?”

বলিয়া মোড়কটা মেরিয়ানা নেজদানভের হাতে তুলিয়া দিতেই নেজদানভের অসতর্কতায় মোড়কের ভিতর হইতে ছবিখানি খুলিয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল।

মেরিয়ানা বলিয়া উঠিল, "একি !...এযে আমারি ছবি ! দাও না একবার, দেখি !...কে এঁকেছে,—তুমি ?"

"না...আমি আঁকিনি।"

"তবে কে ? মার্কেলভ ?"

"হাঁ, তুমি ঠিকই অনুমান করেছো।"

"তবে তোমার কাছে এ ছবি এলো কেমন ক'রে ?"

"সে-ই আমায় দিয়েছে।"

"কবে ?"

কবে, কোথায়, কী অবস্থায়, কেন এই ছবিখানি মার্কেলভ তাহাকে দিয়াছে সবই সে বলিল, কিছুই গোপন করিল না। তাহার কথা শুনিতে শুনিতে মেরিয়ানা বার বার ছবিখানির উপর চোখ বুলাইয়া লইতেছিল। কী সে ভাবিতেছিল কে জানে।

"আচ্ছা, আমার ছবি সে আঁকলে কি-ক'রে ? মন থেকে ?"

"হাঁ, মন থেকে।"

"তোমার কি মনে হয় এলেক্সি, ছবিটা তোমায় দেবার সঙ্গে সঙ্গে আর যা-কিছু সবই সে ত্যাগ করেছে...সব ?"

"হাঁ, আমার তাই মনে হয়।"

মেরিয়ানা আর কোনো প্রশ্ন করিল না।

সন্ধ্যার পর আহার শেষ করিয়া মেরিয়ানা বলিল, "কাল সকাল থেকেই তো আমাদের কাজ সুরু হবে। আজ অবসর। আমরা দুজনে আজ কাব্যচর্চা করব, কি বলো ? তোমার কবিতাই আগে পড়ো, আমি শুনি। না, মাথা নাড়লে শুনবনা কিছুতেই। পড়ো ! আমি কেমন কড়া সমালোচনা করি দেখে নিয়ো।"

অগত্যা নেজদানভ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পড়িতে সুরু করিল।

মেরিয়ানা নিপুণ সমালোচকের মতো কবিতার দোষগুণ সবই অকপটে আলোচনা করিয়া গেল। তারপর একসময় হঠাৎ বলিল, "আচ্ছা, দোব্রোলুবভের সেই কবিতাটা তুমি পড়েছো, সেইযে গো 'মরণে আমার ভয় নাহি আর মনে'? পড়োনি? তবে তোমায় কবিতাটা শোনাই শোনো।"

বলিয়া সে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিয়া গেল:

মরণে আমার ভয় নাহি আর মনে,
শুধু এক ভয় তবু জেগে রয় বুকে,
যদি অবেলায় মৃত্যু আমার সনে
নিঠুর খেলায় মেতে ওঠে কৌতুকে!

ভয় হয়, যদি মোর শবদেহ 'পরে
সখারা অকালে ঝরায় আঁখির জল,
যদিবা ছড়ায় তারি 'পরে সকাতরে
গন্ধবিধুর সুন্দর ফুলদল।

সুমধুরা মোর সে নিঠুরা যদি আসে—
যার প্রেম লাগি ব্যর্থ জীবন মম—
বারেক দাঁড়ায়ে মোর সমাধির পাশে
ডাকে, "এসো, প্রিয়, ফিরে এসো, প্রিয়তম!"

চিরজনমের অচরিতার্থ সাধ,
মরমরক্তে রাঙা যে কামনাগুলি,
পাবে দেবতার পরম আশীর্বাদ,—
আমি তো র'ব না, হ'ব ধরণীর ধূলি॥

তখন গভীর রাত্রি। চারিদিক নিদ্রায় নিস্তব্ধ নীরব। সেই নিঃসীম নিঃশব্দতার মধ্যে মেরিয়ানার কণ্ঠে কবিতাটির আবৃত্তি শুনিতে

শুনিতে নেজদানভের মনে হইতেছিল তাহারই নিভৃত অন্তরের যেন কোন্ এক অগীত অশ্রুত সঙ্গীত সুদূর দিগন্ত হইতে তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার কানে ভাসিয়া আসিতেছে।

কবিতাটি পড়া শেষ করিয়াই মেরিয়ানা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"অনেক রাত হয়ে গেছে এলেক্সি, আমি চললুম। গুড্-নাইট!—আবার দেখা হবে, কাল।"

বলিয়াই সে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। একমিনিট কি দুমিনিট পরে দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া আবার বলিল, "গুড নাইট!" তারপর অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে আরো একবার "গুড-নাইট!" বলিয়া দরজায় তালা বন্ধ করিল।

নেজদানভ সোফায় দেহ এলাইয়া দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তারপর হঠাৎ উঠিয়া গিয়া মেরিয়ানার দরজায় ঘা দিল।

"মেরিয়ানা!"

ভিতর হইতে সাড়া আসিল—"এলেক্সি!"

"কাল নয়, মেরিয়ানা,···কাল নয়!"

মৃদুস্বরে জবাব আসিল, "কাল।"

পরদিন খুব প্রত্যুষে নেজদানভ আবার আসিয়া মেরিয়ানার দরজায় ঘা দিল।

"কে ?"

"আমি। একবার বাইরে আসবে ?"

"একটু দাঁড়াও। একমিনিট।"

মেরিয়ানা বাহিরে আসিয়া একেবারে চমকাইয়া উঠিল। সে প্রথমে নেজদানভকে চিনিতেই পারে নাই। অত্যন্ত জীর্ণ ও মলিন পোষাক পরিয়া সে চেহারায় দস্তরমতো ভোল ফিরাইয়া ফেলিয়াছে।

মেরিয়ানা বলিয়া উঠিল, "ওমা একি! এযে একেবারে ফিরিওলাদের মতো সাজ হয়েছে তোমার! কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, মাগো! কেন, সাধারণ একটা চাষীদের মতো পোষাক পেলে না কোথাও ?"

"পেয়েছিলুম। কিন্তু পাভেল বললে, সে পোষাকে লোকে আমায় চিনে ফেলবে! তাই এই অপরূপ সাজ। এবার আর আমায় চেনবার জো নেই, কি বলো ?"

আজ তাহাদের কাজ স্থরু হইবে। পাভেল মার্কেলভের কাছে গিয়া নেজদানভের জন্য কিছু প্যাম্ফলেট ও কাগজ লইয়া আসিয়াছে; সেইগুলি সঙ্গে লইয়া নেজদানভ আজ ছদ্মবেশে গ্রামের মধ্যে গিয়া তাহাদের প্রচারকার্য আরম্ভ করিবে। তাহাকে সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক বলিয়া চিনিতে পারিলে গ্রামের চাষী-মজুরেরা তাহার কথা কান পাতিয়া শুনিবে কেন ? তাহাকে বিশ্বাস করিবেই বা কোন্ ভরসায় ? তাহাদের মাঝখানে তাহাদেরই একজন হইয়া গিয়া দাঁড়াইতে পারিলে

তবেই তাহাদের মন পাইবার আশা করা যায়। এইজন্যই তাহার আজ এই বেশ।

মেরিয়ানা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এখুনি বেরোবে?"

"হাঁ।"

"তা তোমার-সাজ তো দেখলুম—আমার সাজটা তুমি দেখে' যাবে না? তাশিয়ানা আমায় এনে দিয়েছে। তুমি একমিনিট দাঁড়াও, আমি আসছি।"

বলিয়া সে একরকম ছুটিয়াই নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল।

ঠিক এই সময় সোলোমিন আসিয়া নেজদানভের সেই চেহারা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে! এযে দস্তুরমতো রণসজ্জা!—কিন্তু যাই বলো ভাই, তোমার এই সঙের মতো সাজ দেখলে তোমার সঙ্গে সমীহ ক'রে কথা বলা অসম্ভব। আমি তোমায় 'নেজদানভ' না ব'লে আজ থেকে 'এলেক্সি'ই বলব।"

নেজদানভ খুশি হইল, হাসিয়া বলিল, "শুধু 'লেক্সি' বললে আরো খুশি হব।"

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু···আরে! একি! এ আমরা কোথায়?"

শেষের কয়েকটি কথা মেরিয়ানাকে লক্ষ্য করিয়া বলা। সে ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার ঘরের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার গায়ে চাষীমেয়ে-বউদের মতো নেহাৎ সাদাসিধে একটা পোষাক,—গলায় একখানা হল্‌দে রঙের বড় রুমাল জড়ানো, আর লাল রঙের একখানা রুমাল মাথায়।

সোলোমিনের কথা শুনিয়া সে লজ্জায় লাল হইয়া মিনতি করিয়া

বলিল, "দোহাই আপনার, মিঃ সোলোমিন, আপনি হাসবেন না, আপনার দুটি পায়ে পড়ি !"

হাসিল না কেহই, সোলোমিন তো নয়ই ; অবশ্য হাসিবার কারণ যেমন কিছুমাত্র ছিল না, তেমনি আবার না-হাসিবার কারণ যথেষ্টই ছিল। এই সাদাসিধে সামান্য পোষাকেও মেরিয়ানাকে চমৎকার মানাইয়াছিল ; তাহার বয়স যেন আরো কমিয়া গেছে, চোখমুখ আরো-বেশি উজ্জ্বল আভায় ঝল্‌মল্‌ করিতেছে,—বনহরিণীর চাঞ্চল্য জাগিয়াছে তাহার সর্বদেহে-মনে। নেজদানভ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া মনে মনে বলিল, "আহা, কি সুন্দর !"

সোলোমিন বলিল, "বোসো তোমরা, দু'জনেই বোসো।" এতক্ষণ সে নিজেও দাঁড়াইয়া ছিল, মাথাটা একপাশে একটু হেলাইয়া চাহিয়া ছিল মেরিয়ানার দিকে। বসিয়া বলিল, "শুনেছি সেকালের লোকেরা কোথাও যাত্রা করবার আগে একটুখানি না ব'সে পথে বেরোত না। তোমাদের সামনেও এক দীর্ঘ ও দুর্গম যাত্রাপথ। বোসো তোমরা একটুখানি, বোসো দুজনেই।"

মেরিয়ানার মুখে লজ্জার সেই লাল আভা তখনো মিলায় নাই। তবু সে ও নেজদানভ দুইজনেই বসিল।

একটু দূরে সরিয়া বসিয়া সোলোমিন তাহাদের দিকে চাহিয়া সকৌতুকে বলিয়া উঠিল :

"দুহু' ধরি' দোহাঁকার কর
মুখোমুখি বোসো দুটি সঙ্গী।
দূরে থেকে দেখি সুন্দর
দুজনার বসিবার ভঙ্গী॥"

বলিয়াই সে হো হো করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। কেহ কিছু

বলিবার পূর্বেই আবার সে বলিয়া উঠিল,—"মেরিয়ানা, তোমরা দু'জনেই আছো ব'লে এ ছড়াটা মনে পড়ল। তুমি একা থাকলে কী বলতুম জানো? বলতুম:

'দু'টি হাত কোলের উপর,
এ-চরণ 'পরে ও-চরণটি।
মনে মনে মানি মনোহর
সুন্দর বসার ধরণটি॥'

বলিয়া আবার সেই হাসি। মেরিয়ানা কৌতুকবোধ করিল, পুলকিত হইল, লজ্জিতও হইল—কিন্তু এতটুকু রাগ করিল না।

নেজদানভ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি তাহ'লে এইবার বেরিয়ে পড়ি, আর দেরি করা ঠিক হবে না। ব্যাপারটা লাগছে বেশ, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে এ যেন কতকটা প্রহসনের মতো। যাক্, আশীর্বাদ কোরো যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসি।"

সে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেল। মেরিয়ানা তাহার সহিত দরজা পর্যন্ত গিয়া তাহার পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নেজদানভ চোখের আড়াল হইবার পর সে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল সোলোমিন যেভাবে যেখানে বসিয়া ছিল সেইভাবে সেইখানে বসিয়াই নিষ্পলক নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া আছে,—তাহার সে চোখের দৃষ্টিতে আছে প্রশ্ন, আছে উদ্বেগ, আছে কৌতূহল। মেরিয়ানা আবার লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল। সোলোমিন তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজেও লজ্জিত হইল, এবং সেই অস্বস্তিকর ভাবটা কাটাইয়া লইবার জন্যই তাড়াতাড়ি আলাপ জুড়িয়া দিল।

"তাহ'লে কাজ তোমাদের সত্যিই সুরু হ'য়ে গেল, কি বলো মেরিয়ানা?"

"কাজ আর সুরু হ'ল কই! এলেক্সি ঠিকই বলেছে; এ শুধু প্রহসন।"

"তোমার মনে তবে কাজ সুরু করার কল্পনাটা কি-রকম ছিল শুনি? স্বাধীনতার পতাকা হাতে নিয়ে 'জয় সাম্যবাদের জয়' ব'লে চেঁচিয়ে উঠবে? কিন্তু তোমাদের, মানে, মেয়েদের তো ও কাজ নয়। তুমি আজ কী করবে জানো? তাশিয়ানার সঙ্গে কোনো গরীব চাষীর ঘরে গিয়ে কোনো একটি মেয়েকে উপদেশ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করবে কিসে তার ভালো হয়, যাতে ঠিক মানুষের মতো বেঁচে থাকবার সাধ জেগে ওঠে তার মনে। কিন্তু বিপদ হবে এই, তুমিও তাকে বুঝবে না, সেও তোমাকে বুঝবে না। তাছাড়া সে যখন দেখবে তোমার উপদেশগুলো সংসারের কোনো কাজেই তার লাগে না, তখন তার উৎসাহ যাবে ক'মে। তবু তাতেই তোমার হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, লেগে থাকতে হবে,—তারপর দু'তিন হপ্তা পরে আবার আর একটি কোনো মেয়েকে ঠিক অমনি করেই বোঝাতে হবে। এই হ'ল তোমার মানুষ গ'ড়ে তোলার কাজ। এ কাজের ফাঁকে ফাঁকে কখনো কারো বাড়িতে রান্না করবে, কারো বা বাসন মেজে দেবে, কারো ছেলেকে নাওয়াবে ধোওয়াবে, কাউকে লেখাপড়া শেখাবে, কোনো রোগীর মুখে ওষুধ তুলে দেবে—এই হ'ল তোমার জনসেবার কাজ।—তোমার জীবনের ব্রত এম্‌নি ক'রেই সুরু হোক্‌ না!"

"কিন্তু আমার আশা, আমার স্বপ্ন এর চেয়েও বড়। আমি চেয়েছিলুম—"

"তুমি চেয়েছিলে আত্মবলি দিতে, দেশের জন্যে প্রাণ দিতে—কেমন?"

"হাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই!"

"আর, নেজদানভ?"

"তা জানিনে। তাকে যদি সঙ্গে না-ই পাই···আমি, আমি একাই যাব।"

সোলোমিন একাগ্র দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

"কিন্তু জানো, মেরিয়ানা···কথাটা হয়তো ঠিক ভালো শোনাবে না, তবু···আমার মনে হয়, নর্দমায় কুড়িয়ে পাওয়া একটা নোংরা ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়ে' তার মাথা পরিষ্কার করা—এও একরকমের আত্মবলি, আত্মত্যাগ; অনেকে এও পারবে না আমি জানি।"

"আমি পারব, মিঃ সোলোমিন।"

"হাঁ, তুমি পারবে এবং তাই তোমাকে করতে হবে।"

"তাশিয়ানার কাছে সব জেনে নেব, শিখে নেব।"

"বেশ। আজ আপাতত তারই সঙ্গে থেকে জল তোলো, বাসন মাজো, রান্নার কাজে তাকে সাহায্য করো।···আর, কে জানে, হয়তো বা এমনি ক'রেই তোমরা একদিন দেশটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাতে পারবে!"

"আমাকে বিদ্রূপ করবেন না মিঃ সোলোমিন!"

"বিদ্রূপ আমি করিনি মেরিয়ানা,—আমার যা বিশ্বাস তাই তোমায় বলেছি। তোমরা—রাশিয়ার মেয়েরা—সাহসে, বীরত্বে, মহত্ত্বে—আমাদের, অর্থাৎ পুরুষদের, অনেক উপরে।"

"আমাদের সম্বন্ধে আপনার এই ধারণা আমি আমার জীবনে সার্থক ক'রে, সফল ক'রে, সত্য ক'রে তুলতে চাই, মিঃ সোলোমিন! তারপর স্বচ্ছন্দেই মরতে পারব।"

"না, বেঁচে থাকা আরো ভালো! বেঁচে থাকা—ঠিক বাঁচার মতো বেঁচে থাকা—সবচেয়ে বড় কথা।···হ্যাঁ, ভালো কথা, সিপিয়াগিনের বাড়িতে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে খবর জানতে চাও? ওরা কি তোমাদের খোঁজ করবে না? তুমি পাভেলকে বললে সে কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে তোমায় সব খবর এনে দিতে পারবে।"

মেরিয়ানা বিস্মিত হইয়া বলিল, "আশ্চর্য লোক তো!"

"হাঁ, সত্যিই সে আশ্চর্য লোক। আর এলেক্সিকে যদি তুমি বিয়ে করো সে ব্যবস্থাও সে ক'রে দিতে পারবে। কিন্তু এখনো তার প্রয়োজন নেই বোধ করি?"

"না, এখনো না।"

"বেশ।" বলিয়া সোলোমিন উঠিয়া গিয়া মেরিয়ানা ও নেজদানভের দুটি ঘরের মাঝখানকার দরজার তালাটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

"ও কি করছেন?"

"তালাটা দেখছি। ঠিক বন্ধ হয় তো?"

মেরিয়ানা মাথা নিচু করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হয়।"

সোলোমিন তাহার দিকে ফিরিল। মেরিয়ানা মুখ তুলিল না।

"যাক্, তাহ'লে সিপিয়াগিনকে নিয়ে মিছিমিছি মাথা ঘামাবার দরকার নেই, কি বলো?" বলিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল এমন সময় মেরিয়ানা বলিল, "মিঃ সোলোমিন···"

"কি, বলো···"

"আপনি স্বভাবতই কথা কম বলেন। কিন্তু আজ আমার সঙ্গে আপনি কত কথাই না বললেন—আমার যে কী ভালোই লাগল!—কিন্তু কেন, বলুন তো?"

"কেন?" বলিয়া সোলোমিন মেরিয়ানার নরম ও ছোট্ট দুখানি

হাত নিজের শক্ত ও সবল হাতে তুলিয়া লইল। "কেন, জানতে চাও? তোমায় খুবই ভালোবাসি কিনা—তাই।—আচ্ছা, তাহ'লে এখন আসি।"

সোলোমিন আর দাঁড়াইল না, তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

মেরিয়ানা সেইদিকে চাহিয়া কী ভাবিতে লাগিল কে জানে।

সারাদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় নেজদানভ ফিরিয়া আসিল। মেরিয়ানা ইতিমধ্যে তাশিয়ানার সঙ্গে যোগ দিয়া রান্নার কাজে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে,—জল তুলিয়াছে, বাসন মাজিয়াছে, কুটনো কুটিয়াছে—এমনি আর কত কি। তারপর নেজদানভ যখন সর্বাঙ্গে ধূলাবালি মাখিয়া ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ঘরে আসিয়া সোফায় বসিয়া পড়িল, মেরিয়ানাও অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিল।

"বলো কী খবর। কী ক'রে এলে? কেমন লাগল?"

"তা নেহাৎ মন্দ লাগল না। দেখা গেল অভিনয় করাটা তেমন কিছু শক্ত কাজ নয়। ভারি সোজা কাজ, আর ভারি মজার। কিন্তু একটা কথা আগে আমার মাথায় আসেনি। নিজের সম্বন্ধে একটা গল্প আগে থেকেই মনে মনে ভেবে রাখা চাই; নইলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে 'তুমি কে, তোমার নাম কি, কোথায় থাকো' এইসব, তখন চট্ ক'রে একটা কিছু জবাব দেওয়া মুশকিল।"

"তুমি কী বললে? মিছেকথা বললে তো?"

"নিশ্চয়! যা মাথায় এলো একধার থেকে ব'লে গেলুম। আরো একটা বাহাদুরি করলুম—মদ-খেয়ে! দেখলুম, যত-খুশি মদ খাওয়া আর যত-ইচ্ছে মিছেকথা বলা—এই দুটোই সবচেয়ে দরকারী কাজ। এ না হ'লে ওদের সঙ্গে মেশা চলে না, ওদের মন পাওয়া যায় না। দেখলুম, ওদের প্রত্যেকটি লোকই অসুখী, কষ্ট সকলের মনেই, কিন্তু

সে কষ্ট দূর করতে বা তার কারণটা খুঁজে বার করতে একটি লোকেরও এতটুকু মাথাব্যথা নেই। আমার প্রচারের কাজটা মোটেই সুবিধের হ'ল না—একজায়গায় খানদুই প্যাম্ফলেট রেখে এলুম, একটা গাড়ির উপর একখানা ছুঁড়ে দিলুম; তাতে ফল যা হবে ভগবান জানেন। একে একে চারটি লোককে প্যাম্ফলেট দিতে গেলুম। প্রথমটি ভাবলে কোনো ধর্ম্মের বই হবে, তাই সে হাতেও নিলে না। দ্বিতীয় লোকটি পড়তে জানে না তবু নিলে চেয়ে একখানা; উপরে একখানা ছবি আছে কিনা, তার ছেলেমেয়েরা পেলে খুশি হবে। তৃতীয় লোকটিকে দেখে' একটু আশা হ'ল, কিন্তু শেষটা হঠাৎ সে বিষম চ'টে গিয়ে বইটা আমার মুখে ছুঁড়ে মেরে যাচ্ছেতাই ক'রে আমায় বকতে বকতে হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল। চতুর্থ লোকটি মানুষ ভালো, বই একখানা নিলে, আমায় ধন্যবাদ দিতেও তার ভুল হ'ল না—কিন্তু আমি তাকে যা সব বললুম তা'র একটি বর্ণও যে সে বুঝেছে আমার তা মনে হ'ল না। তাছাড়া একটা কুকুর এসে পায়ে কামড়ে' দিলে; চাষীদের একটা আধাবয়সী মোটাসোটা বউ একটা মোটা লাঠি হাতে তেড়ে এলো আমায় মারবে ব'লে, আর মুখে যা সব বিশ্রী গালাগাল দিতে লাগল শুনলে কানে আঙুল না দিয়ে উপায় নেই। তারপর এক পল্টন এসে ভয় দেখালে, সে আমায় কেটে টুকরো টুকরো করবে।—অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত সে তা করলে না, উল্টে আমারি খরচায় ভরপেট মদ খেয়ে দারুণ মাৎলামি সুরু ক'রে দিলে।"

"তারপর?"

"তারপর?—আমার পায়ে এখন মস্তবড় একটা ফোস্কা পড়েছে; ক্ষিদেয় পেটে আগুন জলছে; আর ঐ বিশ্রী মদ খেয়ে মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে!"

"মদ কি খুব বেশি খেয়েছিলে ?"

"না, বেশি নয়, সামান্য।—পাঁচবার পাঁচটা মদের দোকানে গিয়ে ওদের মদ কিনে খাওয়াতে হয়েছে—নিজে কেবল ঠোঁটের কাছে ঠেকিয়েই সরিয়ে রেখেছি; আর তাতেই এই দশা। ও ছাই কি ক'রে যে লোকে খায় আমি তো ভেবেই পাইনে। কি বোটকা গন্ধ কি বলব! কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশতে হ'লে ও-বস্তু খেতেই হবে—উপায় নেই। যদি এই ক'রে ওদের মন পেতে হয়, তাহ'লেই হয়েছে আর কি!"

"যাক্, তুমি যে হতাশ হয়ে পড়নি, বরং কিছু আমোদ পেয়েছো এইটুকুই আশার কথা।"

"আমোদ ? হাঁ, তা কিছু পেয়েছি বই কি। কিন্তু আমি জানি, ব'সে ব'সে যখন আগাগোড়া সবটা ভাবব তখন কান্নায় আমার বুক ভ'রে উঠবে।"

"আমি তোমায় ভাববার সময় দিলে তো!—তুমি ওঠো, আমাদের খাবার তৈরি। খেয়ে নিয়ে আমিও তোমায় অনেক কথা বলব। সারাদিনে আমিও কি কি কাজ করেছি একটি একটি ক'রে সব তোমায় বলব, আগাগোড়া সব তোমায় শুনতে হবে।"

আহারের পর মেরিয়ানা নিজের সারাদিনের ইতিহাস একটু একটু করিয়া বলিতে লাগিল এবং নেজদানভ নীরবে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া একমনে শুনিয়া গেল। মেরিয়ানা হঠাৎ মাঝে মাঝে থামিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুমি অমন ক'রে আমার পানে চেয়ে আছো কেন ? কী দেখছো ? কী ভাবছো ?"—কিন্তু নেজদানভ এ প্রশ্নের জবাব দেয় না।

কাহিনী শেষ করিয়া মেরিয়না কি-একটা বই টানিয়া লইয়া বলিল, "শোনো, তোমাকে চমৎকার একটা লেখা প'ড়ে শোনাই।"

কিন্তু একটা পাতাও পড়া শেষ হয় নাই এমন সময় নেজদানভ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেরিয়ানার পায়ের কাছে ঝপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া তাহার কোলে মুখ গুঁজিল। মেরিয়ানা উঠিয়া দাঁড়াইতে, সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার জানুর উপর মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া, প্রবল আবেগে উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া আর্ত ও আকুল কণ্ঠে অসহায় নৈরাশ্যের সুরে কত কথাই বলিয়া গেল! বলিল, সে আর বেশিদিন বাঁচিবে না, বাঁচিতে পারিবে না; সে মরিতেই চায়; কেন মরিবে না, কেন বাঁচিয়া থাকিবে, কে এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে…

"আমি তো মরতেই বসেছি মেরিয়ানা, বুঝতে কি পারোনি তুমি?…"

মেরিয়ানা নড়িল না, বাধাও দিল না। নেজদানভের ব্যগ্র ও ব্যাকুল বাহুর গাঢ় আলিঙ্গনে শান্তভাবে ধরা দিয়া, তাহার মাথার উপর নিজের হাতদুখানি রাখিয়া মাথা নত করিয়া শান্তমুখে সস্নেহে তাহার পানে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নীরবে শুনিয়া গেল তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রেমনিবেদন।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিল। তারপর নেজদানভ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "আমায় ক্ষমা করো মেরিয়ানা! কাল আর আজ যা-কিছু আমি করেছি, যা-কিছু তোমায় বলেছি, সব তুমি ভুলে যাও। শুধু আর-একটিবার তুমি আমায় বলো, যতদিন আমি তোমার ভালোবাসার যোগ্য হ'তে না পারব ততদিন আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তুমি—বলো—বলো…"

"আমি তো তোমায় কথা দিয়েছি। ভুলিনি সেকথা। ভুলবও না।"

"শুধু এইটুকুই আমার যথেষ্ট—ধন্যবাদ।"

২১

পনেরো দিন পরের কথা।

নেজদানভ নিজের ঘরে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মোমবাতির মৃদু আলোয় একমনে বসিয়া প্রিয়বন্ধু সিলিনকে চিঠি লিখিতেছে।

তখন গভীর রাত্রি। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছে। জানালার সার্সিতে জলের ছাঁট লাগিয়া পট্ পট্ শব্দ হইতেছে। বৃষ্টিভেজা বাতাসের হা হা নিশ্বাস থাকিয়া থাকিয়া কানে আসিতেছে।

নেজদানভ লিখিতেছে ঃ

"প্রিয়বন্ধু সিলিন,—আমার ঠিকানা না দিয়ে তোমায় চিঠি লিখছি। আমাকে এখন দিনকতক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। যে বন্ধুর আশ্রয়ে আছি তাকে বিপদে ফেলতে চাইনে। আমার ঠিকানা প্রকাশ হয়ে পডলে—বিপদ তার, বিপদ আমার, বিপদ মেরিয়ানার। আমরা বাস করছি একটা বড় কারখানায়; আমার এই বন্ধুটি সেই কারখানার ম্যানেজার। তার নামটি গোপন ক'রে আমি কেবল 'বন্ধু' ব'লেই তার পরিচয় তোমায় দেব। দিন পনেরো আগে আমি তোমাকে শেষ চিঠি লিখি, আর সেইদিনই রাত্রে আমি আর মেরিয়ানা পালিয়ে এখানে চ'লে আসি। এখানে চিরদিন থাকব ব'লে আসিনি; কাজ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও বেরিয়ে পড়ব।--কিন্তু যতদূর যা দেখছি তাতে সে সময় যে আদৌ কোনদিন আসবে এমন ভরসাই আমার নেই।

সিলিন, ভাই, আমার অবস্থাটা আজ সত্যিই শোচনীয়। সবার আগে একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখি,—আমি আর মেরিয়ানা

দুজনে একসঙ্গেই পালিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা আজও পর্যন্ত শুধু ভাই আর বোনের মতো। মেরিয়ানা আমাকে ভালোবাসে। সে আমায় ব'লেও রেখেছে, যেদিন আমি বুঝব তাকে পাবার অধিকার আমার জন্মেছে সেইদিনই তাকে আমি পাব। সে অপেক্ষাও ক'রে আছে সেই দিনটির জন্যে।

কিন্তু, ভাই, আমার মন বলছে, সে অধিকার আমার নেই। সে আমায় বিশ্বাস করে, আমার আত্মসম্মানবোধের উপর শ্রদ্ধা তার আজও অবিচলিত—তাকে আমি কিছুতেই প্রতারণা করতে পারব না। জানি, তাকে আমি যতখানি ভালোবাসি জীবনে কোনদিন আর কাউকেই ততখানি ভালোবাসিনি, ভালোবাসতে পারবও না। কিন্তু তাই ব'লে আমার অদৃষ্টের সঙ্গে তার অদৃষ্ট চিরদিনের জন্যে জড়িয়ে ফেলব কেমন ক'রে—কোন্ সাহসে, কিসের অধিকারে? আমাদের দুজনে মিল কোথায়? জীবিতের সঙ্গে মৃতের মিলন-বন্ধন কি সম্ভব? তার মধ্যে আছে এক মৃত্যুহীন প্রাণের লীলাচাঞ্চল্য—আর আমি অচেতন প্রাণহীন শব। সে পেয়েছে জীবনের অমৃত, আমার ভাগ্যে জুটেছে কেবল বিষ; তাই, জীবিত হয়েও আমি আজ জীবন্মৃত। একটুও বাড়িয়ে বলছিনে ভাই, সত্যিই তাই। আমার মনকে, আমার বিবেককে ফাঁকি দেব কেমন ক'রে? মেরিয়ানা বল্‌তে চায় না কিছু, কাজ নিয়ে মেতে আছে; কাজে তার বিশ্বাসও গভীর—কিন্তু, হায়, আমার?

থাক্! সেই কাজের কথাই বলি শোনো। আজ দিন-পনেরো আমি দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখছি মানুষ যে এত নিরেট এত নির্বোধ হ'তে পারে কল্পনাও করতে পারিনি কোনদিন। এদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে কেবল

দুঃসাধ্য সাধন নয়, অসাধ্য সাধন। এদের বোঝাবার মতো ভাষাই আমি খুঁজে পাইনে। তখন একথাও ভাবি, দোষটা হয়তো আমারই—বোঝাতে আমি জানিনে ব'লেই হয়তো এরা বোঝে না। লোকে বলে, এদের ভাষা এদের আচার-আচরণ ভালো ক'রে আগে শিখে নিয়ে তারপর যদি বোঝাতে যাও এরা বুঝবে।—ভুল, ভুল, ভুল—এ একেবারে বাজে কথা। আসল কথা এই যে, যা তুমি বলবে তাতে তোমার নিজের বিশ্বাস যদি দৃঢ় থাকে,—তুমি যা খুশি বলো, যে কোনো ভাষায় যে-কোনো ঢঙে বলো—লোকে তোমায় বুঝবে।—কিন্তু আমার যে সেই বিশ্বাসেরই অভাব। আমি পারব কেন।

হাঁ, বিশ্বাস দেখছি বটে মেরিয়ানার! সারাদিন অবিশ্রান্ত কাজ ক'রে যাচ্ছে—যেসব কাজ কোনদিন তাকে করতে হয়নি—তবু তার কী আনন্দ কী উৎসাহ! একদণ্ড বিশ্রাম করেনা, পিঁপড়ের মতো খাটছে,—চাষী মজুর কুলিদের সংসারের কাজ—ঝি-এর কাজ, রাঁধুনীর কাজ—হাসিমুখে অকাতরে ক'রে যাচ্ছে। আর এইসব কাজের ভিতর দিয়েই সে মনে মনে চেয়ে আছে ফাঁসিকাঠের দিকে, আশা ক'রে আছে একদিন দেশের জন্যে প্রাণ দেবার শুভলগ্ন আসবেই তার জীবনে!—আমি যখন নিজের মনের কথা তাকে জানাবার জন্যে আকুল আগ্রহ নিয়ে তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াই, তার সে মূর্তি দেখে' লজ্জায় মাথা আমার নুয়ে আসে, মনে হয় দেবতার পূজার ফুল আমি কোন্ অধিকারে অশুচি স্পর্শে অপবিত্র করতে যাচ্ছি! তারপর সে যখন তার আশ্চর্য সুন্দর চোখদুটি তুলে আমার পানে তাকায়—আমি বিশ্বসংসার সব ভুলে যাই। আমার পানে চেয়ে তার চোখদুটি যেন বলে, "আমায় চাও তুমি? নাও, আমায় নাও—আমি তো তোমারই! কিন্তু ম-নে রে-খো..."

যাক্। আর নয়। এবার 'বন্ধু'র কথা বলি শোনো।

'বন্ধু' আমাদেরই দলের একজন—কিন্তু তবু সে দলের বাহিরে, দলের সকলের উপরে। সে সর্বদা শান্ত, স্থির, নিরুদ্বেগ আর স্বভাবতই স্বল্পভাষী। আমরা কেউ তা নয়। সে প্রায়ই আমাদের সঙ্গে এসে বসে, গল্প করে। মেরিয়ানা আমায় ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসি, কিন্তু যখন আমরা দুটিতে একসঙ্গে ব'সে থাকি, মনে হয়, কথা বলার গল্প করার কিছুই যেন আমাদের নেই। কিন্তু 'বন্ধু' যখন আসে, মেরিয়ানা তার সঙ্গে ব'সে কথায় গল্পে এমন মেতে ওঠে যে, কথা আর ওদের ফুরোতে চায় না! বন্ধুকে হিংসে করছিনে; নিজে কথা না ব'লেও অপরকে কথা বলাবার আশ্চর্য শক্তি তার আছে। আমি বলি বেশি, শুনি কম; আর সে শোনেই বেশি, বলে কম। সে দৃঢ়, আমি দুর্বল।...

...কিন্তু আমাদের দেশের, আমাদের এই রাশিয়ার এ কী রূপ আজ দেখছি ভাই! শুনবে সে রূপের বর্ণনা? শোনো—ছন্দে গেঁথেই শোনাই—আমাদের এই ঘুমন্তপুরীর গান:

ঘুমন্তপুরী

বহুদিন পরে ফিরিনু আবার আমার আপন ঘরে,
কত না দীর্ঘ বরষের শেষে, কত না হরষ ভরে।
ফিরিনু আবার স্বদেশে আমার জন্মভূমির কোলে,
তবু উন্মনা মন কেন মোর আশা-নিরাশায় দোলে?

কী দেখিনু চেয়ে ?—সব সেই আছে, সেই পথ, বাড়িঘর !
কালের প্রবাহে কোথাও কিছুই ঘটেনি রূপান্তর।
চিরসহিষ্ণু সে অসাড় দেহে সে চির-ক্ষয়িষ্ণুতা !
জীবনের ধারা ক্ষীণ গতিহারা—চেয়ে চেয়ে দেখিনু তা।

জীর্ণ প্রাসাদ, শীর্ণ কুটীর, প্রাচীন প্রাচীরে ঘেরা,
তাহারি মাঝারে হাজারে হাজারে প্রেতজপী মানুষেরা।
চেতনাবিলীন সেই চিরদীন ক্লিন্ন মলিন প্রাণ
চিরদুর্ভর দৈন্যে বিপদে বিপথে বেপথুমান।

ক্রীতভৃত্যের সে ভীরু দৃষ্টি অবসাদে অবনত,
মূঢ় অক্ষম ক্লীবতায় কভু অকারণে উদ্ধত।
উগ্র অধীর অগ্রগতির ধ্বজপটবাহী বাহু
অচল অবশ ; গৌরবরবি গ্রাসে বুভুক্ষু রাহু।

সব সেই,—শুধু মোহনিদ্রায় মোদের স্বদেশ প্রিয়
এশিয়া-য়ুরোপে বিশ্বনিখিলে আজিও অদ্বিতীয়।
কোনো দেশে আর নাহি দুর্বার হেন দুর্জয় ঘুম ;
সেই ঘুমে দেশ, জাতি ও মানুষ নিঃসাড় নিঃঝুম।

সমুখে পিছনে দক্ষিণে বামে দিকে দিকে চেয়ে দেখি—
শহরে ও গ্রামে পরম আরামে ঘুমায় সবাই—একি !
ঘরে কি বাহিরে, দিনে কি রাত্রে, দাঁড়ায়ে কিম্বা ব'সে,
ধনিক, বণিক, রাজপুরুষেরা সবাই ঘুমায় ক'সে।

বরফে জমিয়া, রৌদ্রে ঘামিয়া, রুদ্র আলসে, হায়,
আপনার ঠাঁয়ে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে প্রহরী নিদ্রা যায়।
বিচারপতির নাসিকা-কুহরে কুহরে ঘুমের বাঁশি ;
কয়েদী ঘুমায় ; কাস্তে লাঙল হাতে ঘুমে ঢোলে চাষী।

ঘুমন্ত পুরী,—ঘুমায় মা-বাপ, ছেলেমেয়ে, নরনারী !
কেহ মারে, কেহ মার খায়—তবু চোখে ঘুম দুজনারি।
ঘুম নেই শুধু ঐ বাতায়নে—ও নয়নে শুধু জ্বালা,—
চিরবিনিদ্র জ্বলন্ত-আঁখি—জেগে রয় পানশালা।

ঘুমায় রাশিয়া,—সুরা-অসুরের নির্জিত কৃতদাস,—
শিয়রে শিহরে উত্তরমেরু, পদতলে ককেশাস্ !
হে মোর স্বদেশ, পিতামহদের পদরেণুপূত ভূমি,
মহানিদ্রায় সমাধিমগ্ন রাশিয়া,—ঘুমাও তুমি ॥

এ ঘুম কি ভাঙবে? জাগবে কি দেশ কোনদিন? কে জাগাবে? কা'র হাতে সেই সোনার কাঠি? আর যার হাতেই থাক্, অন্তত আ-মা-দে-র হাতে নেই—সিলিন, ভাই—আমি শুধু এইটুকুই জানি।—তোমার চিরানুরক্ত—'এ. ন.'

চিঠি শেষ করিয়া নেজদানভ যখন শুইয়া পড়িল তখন রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

ভোরের দিকে যখন সে সবেমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মেরিয়ানা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঠেলা দিয়া জাগাইয়া দিল; তাহার চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে আনন্দ ও ব্যাকুলতা দুইই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"এলেক্সি, এলেক্সি, শীগ্‌গির ওঠো! এইমাত্র খবর পেলুম, আরম্ভ হয়ে গেছে! এই পাশের জেলায়, এখান থেকে একেবারে কাছে!"

"কী? কী আরম্ভ হয়ে গেছে? কে বললে?"

"পাভেল। চাষীরা ক্ষেপে উঠেছে, খাজনা দেবে না বলছে, দলে দলে এসে জুটছে সবাই।…"

নেজদানভ উঠিয়া পড়িল। পাভেল আসিয়া বলিল, "গোলমাল

সত্যিই সুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে, এতে মিঃ মার্কেলভের হাত আছে। তিনি আজ পাঁচদিন বাড়ি নেই।"

নেজদানভ টুপিটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মেরিয়ানা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাচ্ছো ?"

নেজদানভ মুখ না তুলিয়াই বলিল, "বুঝতেই পারছো। ঐখানেই।"

"তবে আমিও যাব। নেবে তো আমায় তোমার সঙ্গে ? একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।"

"এ কাজ মেয়েদের নয়।"—নেজদানভের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তির আভাষ।

"না, না !—তুমি যাচ্ছো, তোমার যাওয়াই উচিত, নইলে মার্কেলভ ভাববে তুমি ভয় পেয়েছো···কিন্তু আমিও যাব তোমার সঙ্গে।"

"ভয় আমি পাইনি।"

"সে আমাদের দুজনকেই ভীরু মনে করতে পারে। আমি যাব।"

বলিয়া মেরিয়ানা প্রস্তুত হইয়া লইবার জন্য পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল। নেজদানভ জানালার ধারে দাঁড়াইয়া তখন বাহিরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

সোলোমিন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধের উপর আস্তে হাতখানি রাখিতেই সে হঠাৎ চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল ; সে হাতমুখ ধোয় নাই, মাথার চুল উস্কোখুস্কো—কেমন একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক দৃষ্টি তার চোখে।

সোলোমিনেরও চেহারায় ও কথাবার্তায় কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়াছে ; তাহার অবিচল স্থৈর্য যেন ঈষৎ টলিয়াছে, এবং

ভিতরে ভিতরে সেও যেন কতকটা উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

"মার্কেলভ দেখছি নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। তার তো বিপদ আছেই, কিন্তু তাতে জড়িয়ে পড়বে সকলেই।"

নেজদানভ বলিল, "আমি সেইদিকেই যাচ্ছি।"

"আমিও", বলিয়া মেরিয়ানা দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সোলোমিন অমনি তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"তোমার যাওয়া কি ভালো হবে, মেরিয়ানা? তুমি গেলে হয়তো আর ফিরতেই পারবে না, ধরা পড়বে; আমরাও বাদ পড়ব না কেউ। মিছিমিছি এমন ক'রে সবাইকে বিপদে জড়াতে চাও কেন? নেজদানভ যদি গিয়ে দূরে থেকে শুধু খবরটা জেনে আসতে চায় তবে সে বরঞ্চ যাক্—আর যত শীগ্‌গির ফিরে আসে ততই ভালো। কিন্তু তোমার এখন গিয়ে কি লাভ?"

"বিপদে আমি ওর কাছছাড়া হ'তে চাইনে।"

"ওর বিপদ হবে তোমাকে নিয়েই।"

মেরিয়ানা নেজদানভের মুখের দিকে তাকাইল। সে তখন গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মেরিয়ানা সোলোমিনের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু, সত্যিই যদি কোনো বিপদ ঘটে?"

সোলোমিন হাসিল।

"ভয় নেই...তখন তোমায় আট্‌কে রাখব না।"

মেরিয়ানা আর একটি কথাও না বলিয়া বসিয়া পড়িল।

সোলোমিন তখন নেজদানভের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার একটু খোঁজ নিয়ে আসা ভালোই এলেক্সি। যতটা শোনা যাচ্ছে

ততটা না হ'তেও পারে। তবু খুব সাবধান থেকো। তোমার একা যাওয়া চলবে না, পাভেল যাচ্ছে সঙ্গে। যত শীগ্‌গির পারো ফিরে এসো। কেমন?—নেজদানভ? বলো, আমার কথা রাখবে?"

"রাখব।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক ব'লেই তো মনে হচ্ছে। এখানে তোমার কথা কেউ অমান্য করতে পারে না। মেরিয়ানাও না।"

বলিয়া কাহারো কাছে বিদায় না লইয়া কাহারো দিকে না তাকাইয়া সে বাহির হইয়া গেল। পাভেল কাছেই কোথায় আড়ালে বসিয়া ছিল, সেও দ্রুতবেগে তাহার পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সোলোমিন তখন মেরিয়ানার পাশে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "নেজদানভ কী ব'লে গেল শুনেছো?"

"হাঁ। আমি আপনাকে যতটা মানি ওকে ততটা মানিনে, এইজন্যেই ওর রাগ। কথাটা তো আর মিথ্যে নয়। আমি ভালোবাসি ওকে, আর কথা শুনি আপনার। ও আমার প্রিয়··· আর আমি আপনাকেই জানি অন্তরঙ্গ ব'লে।"

সোলোমিন এ কথার কোনো জবাব না দিয়া যেন কতকটা সান্ত্বনাচ্ছলেই তাহার হাতে মৃদু মৃদু ঘা দিতে দিতে বলিল, "মার্কেলভ যদি সত্যিই জড়িয়ে প'ড়ে থাকে তবে আর আমরা তাকে কোনদিন ফিরে পাব না—তার সব শেষ!"

"সব শেষ!"—মেরিয়ানার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

"হাঁ। তাকে আমি জানি। আধখানা ক'রে কোনো কাজ সে করতে জানে না। ভয় কা'কে বলে তাও সে জানে না। ধরা সে

পড়বেই, কিন্তু কিছুতেই মাথা নোয়াবে না, কিছুই গোপন করবে না, কারো মুখ চেয়েই না।”

“সব শেষ!”—মেরিয়ানার দুইচোখ ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িল। “মিঃ সোলোমিন, তার জন্যে আজ আমার মনে যে কী কষ্ট হচ্ছে, যদি জানতেন, যদি বুঝতেন!…কিন্তু সে যে আর ফিরবেইনা এমন কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন বলুন তো? যদি তার চেষ্টা সফল হয়, যদি সে জয়ী হয়?”

“জয় হোক, পরাজয় হোক—এই নিয়ম। বিপ্লবের পথে যারা সাহস ক’রে সবার আগে এগিয়ে যায় তারা আর ফেরে না, তারা মরে। আজকের এ বিপ্লবে, শুধু একটি দুটি নয়, অনেকেই মরবে।”

“সে দিন কি আমরা তবে দেখে যেতে পারব না?”

“যে দিনটির স্বপ্ন তোমার মনে আছে…না, পারবে না দেখে’ যেতে। ততদিন কেউ আমরা বেঁচে থাকব না, সে দিনটি চোখে দেখে’ যাওয়া আর আমাদের হয়ে উঠবে না। অন্তত, বাইরের এই চোখদুটো দিয়ে নয়। তবে ভিতরের চোখ দিয়ে যদি দেখি…সে আলাদা কথা। সে তো আমরা এখনো দেখতে পারি, সে দেখায় কোনো বাধাই তো নেই।”

“তবে আপনি কেন—”

“কি?”

“আপনি কেন এ পথে এলেন? এই বিপ্লবের পথে?”

“আর-কোনো পথ নেই ব’লে। মানে, মার্কেলভের যে-লক্ষ্য আমারো ঠিক তাই—কিন্তু সে লক্ষ্যে পৌছবার রাস্তা আমাদের দুজনের এক নয়।”

মেরিয়ানা কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “মার্কেলভ কী যে ক’রে

বসবে কে জানে!" সোলোমিন আস্তে আস্তে তাহার হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

"অমন অধীর হচ্ছো কেন? এখনো তো আমরা সঠিক কিছুই জানিনে। পাভেল কী খবর নিয়ে ফিরে আসে আগে শুনি। দুর্বল হ'লে চলবে না, আমাদের সাহসে বুক বাঁধতেই হবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে :

'মরিতে হবে জানি, তবু
মরিব বলিব না কভু॥'

বেশ কথাটি। কিন্তু আমাদের রুশ ভাষায় এরে চেয়েও ভালো একটা কথা আছে :

'দুঃখ যখন আঘাত করে দ্বারে,
দ্বার খুলে দে, দ্বার খুলে দে তারে॥'

জীবনের যে-কোনো দুঃখকে বন্ধুর মতো বরণ ক'রে নিতে পারাটাই সবচেয়ে বড় কথা।"

সোলোমিন উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই সময় তাশিয়ানা ঘরে ঢুকিয়া একটুকরা কাগজ তাহার হাতে দিল। সোলোমিন দেখিল কাগজখানায় বড় বড় হরফে লেখা আছে "মাশুরিনা।"

"তাকে এখানেই নিয়ে এসো," বলিয়া সোলোমিন মেরিয়ানার দিকে চাহিল। "মাশুরিনা আমাদেরই একজন। তাই তাকে এখানেই আসতে বললুম—তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো?"

"একটুও না।"

মিনিট দুই পরেই মাশুরিনা দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

২২

"নেজদানভ বাড়ি নেই ?" বলিয়াই মাশুরিনা সোলোমিনকে দেখিতে পাইয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। "কেমন আছ সোলোমিন ?" বলিয়া তাহার দিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিল। "নেজদানভ কখন ফিরবে ?"

সোলোমিন বলিল, "তার ফিরতে দেরি হবে না। কিন্তু তুমি কি ক'রে জানলে যে—"

"মার্কেলভ আমায় বলেছে।" বলিয়া মাশুরিনা আড়চোখে মেরিয়ানাকে দেখিয়া লইয়া বলিল, "তাছাড়া সে যে এখানেই আছে এ খবর শহরে অনেকেই জানে। ছদ্মবেশে বাইরে বেরোলেও কেউ কেউ তাকে চিনতে পেরেছে।"

"তাই নাকি !—যাক্। বোসো। তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই—এঁর নাম মেরিয়ানা, আর ইনি মাশুরিনা।" মাশুরিনা মাথাটা একবার একটু নিচু করিয়া অমনি বসিয়া পড়িল।

"নেজদানভের নামে একখানা চিঠি আছে, আর সোলোমিন, তোমাকেও একটা খবর দিতে এসেছি।"

"কে পাঠিয়েছে খবর ?"

"তাকে তোমরা ভালো ক'রেই চেনো।···কিন্তু এখানে সব তৈরি তো ?"

"না, কিছুই না।"

"কিছুই না ?"—মাশুরিনার যেন বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

"আদৌ না।"

"আমি তবে গিয়ে ঠিক এই কথাই বলব তো ?"

"হাঁ।"

মাশুরিনা একটা সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিল, "তারা এখানকার অবস্থা সম্বন্ধে অন্যরকম আশা করেছিল।"

হঠাৎ বাহির হইতে সোলোমিনের ডাক পড়িল—তাহাকে অবিলম্বে কারখানায় যাইতে হইবে। সে বিদায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

মাশুরিনা মেরিয়ানাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন, আমি আদব-কায়দা কিছুই জানিনে, আপনি রাগ করবেন না। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—যদি ইচ্ছে হয় জবাব দেবেন, নয়তো দেবেন না। সিপিয়াগিনের বাড়ি থেকে যে মেয়েটি পালিয়ে এসেছে, সে কি আপনি ?"

মেরিয়ানা একটু বিস্মিত হইল, বলিল, "হাঁ, আমি।"

"নেজদানভের সঙ্গে ?"

"হাঁ।"

"আমায় ক্ষমা করুন···দিন্ আপনার হাতখানা! সে যে-মেয়েকে ভালোবেসেছে, সে কি ভালো না হয়ে পারে।"

মেরিয়ানা মাশুরিনার হাত চাপিয়া ধরিল।

জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি অনেকদিন থেকেই তাকে চেনেন ?"

"সেণ্ট পীটার্সবার্গে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেইজন্যেই তো আমার ইচ্ছে হ'ল আপনার সঙ্গে আলাপ করি। মার্কেলভও অবিশ্যি আমায় বলেছিল—"

"ও, মার্কেলভ! তা তাঁর সঙ্গে আপনার কবে দেখা হয়েছে ?"

"বেশিদিন আগে নয়। কিন্তু এখন সে তো বাড়ি নেই।"

"কোথায় গেছেন ?"

"যেখানে চ'লে যাবার হুকুম সে পেয়েছে।"

"তার জন্যে আমার ভারি ভয় করছে, মিস্ মাশুরিনা !"

"ভয় করা তো চলবে না, ভাই—নিজের জন্যেও না, আর-কারো জন্যেও না। নিজের জন্যে তো ভয় আর ভাবনা দুইই তোমায় ছাড়তে হবে। আমার পক্ষে অবিশ্যি একথা বলা খুব সোজা, আমি তো আর সুশ্রী নই। কিন্তু এমন সুন্দরী তুমি, তোমার পক্ষে সত্যিই শক্ত।" (মেরিয়ানা মাথা নিচু করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।) "মার্কেলভ আমায় এখানে আসতে বারণ ক'রে দিয়েছিল···সে জানত নেজদানভকে একখানা চিঠি দেবার জন্যেই আমি আসছি···সে বলেছিল, 'কারখানায় যেয়ো না তুমি, নিয়ে যেয়োনা ও চিঠি। সব ওলটপালট হয়ে যাবে। ওদের একটু শান্তিতে থাকতে দাও! ওরা দুজনেই সুখে আছে·· সে সুখে বাধা দিয়ে কী লাভ আমাদের!'—অবিশ্যি বাধা দিতে না হ'লে আমিও খুশি হতুম—কিন্তু চিঠিখানা না দিয়েও তো আমার উপায় নেই।"

"দেবেন বই কি, দিন্ তাকে চিঠিখানা।·· মার্কেলভের হৃদয় এত মহৎ!···ওরা কি তাঁকে মেরে ফেলবে?···না, সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেবে? কি হবে, মিস্ মাশুরিনা?"

"ধরো যদি সাইবেরিয়াতেই পাঠিয়ে দেয়—কী তাতে? লোকে কি আর সেখান থেকে ফিরে আসে না? আর যদি তাকে মরতেই হয়! তা দেখ, বেঁচে থাকাটাও তো সকলের কাছে সমান সুখের নয়। জীবনে কেউ পায় সুধা, কেউ পায় শুধু বিষ। তারও জীবনটা বড় মধুর ছিল না—সুখের স্বাদ কোনদিন এতটুকুও সে পায়নি।"

একবার ভালো করিয়া মেরিয়ানার মুখখানি দেখিয়া লইয়া সে

বলিল, "কি সুন্দর তুমি ভাই! ঠিক পাখীটির মতো!...এলেক্সি বুঝি এখন আর এলো না।...চিঠিখানা তোমার কাছেই রেখে যাই। আর ব'সে থেকে লাভ নেই।"

"দিন্ চিঠিখানা, সে ফিরে এলেই তাকে আমি দেব।"

মাশুরিনা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসিয়া বসিয়া কী ভাবিতে লাগিল, একটি কথাও বলিল না। তারপর মেরিয়ানার দিকে চাহিয়া বলিল, "যদি কিছু মনে না করো, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি...তুমি তাকে ভালোবাসো?"

"হাঁ।"

"সে তোমায় ভালোবাসে কিনা সেকথা না জিজ্ঞেস করলেও চলবে। আচ্ছা, তা'হলে আমি এখন আসি, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাকে বোলো আমি এসেছিলুম...তাকে আমার—আমার নমস্কার, জানিয়ো। বোলো, মাশুরিনা এসেছিল। আমার নামটা মনে থাকবে তো? মাশুরিনা। আর চিঠিখানা...রোসো, দিচ্ছি। বা রে, কোথায় রাখলুম?"

মাশুরিনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া এ-পকেট ও-পকেট তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। এক ফাঁকে পিছন ফিরিয়া চট্ করিয়া ছোট একটুকরা ভাঁজ-করা কাগজ মুখে পূরিয়া গিলিয়া ফেলিল। তারপর হতাশভাবে বলিয়া উঠিল, "কি করলুম? কোথায় ফেললুম? নিশ্চয় পথে কোথাও প'ড়ে গেছে। সর্বনাশ! যদি আর-কারো হাতে পড়ে! আমি তো আর খুঁজে পাব না। শেষটা, মার্কেলভ যা চেয়েছিল ঠিক তাই হ'ল দেখছি!"

মেরিয়ানা বলিল, "আর একবার খুঁজে দেখুন না।"

মাশুরিনা মাথা নাড়িয়া বলিল, "লাভ নেই। ও গেছে।"

মেরিয়ানা তখন কি ভাবিয়া মাশুরিনার একেবারে বুকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সহসা মাশুরিনা দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

"এ আমি পারতুম না, কিছুতে না, কারো জন্যেই না···মন কিছুতেই সায় দিত না···এই প্রথম! তাকে বোলো খুব সাবধানে থাকতে···তুমিও থেকো। খুব সাবধান! এখানে বিপদ ঘনিয়ে উঠতে আর বড় দেরি নেই—কী আগুন জ্ব'লে উঠবে কে জানে। তোমরা বরঞ্চ দুজনে আর কোথাও চ'লে যাও, এখনো সময় আছে।···বিদায়!" বলিয়া আবার কি ভাবিয়া বলিল, "হাঁ, আর-একটা কথা···তাকে বোলো···না, দরকার নেই। ও কিছু না।"

মাশুরিনা ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল, আর ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মেরিয়ানা বিস্ময়াকুল চিত্তে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

অবশেষে আপনমনে বলিয়া উঠিল, "এসবের মানে কি? এই মেয়েটি নেজদানভকে আমার চেয়েও বেশি ভালোবাসে। যাবার সময় কী একটা কথা বলতে গিয়ে অমন ক'রে থেমে গেল কেন? কেন বললে না? আর সোলোমিন সেইযে কখন্ গেছে এখনো আর তার দেখা নেই! সে-ই বা ফিরছে না কেন?"

সে অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। বিস্ময়, সংশয়, উদ্বেগ ও ভয়—সব মিশিয়া তাহার মনে তখন কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগিয়া উঠিতেছিল। সে নেজদানভের সঙ্গে চলিয়া গেল না কেন? সোলোমিন তাহাকে যাইতে বারণ করিয়াছিল। কিন্তু কোথায় সোলোমিন? চারিদিকে কোথায় কী হইতেছে? মাশুরিনা

নেজদানভকে ভালোবাসে বলিয়াই-যে চিঠিখানা দিয়া গেল না ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আদেশ অমান্য করিবার সাহস তাহার কেন হইল? সে কি মহত্ত্ব দেখাইতে চায়? কেন? এ মহত্ত্ব দেখাইবার অধিকার তাহাকে কে দিয়াছে? আর সে, মেরিয়ানা নিজে, সে-ই বা তাহার ব্যবহারে এমন বিচলিত হইল কেন? একটি মেয়ে—সুন্দরীও সে নয়—একটি যুবককে ভালোবাসে, এই তো? তা ইহাতে অবাক হইবার কী আছে?…মাশুরিনার এমন কথা কেন মনে হইল যে, নেজদানভের প্রতি মেরিয়ানার ভালোবাসা এত গভীর যে তার জন্য কর্তব্যপালনে অবহেলা করিলেও তেমন দোষের হইবে না? এই স্বার্থত্যাগ করিতে মেরিয়ানা কি তাহাকে মিনতি জানাইয়াছিল?… কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে? অবিলম্বে কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িবার আদেশ? যদি তাই হয়, তবে?

আর মার্কেলভ? সে আজ বিপন্ন…আর কী করিতেছি আমরা তাহার জন্য? আমাদের সে বিপদে জড়াইতে দিবে না—সে চায় আমরা দূরে থাকি, সুখে থাকি, কোনদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি না হোক!…কিন্তু কেন? এমন সাধ কেন জাগিল তাহার মনে? এও কি মহত্ত্ব…না, ঘৃণা?

সকল কলরব হইতে দূরে কোনো এক নির্জন নিভৃতে সুখের নীড় রচনা করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে কপোত-কপোতীর মতো জীবন যাপন করিব বলিয়াই কি একদিন আমরা সেই পাপগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম?

মেরিয়ানা যতই এইসব কথা চিন্তা করিতেছে ততই তাহার উদ্বেগ উত্তেজনা ও অসন্তোষ বাড়িয়া গিয়া সে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেছে। তাহার আত্মাভিমানে কোথায় যেন ঘা লাগিয়াছে। সকলেই যেন

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে—হাঁ, প্রত্যেকেই। এইমাত্র মাশুরিনা তাহাকে আদর জানাইয়া বলিয়া গেল সে খুব সুন্দরী, আর ঠিক যেন পাখীটি!···কেন, সোজা বলিলেই হইত, সে পুতুল, মোমের পুতুল? আর নেজদানভ একা না গিয়া পাভেলকে সঙ্গে লইয়া গেল কেন? যেন তাহাকে দেখাশোনা করিবার লোক একজন চাইই! সোলোমিনেরই বা সত্যিকার বিশ্বাস কী? সে যে বিপ্লবী নয় একথা কে না জানে। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটাকেই সে যে ছেলেখেলা বলিয়া মনে মনে বিদ্রূপ করিতেছে না তাহারই বা বিশ্বাস কি?

এইসব কত কী ভাবিতে ভাবিতে মেরিয়ানা শেষে জানালার ধারে একটা চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আজ আর তাহার ঘরের বাহির হইবার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই, সে একটু নির্জনে বসিয়া নিজের অবস্থাটা ভালো করিয়া তলাইয়া দেখিতে চায়। মাঝে মাঝে তাহার মনের এই ভাবটা তাহার নিজের কাছেই একেবারে অদ্ভূত ও দুর্বোধ মনে হইতেছে—এই অস্বস্তির ও অসন্তোষের মূল যে কোথায় কিছুই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল, "এ কি তবে ঈর্ষা?" না। মাশুরিনা রূপবতী নয়, তাহাকে ঈর্ষা করিবার তাহার কিছুই নাই।

এইভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। মেরিয়ানার কোনোদিকে কিছুমাত্র খেয়াল ছিল না।

সহসা বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া তাহার চৈতন্য হইল, সে চকিত হইয়া কান পাতিয়া রহিল। মনে হইল যেন দুইটি লোক আস্তে আস্তে অতিকষ্টে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে।

মেরিয়ানা নড়িল না। যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া থাকিয়া নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে দরজার দিকে চাহিয়া রহিল।

পায়ের শব্দ ক্রমেই নিকটে আসিল। দরজা খুলিয়া যাইতেই দেখা গেল, পাভেলের দেহে সম্পূর্ণ ভর দিয়া নেজদানভ টলিতে টলিতে ঘরে ঢুকিতেছে।

একটা চাপা আর্তনাদ করিয়া মেরিয়ানা ছুটিয়া আসিল। নেজদানভের মুখ ভয়ঙ্কর ম্লান ও বিবর্ণ, মাথায় টুপি নাই, চুল উস্কুখুস্কু, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার তাহার সামর্থ্য নাই, চোখের দৃষ্টি নিস্প্রভ ও অর্থহীন।

পাভেল তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে ও সযত্নে ধরিয়া আনিয়া কৌচে বসাইয়া দিল।

মেরিয়ানার মন সংশয়ে, শঙ্কায় ও উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে ভয়বিহ্বল অস্ফুট কণ্ঠে পাভেলকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি পাভেল? কি হয়েছে? ওর কি কোনো অসুখ করেছে?"

"ভয় নেই। এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে। মোটেই অভ্যেস নেই কিনা!"

"বলি, কি হয়েছে তাই বলো না!"

"খালিপেটে মদ একটু বেশি পড়েছে—তাই। আর কিছু নয়।"

মেরিয়ানা নেজদানভের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আধশোওয়া অবস্থায় সে কৌচের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে, মাথাটা বুকের উপর ঢুলিয়া পড়িয়াছে, চোখদুটি বুঁজিয়া আছে, তাহার সর্বাঙ্গে মদের উৎকট তীব্র গন্ধ—নেশার ঘোরে সে সম্পূর্ণ নিঃসাড় নিশ্চেতন।

"এলেক্সি!"

নেজদানভ অতিকষ্টে তাহার ভারী চোখের পাতা ঈষৎ টানিয়া তুলিয়া হয়তো বা তাহাকে একবার দেখিল; তাহার ওষ্ঠাধরে অত্যন্ত ক্ষীণ অত্যন্ত করুণ একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

অস্পষ্ট জড়িতকণ্ঠে সে ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া বলিল, "মেরিয়ানা,...তুমি...তুমি বলতে...ওদের সঙ্গে...মিশতে—ওদের—ওদের মতো হ'তে।...এইতো...এইতো আমি...হয়েছি ওদের মতো !...ওরা...ওরা মদে ..মদে ডুবে থাকে...সব সময় !...তাই..."

আর বিড় বিড় করিয়া কী সে বলিল কিছুই বোঝা গেল না। আবার চোখদুটি বুঁজিয়া আসিল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। পাভেল তখন তাহাকে ভালো করিয়া শোওয়াইয়া দিল।

"ও কিছু না। দু'এক ঘণ্টা ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু ভয় নেই।"

বলিয়া সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

স্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া মেরিয়ানা সেই বিবশ বিবর্ণ মুখখানির পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল,—কেন এমন হইল ? কোথায় কেমন করিয়া এ ঘটনা ঘটিল ?

২৩

কাহিনীটা সংক্ষেপে এই।

নেজদানভ যখন গাড়িতে পাভেলের পার্শ্বে আসিয়া বসিল তখন তাহার মনে একটা প্রবল উত্তেজনা। নীরব ও গম্ভীর হইয়াই সে বসিয়া ছিল, কিন্তু সে ভাব তাহার অধিকক্ষণ রহিল না। উঠান পার হইয়া গাড়ি বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আর এক মূর্তি ! পথ দিয়া গ্রামের কৃষাণ মজুর কাহাকেও যাইতে দেখিলেই সে তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠে, "ভাইসব ! কি করছো তোমরা ! এখনো ঘুমিয়ে আছো ? ওঠো, জাগো ! সময় এসেছে ! বন্ধ করো

খাজনা, বন্ধ করো ট্যাক্স ! ধ্বংস হোক দেশের যত বড়লোক আর জমিদারের দল !”

রাস্তার লোকেরা কেহ বা অবাক হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে ; কেহ বা তাহাকে মাতাল মনে কবিয়া সোজা নিজের পথে চলিয়া যায়, তাহার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইবারও প্রয়োজন বোধ করে না। ইহাদের একজন বাড়ি ফিরিয়া এমন কথাও বলিয়াছে,—রাস্তায় কে একজন লোক ফরাসী ভাষায় কিচির মিচির করিয়া আবোল-তাবোল কত কি বকিতেছে, তাহার একটি বর্ণও কাহারো বুঝিবার জো নাই ; লোকটা পাগল কিনা তাহাই বা কে জানে।

পাভেল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও নেজদানভকে নিরস্ত করিতে পারে নাই ; বাধা দিলে সে আরো বেশি উগ্র হইয়া উঠে, তাহার উন্মাদনা বাড়িয়া যায়। নিরুপায় হইয়া পাভেল তখন ভীষণ বেগে গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

যে অঞ্চলে বিদ্রোহ সুরু হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রান্তসীমায় গাড়ি আসিয়া পৌছিলে নেজদানভ দেখিল জনদশেক লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া গল্পগুজব করিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া তাহাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইয়া প্রচণ্ড বক্তৃতা সুরু করিয়া দিল। কাছেই একটা মদের দোকান ছিল, সেদিক হইতেও অর্ধোন্মত্ত কতকগুলি লোক আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। নেজদানভ তখন তাহার মুষ্টিবদ্ধ হাত দুখানি বারবার সবেগে আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া চলিয়াছে, “এগিয়ে চলো, ভাইসব, এগিয়ে চলো ! সুসময় বয়ে যাচ্ছে, আর দেরি নয় ! কেন ভয় ? কিসের ভয় ? বলো, সবাই সমস্বরে আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার ক’রে ওঠো, ‘আমরা মুক্তি চাই, স্বাধীনতা

চাই—আমরা বীরের মতো মানুষের মতো বাঁচতে চাই!' বলো ভাইসব—"

হঠাৎ দলের ভিতর হইতে একটি লোক আসিয়া খপ্ করিয়া নেজদানভের একখানি হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করিল, "এমন ভালো ভালো কথা বলছো—কে তুমি ভাই?"

নেজদানভ বলিল, "আমি তোমাদেরই মতো—তোমাদেরই একজন!"

"বটে! তবে এসো তো চাঁদ আমাদের সঙ্গে, আমাদের জন্যে তোমার কতখানি দরদ সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দাও তো মাণিক!"

বলিতে বলিতে জনকতক লোক তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল মদের দোকানে। সেখানে আসিয়া তাহাদের আনন্দে প্রেতনৃত্য সুরু হইয়া গেল। তারপর সে কি বীভৎস চীৎকার, কী উৎকট উল্লাস! মদ আসিতে লাগিল বোতলের পর বোতল, গ্লাসের পর গ্লাস নিমেষে নিঃশেষ হইতে লাগিল। দুই দিক হইতে দুইটি বলিষ্ঠ লোক দৃঢ়মুষ্টিতে নেজদানভের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া আছে, আর একজন লোক তাহার মুখের কাছে মদের গ্লাস তুলিয়া ধরিয়া ধমকাইয়া বলিতেছে, "খাও, শীগ্‌গির খেয়ে নাও!—ইস্, আমাদেরই একজন! বলি, তবে আর মদ দেখে' অমন নাক সেঁটকাচ্ছো কেন যাদু? রোসো, কত মদ তুমি খেতে পারো দেখছি। তোমায় সহজে ছাড়ছিনে!"

নেজদানভ তখন মরীয়া। অসহ্য ঘৃণায় মদের গ্লাসে চুমুক দিতেছে, আর ভিতরে ভিতরে মন তাহার আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে—'আমার মুক্তি নাই, মুক্তি নাই, স্বাধীনতা নাই—আমায় এমনি ক'রে ভীরুর মতো পশুর মতো মরতেই হবে!'

একে একে তিন গ্লাস মদ পান করিবার পর তাহার মনে

হইতেছিল, পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে, চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে,—নিজের গলার স্বর আর তাহার নিজের বলিয়া মনে হইতেছে না, সে স্বর যেন কোন্ বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসা হয়তো বা তাহারই কোন্ এক জন্মজন্মান্তরের বন্ধন-পীড়িত প্রেতাত্মার করুণ আর্তনাদ!…কী এ? মৃত্যু? না!, আর-কিছু?

পাভেল এই সময় গত্যন্তর ভাবিয়া না পাইয়া একটি লোকের হাতে একটা শিলিং গুঁজিয়া দিয়া নেজদানভকে অনেক কষ্টে তাহাদের হাত হইতে একরকম ছিনাইয়া লইয়াই তাহাকে গাড়িতে টানিয়া তুলিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিয়া চলিয়া আসে।

ইহার পরের ঘটনা আমরা জানি।

নেজদানভ ঘুমাইতেছে, আর মেরিয়ানা জানালার ধারে বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের বাগানের দিকে চাহিয়া আছে। আশ্চর্য এই, নেজদানভ বাড়ি ফিরিবার পূর্ব পর্যন্ত যে নিদারুণ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কালো মেঘ তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহা কাটিয়া গিয়া মনের আকাশ নির্মেঘ ও নির্মল হইয়া উঠিয়াছে। নেজদানভের প্রতি আবার নূতন করিয়া সুগভীর মমতা ও করুণা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার মনে। তাহার প্রতি এতটুকু রাগ বা অভিমান আর তাহার নাই।

তাশিয়ানা আসিয়া তাহাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কেন ভাবছো? রোজ এমন কত হয়! ঘুমটা ভাঙলেই দেখবে, আবার যে-কে-সেই!—কিচ্ছু ভয় নেই!"

ম্লান হাসিয়া মেরিয়ানা বলিল, "ভয় আমি পাইনি তাশিয়ানা,— ধন্যবাদ!"

তাশিয়ানা চলিয়া যাইবার পর মেরিয়ানা নেজদানভের কৌচের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল ঘুমের মধ্যেও তাহার পাণ্ডুর ললাটে বেদনার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে তখন পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সযত্নে সস্নেহে তাহার কপাল মুছাইয়া দিল। তারপর আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

শিশুসন্তান রোগের যাতনায় কষ্ট পাইতেছে দেখিলে জননীর মনে যে-বেদনা যে-করুণা জাগে, নেজদানভকে দেখিয়া মেরিয়ানার মনেও ঠিক সেই ভাবটি জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ ক্লান্ত ব্যথিত ম্লান মুখখানির দিকে সে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিল না, নিঃশব্দে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। দরজা খোলাই রহিল।

আধঘণ্টা পরে কাহার পায়ের শব্দে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, দরজায় সোলোমিন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌না, ভিতরে আসতে পারি? বিশেষ জরুরী দরকার। এক ভদ্রলোক আছেন আমার সঙ্গে।"

"আসুন!"

সোলোমিনের পিছু পিছু ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল—পকলিন।

মিনিট পনেরো পরে তাহাদের আলাপ ও পরামর্শ যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে, হঠাৎ তিনজনেই সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল নেজদানভ দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহাদের পানে তাকাইয়া আছে।

পকলিনই প্রথমে তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এলেক্সি, আমায় চিনতে পারছো?"

নেজদানভ তাহার দিকে চাহিয়া বার দুই চোখ মিট্‌ মিট্‌ করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিল, "পকলিন?"

"হাঁ, আমি। কেমন আছ?"

"ভালো না। তুমি এখানে কেন?"

"কেন?"...কিন্তু এই সময় মেরিয়ানা কি একটা ইঙ্গিত করিতেই সে থামিয়া গেল। তারপর আবার বলিল, "দেখ এলেক্সি, একটা খুব জরুরী কাজেই আমি এখানে এসেছিলুম, আর আমাকে এখুনি আবার চ'লে যেতেও হচ্ছে। এঁদের সব বলেছি, তুমি এঁর মুখে—মেরিয়ানা ভিকেন্টিভ্‌নার মুখেই সব শুনতে পাবে। আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে, প্রত্যেক মুহূর্তটি মূল্যবান। আসি ভাই? এসো সোলোমিন।"

তাহারা বাহির হইয়া যাইবার পর নেজদানভ দুই তিন পা আগাইয়া গিয়া মেরিয়ানার সুমুখে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

মেরিয়ানা বলিল, "এলেক্সি, মার্কেলভ ধরা পড়েছে! যেসব চাষীদের সে নিজের জমি ছেড়ে দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, উপদেশ দিয়ে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করছিল, তারাই পুলিশে খবর দিয়ে তাকে জোর ক'রে শহরে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে! এখন সে সেইখানেই জেলে আছে। পুলিশ আমাদের খোঁজে এখানেও আসবে। পকলিন গেল সিপিয়াগিনের কাছে।"

"কেন?"—নেজদানভের মুখের ভাব সহসা বদ্‌লাইয়া গেল, মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গিয়া চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

"তাঁকে গিয়ে ব'লে ক'য়ে দেখবে যদি তিনি বাঁচাবার চেষ্টা করেন।"

"আমাদের?"—নেজদানভ সোজা হইয়া বসিল।

"না, মার্কেলভকে। বললে, তিনি ইচ্ছে করলেই তাকে বাঁচাতে পারেন। আইন তো তাঁদেরই হাতে। যারা আইন গড়তে পারে, ভাঙতেও পারে তারাই, ভাঙেও। আইন তৈরি হয় গরীবদের জন্যে,

বড়লোকদের জন্যে নয়। তাছাড়া, মার্কেলভ ভেলেন্টিনা মিহেলভ্নার ভাই, পকলিনের এখানেই জোর।—অবিশ্যি আমাদের জন্যেও সে সিপিয়াগিনকে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে বারণ ক'রে দিয়েছি।”

“তুমি কী বললে?”

“বললুম, চাইনে তাঁর দয়া। ঘৃণায় অপমানে একদিন আমরা যে-বাড়ি ছেড়ে চ'লে এসেছি আবার সেই বাড়িরই দরজায় ভিখিরির মতো গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ানো—সে আমরা কিছুতেই পারব না, ম'রে গেলেও না।—ব'লে ভালো করিনি এলেক্সি?”

“ভালো করোনি?”—বলিয়া নেজদানভ চেয়ার ছাড়িয়া না উঠিয়াই মেরিয়ানার দিকে দুখনি হাত বাড়াইয়া দিল। মেরিয়ানা উঠিয়া দাঁড়াইতে তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া আর একবার “ভালো করোনি?” বলিয়া তাহার কোমরের কাছে মুখ গুঁজিয়া সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

মেরিয়ানা বলিয়া উঠিল, “একি! কি হয়েছে তোমার?” বলিয়া সে নিজের দুখানি হাত নেজদানভের মাথায় রাখিল। আর একদিন যখন নেজদানভ তাহার পায়ের কাছে জানু পাতিয়া বসিয়া তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার জানুর উপর মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া স্খলিতকণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে উচ্ছ্বসিত প্রেমনিবেদন করিয়াছিল সেদিনও সে ঠিক এমনি করিয়াই তাহার মাথায় উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু তাহার সে দিন আর এ দিনে কতই না পার্থক্য! সেদিন মেরিয়ানা তাহার কাছে ধরা দিয়াছিল, আপনাকে তাহার হাতে একেবারে সঁপিয়া দিয়াছিল, আর তৃষিত আগ্রহে উৎসুক উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছিল তাহায় সব কথা।—কিন্তু আজ? আজ তাহার

পানে চাহিয়া মেরিয়ানার করুণা হইতেছে; সে কেবল ভাবিতেছে কেমন করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিবে, শুধু এই, আর কিছু না।

সে আবার বলিতে লাগিল, "কেন এমন করছো এলেক্সি? কেন কাঁদছো? অমন অবস্থায় বাড়ি ফিরেছো ব'লে? না, তা কেন হবে। তবে কি মার্কেলভের জন্যে কষ্ট হচ্ছে? আমার জন্যে, তোমার নিজের জন্যে ভয় হচ্ছে? না, এ তোমার আশাভঙ্গের ফল? কিন্তু আমাদের এ পথে-যে দুঃখ আছে, আঘাত আছে, এ পথ যে নিষ্কণ্টক নয়, সে কি তুমি জানতে না?"

নেজদানভ মুখ তুলিয়া চাহিল।

"সেজন্যে নয় মেরিয়ানা, সেজন্যে নয়," কান্না চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে তখনো সহজ হইতেছিল না। "ভয় আমি পাইনি—আমাদের কারো জন্যেই না।...আমার...আমার শুধু কষ্ট হচ্ছে—"

"কিসের জন্যে? কা'র জন্যে?"

"তোমার, শুধু তোমার জন্যে মেরিয়ানা! কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে, কেন তুমি এমন-একটা লোকের সঙ্গে নিজের অদৃষ্ট জড়িয়ে ফেলেছো, যে তোমার এতটুকুও যোগ্য নয়।"

"নয় কেন?"

"কেন? ধরো—আর সব ছেড়ে দিয়েও—আমি যে আজ ঠিক এই মুহূর্তে এমন ক'রে কাঁদতে পারছি, যদি বলি, শুধু এইজন্যেই?"

"তুমি কাঁদোনি—দেহটা তোমার ভালো নেই, তাই।"

"কিন্তু আমার সেই দেহ আর আমি কি আলাদা?—শোনো মেরিয়ানা, আমার মুখের পানে চেয়ে বলো দেখি, তোমার সত্যিই কি অনুতাপ হচ্ছে না—"

"কেন?"

'যে, তুমি আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছো?"

"না!"

"এখনো তুমি আমার সঙ্গে চ'লে যেতে পারো?—আরো দূরে? যে-কোনো জায়গায়?"

"হাঁ!"

"সত্যি? মেরিয়ানা...সত্যি?"

"হাঁ। তোমায় আমি কথা দিয়েছি। আর,—যে-এলেক্সিকে আমি ভালোবাসি, তুমি যতদিন সেই-এলেক্সি থাকবে—আমি ততদিন আমার কথা ফিরিয়ে নেব না।"

নেজদানভ চেয়ারে বসিয়া আছে, মেরিয়ানা তাহার সামনে দাঁড়াইয়া। নেজদানভের দুই হাত মেরিয়ানার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছে, আর মেরিয়ানার দুটি হাত নেজদানভের দুই কাঁধের উপর।

নেজদানভ মনে মনে ভাবিতেছিল, "হাঁ · না,···সেদিন যখন ঠিক এমনি ক'রে এ'কে জড়িয়ে ধ'রে ছিলুম, এর দেহটা একটুও নড়েনি, অন্তত এটুকু বুঝতে আমার ভুল হয়নি; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—ইচ্ছেয় হোক্ অনিচ্ছেয় হোক্—এ যেন আমার কাছ থেকে আস্তে স'রে যাচ্ছে!"

সে আলগোছে ছাড়িয়ে দিতে মেরিয়ানা সত্য সত্যই একটু দূরে সরিয়া গেল।

মনের ভাবটা চাপিয়া রাখিয়া নেজদানভ বলিল, "তাহ'লে পুলিশ এসে পড়বার আগেই যদি আমাদের পালাতে হয়...আমি ভাবছি আমাদের বিয়েটা তাহ'লে আগেই সেরে নেওয়া যাক্ না? ফাদার জোসিম-এর মতো পুরোহিত পরে হয়তো না মিলতেও পারে।"

মেরিয়ানা বলিল, "বেশ। আমি প্রস্তুত।"

নেজদানভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাহাকে দেখিয়া লইল। একবার ঈষৎ একটু হাসিল, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি।

"ইস্! এযে দেখছি একেবারে সেযুগের সেই রোমের মেয়ে! কী কর্তব্যজ্ঞান!"

মেরিয়ানা অস্বস্তিসূচক গ্রীবাভঙ্গী করিল।

বলিল, "সোলোমিনকে তাহ'লে জানাতে হয়।"

নেজদানভ টানিয়া টানিয়া বলিল, "হাঁ···সোলোমিন...! কিন্তু সে নিজেও এখন বিপন্ন। পুলিশ তাকেও গ্রেপ্তার করবে। আমার মনে হয় সেও কাজে যোগ দিয়েছে, আর আমাদের চেয়ে খবরও সে বেশি রাখে।"

"কই, আমি তো কিছুই জানিনে! নিজের কথা কখ্খনো কিচ্ছুই সে বলবে না!"

নেজদানভ মনে মনে কহিল, 'ঠিক আমি যেমন ক'রে বলি আর কি!—মেরিয়ানা এই কথাই বলতে চায়।···সোলোমিন··· সোলোমিন!'

তারপর হঠাৎ সে মেরিয়ানাকে বলিয়া বসিল, "জানো, মেরিয়ানা, আমার মনে এতটুকু দুঃখ হ'ত না, যদি তুমি ঠিক ঐ সোলোমিনের মতো কোনো লোক...বা স্বয়ং সোলোমিনের সঙ্গেই নিজের ভাগ্য চিরদিনের মতো জড়িয়ে ফেলতে!"

মেরিয়ানা এইবার নিজেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইল। বলিল, "একথা বলবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নেই!"

"আমার অধিকার নেই! এর কী অর্থ আমি বুঝব? অধিকার যে আমার নেই, সে কি তুমি আমায় ভালোবাসো—এইজন্যে?

না, এ প্রসঙ্গ তোলাটাই আমার উচিত হয়নি এই কথাই তুমি বলতে চাও ?"

মেরিয়ানা আবার বলিল, "তোমার অধিকার নেই।"

"মেরিয়ানা ?"—তাহার গলার স্বর একটু অন্য রকম।

"কি ?"

"যদি তোমায় আজ আমি বলি ··আজই···কী বলব তুমি তা জানো,···কিন্তু না, বলব না, কিছুই আমি চাইব না তোমার কাছে··· বিদায় !"

সে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল ; মেরিয়ানা কিছুই বলিল না।

নিজের কক্ষে আসিয়া নেজদানভ কৌচে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নিজের চিন্তা, নিজের কল্পনাই তাহার কাছে ভীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার অশ্রুম্লান দৃষ্টির সুমুখে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ যেন সহসা লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেছে। ভূগর্ভের মসীকৃষ্ণ অন্ধকার হইতে যেন কাহার ভয়ঙ্কর কালো একখানা হাত বাহির হইয়া আসিয়া সহসা নিষ্ঠুর বলে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে ; সে দৃঢ়মুষ্টি তাহার শ্বাসরোধ না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না, কোনমতেই এতটুকু শিথিল হইবে না !

যে-প্রিয়াকে, যে-প্রিয়তমাকে একটু আগেই সে পাশের ঘরে রাখিয়া আসিয়াছে, সে আর আপনা হইতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইবে না, তাহার নিজের মনেও সাহস নাই আর-একবার তাহার সুমুখে গিয়া দাঁড়াইতে। কেনই বা যাইবে সে ? তাহার কাছে গিয়া আর কোন্ প্রার্থনাই বা জানাইবে সে ? দুইজনের মাঝখানে যেন আজ যুগ-যুগান্তর লোক-লোকান্তর জন্ম-জন্মান্তরের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান।

সহসা কাহার দৃঢ় ও দ্রুত পদশব্দ শুনিয়া সে চোখ মেলিয়া চাহিল। সোলোমিন তাহার ঘরের ভিতর দিয়া মেরিয়ানার ঘরের দরজায় গিয়া ঘা দিল। দরজা খোলাই ছিল,—সে ভিতরে গিয়া ঢুকিল।

২৪

পরদিন ভোরবেলা মেরিয়ানা ঘর হইতে বাহির হইয়া নেজদানভকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। তাহার এ কী চেহারা হইয়াছে! বোধ করি সারারাত সে চোখের পাতা এক করে নাই। গায়ের পোষাক পর্যন্ত ছাড়ে নাই; একখানা হাত মাথার তলায় রাখিয়া শিথিল অবসন্ন দেহে কৌচে হেলান দিয়া বসিয়া আছে।

মেরিয়ানা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"একি এলেক্সি, পোষাক ছাড়োনি যে? কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে তোমার! কাল বুঝি ঘুম হয়নি?"

ক্লান্ত চোখদুটি তুলিয়া নেজদানভ বলিল, "একটুও না।"

"কোনো অসুখ করেছে? না, এ কেবল কালকের সেই—"

"সোলোমিন তোমার ঘরে গিয়ে ঢোকবার পর আমার চোখে আর ঘুম এলো না।"

"কখন্?"

"কাল রাত্রে।"

"এলেক্সি! এ কি ঈর্ষা? শেষটা তোমার মনেও ঈর্ষা জাগলো? —ভালো! ঈর্ষা করবার সময়ই এ বটে! কিন্তু সে তো বড়জোর মিনিট পনেরো আমার ঘরে ছিল। তার আত্মীয় সেই ফাদার জোসিমকে জানিয়ে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা কি-ভাবে কী করা যায়, আমাদের সেই আলোচনাই হচ্ছিল।"

"সে তোমার ঘরে বেশিক্ষণ ছিল না তা আমি জানি। তাকে বেরিয়ে যেতেও আমি দেখেছি। আর—না, না—মনে আমার ঈর্ষাও হয়নি। কিন্তু তবু তারপর ঘুম আর কিছুতেই এলো না।"

"কেন বলো তো?"

"সেই থেকে ব'সে ব'সে কেবল ভাবছি...ভাবছি...ভাবছি!"

"কী ভাবছো?"

"ভাবছি তোমার কথা···তার কথা···আর আমার নিজের কথা।"

"ভেবে শেষ পর্যন্ত কী বুঝলে?"

"শুনতে চাও?"

"হাঁ, শুনব।"

"আমার মনে হ'ল, আমি পথ আগ্‌লে' দাঁড়িয়ে আছি—তোমার—তার···আর আমার নিজেরও।"

"আমার? তার? অবিশ্যি এটুকুর মানে বোঝা একটুও শক্ত নয়, যদিচ তুমি বলছো ঈর্ষা তুমি করো না; কিন্তু, তোমার নিজের?"

"মেরিয়ানা, আমার মধ্যে দু'রকমের দুটি মানুষ আছে, তাদের একটি আর-একটিকে কিছুতেই বেঁচে থাকতে দিচ্ছে না; তাই আমি ভাবছিলুম এমনি ক'রে এদের কোনোটিরই বেঁচে থেকে লাভ নেই, দুটিতেই একসঙ্গে মরুক, সেই বরং ভালো।"

"এসব তুমি কী বলছো, এলেক্সি! কেন এমন ক'রে নিজেও কষ্ট পাচ্ছো, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছো? এখন আমরা কি-ক'রে এখান থেকে পালাতে পারি, এসো সেইটে আগে ভেবে ঠিক করি। এখানে থাকা আর একটুও নিরাপদ নয় তুমি তো জানো।"

নেজদানভ সস্নেহে তাহার একখানি হাত ধরিল।

"এসো মেরিয়ানা, বোসো আমার পাশে, দুটি বন্ধুর মতো ব'সে সব

কথা আলাপ করি এসো। হয়তো এর পর আর সময় পাব না। আমার অবস্থাটা তোমায় একটু ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলতে চাই। আমি জানি, তোমার হৃদয় আছে, বুদ্ধি আছে—আমি সব ঠিকমতো বোঝাতে না পারলেও তুমি বুঝে নিতে পারবে। এসো, বোসো।"

নেজদানভের কণ্ঠস্বর কোমল ও স্নেহসিক্ত, দুই চোখে মিনতিভরা করুণ দৃষ্টি।

মেরিয়ানা তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া তাহার একখানি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

"তোমায় আমি বেশিক্ষণ ধ'রে রাখব না। কাল সারারাত জেগে, তোমায় যা আমি বলতে চাই সবই আমি ভেবে রেখেছি। কালকের ব্যাপারে আমি যে খুব মুশড়ে' পড়েছি তা তুমি মনে কোরো না। ব্যাপারটা অবিশ্যি খুবই বিশ্রী আর খুবই বিরক্তিকর, কিন্তু তবু তাতেও আমার সম্বন্ধে তোমার খারাপ ধারণা কিছুই হয়নি আমি জানি—তুমি তো আমায় চেনো। তবে আমি যে মুশড়ে' পড়িনি বললুম সেটা ঠিক সত্যি কথা নয়—মন আমার একেবারেই ভেঙে পড়েছে; মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম ব'লে নয়, আমি যে কত অক্ষম কত অযোগ্য সেটা ভালো ক'রেই বুঝতে পেরেছি ব'লে; খাঁটি রাশিয়ানের মতো মদ খেতে পারিনি ব'লে নয়—সব বিষয়ে সকল রকমেই আমি যে সম্পূর্ণ অক্ষম সম্পূর্ণ অযোগ্য তাতে আর মনে কোনো সংশয় নেই ব'লে! শোনো, মেরিয়ানা, একদিন যে লক্ষ্য সামনে রেখে দুজনে আমরা এক হ'তে পেরেছিলুম, যার আকর্ষণে আমাদের একসঙ্গে পালিয়ে আসতেও বাধেনি—আমাদের সেই লক্ষ্য, আমাদের জীবনের সেই ব্রত, আজ আমার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে, তাতে আর আমার বিশ্বাস নেই।

সত্যি বলতে কি, বিশ্বাস আমি আরো আগেই হারিয়েছিলুম, তোমার সঙ্গে দেখা হবারও আগে,—তারপর একদিন তুমিই আবার নতুন ক'রে সে বিশ্বাস জাগিয়ে তুললে আমার মনে; তোমার উৎসাহ, তোমার উদ্দীপনা মনে আমার আগুন ধরিয়ে দিলে।—কিন্তু বিশ্বাস আমি সত্যিই করিনে। আমি বিশ্বাস করতে পারবও না।"

মেরিয়ানা একটি কথাও বলিল না, মাথা নত করিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, নেজদানভ যাহা কিছু বলিল তাহার একটি কথাও যেন তাহার কাছে নূতন নয়।

নেজদানভ বলিয়া চলিল, "আমার সব সময় মনে হ'ত, বিপ্লবে আমার বিশ্বাস আছে, বিশ্বাস নেই শুধু আমার শক্তিতে, আমার কর্মক্ষমতায়। আজ তোমায় বলছি, বিপ্লবেই আমার বিশ্বাস নেই, ছিলও না কোনদিন। আর, মেরিয়ানা, তুমি—তুমি বিশ্বাস করো?"

মেরিয়ানা তৎক্ষণাৎ মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল।

"হাঁ, করি। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই আমি বিশ্বাস করি; আর সেই অটুট বিশ্বাস নিয়ে এই কাজেই আমি আমার সারাটা জীবন উৎসর্গ করব।"

নেজদানভ তাহার পানে ফিরিয়া তাহার মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

"তোমার কাছে এই জবাব পাব আমি তা আগেই জানতুম। তাহ'লেই দেখছো, তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে একসঙ্গে কাজে লাগতে পারি এমন কোনো কাজ আর আমাদের কিছুই রইল না। তোমার আমার মাঝখানে মিলনের যে সূত্রটি এতকাল ছিল তুমি নিজের হাতেই তা একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে!"

মেরিয়ানা নীরব।

নেজদানভ আবার সুরু করিল, "ধরো সোলোমিনের কথা, যদিচ বিশ্বাস তারও নেই—"

"বলো কি!"

"যা সত্যি তাই বলছি। সেও বিশ্বাস করে না···কিন্তু বিশ্বাস করবার তার প্রয়োজনও হয় না; তবু সে এগিয়েই চলেছে। শহরের কোনো বড় রাস্তা দিয়ে যে পথিক চলেছে; শহর আছে কি নেই সে প্রশ্নই তার মনে জাগে না—সে শুধু আপন মনে আপন পথে এগিয়ে চ'লে যায়। এই হ'ল সোলোমিন। এর বেশি আর কিছু সে চায় না, দরকারও নেই। কিন্তু আমি ··আমি এগিয়েও যেতে পারিনে, পিছু হটতেও চাইনে, আর যেখানে আছি সেখানেও থাকতে পারছিনে! কোন্ সাহসে, কিসের অধিকারে আমি তোমায় বলব, 'তুমি আমার জীবনের সাথী হও, মেরিয়ানা'?"

মেরিয়ানা জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা দুজনেই কি দুজনকে ভালো-বাসিনে, এলেক্সি?"

নেজদানভ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "মেরিয়ানা ···আমি জানু পেতে তোমার পায়ের কাছে বসি···মনে তোমার করুণা জাগে, দুঃখ হয়;···দুজনেই আমরা দুজনকে বিশ্বাস করি, কেউ কাউকে প্রবঞ্চনা করবার কথা কল্পনাও করিনে—এই আমাদের দুজনের সম্বন্ধ। কিন্তু ভালো আমরা কেউ কাউকে বাসিনে।"

"এলেক্সি! এ তুমি কী বলছো? পুলিশ আমাদের খোঁজে আজই এসে পড়তে পারে; আমাদের চ'লে যেতেই হবে; আর আমরা একসঙ্গেই যাব—"

"তাই তার আগেই সোলোমিনের কথামতো ফাদার জোসিমকে ধ'রে আমাদের বিয়ের কাজটা সেরে রাখতে হবে, কেমন এই তো?

পুলিশের হাঙ্গামা এড়াবার একটা ছাড়পত্র চাই যে! আমাদের বিয়েটাকে তুমি এ ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারো না আমি তা জানি।···কিন্তু তবু তো এও একটা বন্ধন; দুজনকে একসঙ্গেই বাস করতে হবে, আরো কত কি। সুতরাং দুজনের একসঙ্গে বাস করার ইচ্ছা ও সম্ভাবনা আমাদের আছে কিনা সেটাও বিয়ের আগে ভেবে দেখা দরকার।"

"তার মানে? তুমি কি তবে এইখানেই থেকে যাবে ভাবছো?"

"ন্-ন্-না।"—"হাঁ' কথাটাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল আর কি,—সে কোনরকমে সাম্‌লাইয়া লইল।

"তবে তুমি আর-কোথাও চ'লে যাচ্ছো? আমার সঙ্গে যাবে না?"

মেরিয়ানার একখানি হাত তখনো নেজদানভের হাতে ধরা ছিল; নেজদানভ তাহাতে একটা চাপ দিল।

"নিরাশ্রয় নিঃসহায় অবস্থায় তোমায় ফেলে রেখে চ'লে যাব এতটা নীচ আমি নই, মেরিয়ানা। জেনে রাখো, একা তোমায় থাকতে হবে না, আশ্রয় তুমি পাবে।"

মেরিয়ানা তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া উৎকণ্ঠিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার চোখদুটির পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল,—সে যেন তাহার অন্তরের গভীর অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

"কী হয়েছে তোমার, এলেক্সি? কী ভাবছো? আমায় বলো··· আমার ভারি ভয় করছে। এসব তুমি কী বলছো? কেন বলছো? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে!···অমন ক'রে চেয়ে আছ কেন? তোমার এ চাউনি তো আগে আর কখনো দেখিনি!"

নেজদানভ আস্তে তাহাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া তাহার হাতখানিতে

সস্নেহে চুম্বন করিল। মেরিয়ানা আজ আর আগের মতো হাসিয়া উঠিল না, বাধাও দিল না, শঙ্কিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"ভয় পেয়ো না মেরিয়ানা, আশ্চর্য হবারও তোমার কিছু নেই। মার্কেলভ চাষীদের হাতে মার খেয়েছে—তারা তার পাঁজরাগুলো ভেঙে দিয়েছে। আমায় তারা মারেনি—বরং আমার সঙ্গে ব'সে তারা মদ খেয়েছে, আমাকেও খাইয়েছে,—কিন্তু তারা আমার অন্তরাত্মাকে একেবারে দ'লে পিষে' তার শ্বাসরোধ ক'রে তবে ছেড়েছে, এমন মার মার্কেলভও খায়নি। আমি জন্মেছিলুম পঙ্গু হ'য়ে, আশা করেছিলুম সে ক্ষতি একদিন শুধরে' নিতে পারব; কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত, বুদ্ধির দোষে চিরদিনের মতো অকর্মণ্য হয়ে পড়লুম, ডেকে আনলুম সর্বনাশ। আমার মুখে আমার চাউনিতে হয়তো তারই আভাস তুমি দেখতে পাচ্ছো।"

"এলেক্সি, কেন তুমি মন খুলে' সোজাসুজি সব কথা আমায় বলছো না? তোমার মনে কী আছে কেন আমায় বুঝতে দিচ্ছো না?"

"মেরিয়ানা, আমার সমস্ত মন, আমার সমস্ত সত্তা আজ খোলা পুঁথির মতো প'ড়ে রয়েছে তোমার চোখের সামনে—তবু তুমি একথা বলবে? তোমায় আগে না জানিয়ে আমি তো কিছুই করিনে! আমার কোনো কাজেই তুমি অবাক হবে না; না, কিছুতে না!"

মেরিয়ানা কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না, ঠিক সেই মুহূর্তেই সোলোমিন আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

তাহার চলিবার ধরণ আগেকার চেয়ে সতর্ক, ব্যস্ত, দ্রুত ও চঞ্চল; চক্ষুদুটি অর্ধনিমীলিত, চাপা ঠোঁটদুটিতে একটা কঠিন দৃঢ়তার ভঙ্গী, মুখে একটা অনতিস্ফুট ব্যগ্র ব্যাকুলতার ছায়া।

সোলোমিন বলিতে সুরু করিল, "নেজদানভ, মেরিয়ানা, তোমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও, আর দেরি করবার সময় নেই। তোমাদের বিয়েটা নির্বিঘ্নে হয়ে যাওয়া দরকার। পকলিনের কোনো খবর নেই। ভয়ে হোক ভুল ক'রে হোক, হয়তো সব কথাই ও প্রকাশ ক'রে ফেলেছে—আমাদের কথাও। বোধ করি সেইজন্যেই তারা ওকে ছাড়েনি। তোমরা উঠে পড়ো। ফাদার জোসিমকে খবর পাঠানো হয়েছে, তিনি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। পাভেল তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। সে-ই হবে সাক্ষী।"

"আর তুমি?…তুমি?" নেজদানভ জিজ্ঞাসা করিল। "তুমি যাবে যাবে না? কোথাও এখুনি বেরুচ্ছো নাকি? তোমার সাজগোজ দেখে, পায়ে ঐ জুতো দেখে, তাই তো মনে হচ্ছে।"

"ও, হাঁ…রাস্তায় জলকাদা কিনা।"

"কিন্তু আমাদের জন্যে তুমিও তো বিপদে পড়তে পারো?"

"মনে তো হয় না…তবে…যাক্, সে ভাবনা আমার। তোমরা তাহ'লে একঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে নাও। মেরিয়ানা, তুমি একবার তাশিয়ানার সঙ্গে দেখা কোরো, সে তোমার জন্যে কী সব তৈরি ক'রে রেখেছে।"

"ও, হাঁ! আমারো তাকে দরকার…" মেরিয়ানা দরজার দিকে ফিরিল।

সহসা নেজদানভের মুখে কেমন একটা হতাশ ভয়ার্ত ভাব ফুটিয়া উঠিল; সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মেরিয়ানা! তুমি চ'লে যাচ্ছো?"

মেরিয়ানা তাহার পানে ফিরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

"আধঘণ্টা পরেই আমি ফিরে আসব। আমার তৈরি হয়ে নিতে তার বেশি দেরি হবে না।"

"আর একবার আমার কাছে এসো মেরিয়ানা, আরো—আরো কাছে—"

মেরিয়ানা তাহার ঠিক সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি বলবে, বলো!"

"বলব না—শুধু একবার, শুধু আর একটিবার তোমায় দেখব!"—নির্নিমেষ তৃষিত দৃষ্টিতে সে মেরিয়ানার মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল।

তারপর বলিল, "বিদায়, মেরিয়ানা, বিদায়!"

এই বিদায়-সম্ভাষণে মেরিয়ানা কেমন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল।

নেজদানভ তখন বলিয়া উঠিল, "আরে…এ আমি কী বলছি! তাহ'লে তুমি তো আধঘণ্টা পরেই ফিরে আসছো, কেমন?"

"হাঁ—"

"তুমি কিছু মনে কোরো না; আমায় ক্ষমা করো। সারারাত ঘুমোইনি কিনা, তাই আমার মাথাটা কেমন ঠিক নেই। আচ্ছা, তুমি তবে এসো। আমিও তৈরি হয়ে নিই।"

মেরিয়ানা বাহির হইয়া গেল। সোলোমিনও তাহার সঙ্গে যাইতেছিল, নেজদানভ ইসারা করিয়া তাহাকে ফিরাইল।

"সোলোমিন!"

"বলো!"

"তোমার হাতখানি আমায় দাও। তোমার আতিথেয়তা, তোমার সহৃদয়তা, তোমার দয়া ও প্রীতি যা পেলুম তার জন্যে তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ!"

সোলোমিন হাসিয়া হাতখানি তাহার দিকে বাড়াইয়া দিল। বলিল, "থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে! বলি, আর-কিছু বলবে?"

"হাঁ। বেশি নয়, শুধু একটি কথা। ধরো, যদি আমার একটা-

কিছু হয়, আশা করি মেরিয়ানাকে তুমি দেখবে, তার সব ভার তুমি নেবে, কখনো তাকে ত্যাগ করবে না ?"

"তোমার ভাবী স্ত্রীর কথা ভাবছো ?"

"হঁ্যা···মেরিয়ানার কথা !"

"তোমার কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে ব'লে আমি মনে করিনে। আর মেরিয়ানার সম্বন্ধেও তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। সে তোমার যতখানি প্রিয়, আমারো ঠিক তাই।"

"আমি তা জানতুম···আমি জানতুম, আমি জানতুম! আর আমার কোনো চিন্তা নেই। ধন্যবাদ!—তাহ'লে একঘণ্টার মধ্যেই তো ?"

"হঁ্যা।"

"বেশ। আমি তবে তৈরি হই।—বিদায়, বন্ধু !"

সোলোমিন বাহির হইয়া গিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ির পথে মেরিয়ানার দেখা পাইল। ভাবিল নেজদানভের সম্বন্ধে তাহাকে কিছু বলিবে, কিন্তু বলিল না। মেরিয়ানাও বুঝিতে পারিল সোলোমিন তাহাকে কি যেন বলিতে চাহিয়াও বলিতে পারিল না। সে নিজেও নীরব হইয়া রহিল।

২৫

সোলোমিন ঘরের বাহিরে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গেই নেজ্‌দানভ একলাফে বিছানা হইতে নামিয়া পড়িয়া অস্থির ভাবে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রস্তরমূর্তির মতো ক্ষণকাল নিথর নিস্পন্দ হইয়া রহিল। তাহার গায়ে তখনো সেই ছিন্ন মলিন বিচিত্র পোষাক। হঠাৎ একটানে সেটা খুলিয়া ফেলিয়া পা দিয়া ঘরের এক কোণে ছুঁড়িয়া দিল। তারপর নিজের পোষাক পরিয়া লইয়া সে টেবিলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। দেরাজ খুলিয়া দুইখানি খামে আঁটা চিঠি বাহির করিয়া সে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল এবং আর-একটা কী জিনিস লইয়া পকেটে পূরিল। তারপর সে গিয়া দাঁড়াইল স্টোভের কাছে। নিচু হইয়া সে স্টোভের ছোট দরজাটা খুলিয়া ফেলিতেই দেখা গেল ভিতরে পড়িয়া আছে একরাশ ছাই—তাহার সমস্ত কাগজ-পত্র ও তাহার বড় দুখের বড় আদরের কবিতার খাতাখানির ভস্মাবশেষ! রাত্রেই এগুলি সে পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। কেবল পোড়াইয়া ফেলিতে পারে নাই মেরিয়ানার সেই ছবিখানি। সেখানা সে টেবিলের উপর চিঠি দুখানির ঠিক পাশেই আনিয়া রাখিয়া দিল।

এইবার চট্ করিয়া টুপিটা পরিয়া লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য দরজা পর্যন্ত গিয়াই হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া মেরিয়ানার ঘরে গিয়া ঢুকিল। একবার চারিধারে চাহিয়া দেখিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেরিয়ানার ক্ষুদ্র শয্যাটির পার্শ্বে নত হইয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুর বেগ কোনমতে রোধ করিয়া তাহার একটি প্রান্ত চুম্বন করিল। তারপর সহসা উঠিয়া

দাঁড়াইয়া টুপিটা কপালের উপর টানিয়া দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়িতে বা নিচে কাহারো সহিত তাহার দেখা হইল না। নিভৃত সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া সে দ্রুতপদে সন্তর্পণে বাগানের একটি নিরালা কোণে একটি আপেল গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সারা আকাশ মেঘে ঢাকা, ঝির ঝির করিয়া গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ভিজা বাতাসে গাছের ডালপালা হেলিতেছে দুলিতেছে আর তাহাদের ভিতর হইতে শর্ শর্ খস্ খস্ শব্দ হইতেছে।

নেজদানভ দৃঢ়পদে স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তারপর, দেরাজ হইতে যে-বস্তুটি বাহির করিয়া পকেটে পুরিয়াছিল তাহা আবার পকেট হইতে বাহির করিয়া হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। হাঁ, ঠিক আছে।

একবার সে চোখ তুলিয়া বাড়ির জানালাগুলির দিকে তাকাইল। তাহার মনে হইল, যদি ঐ জানালায় দৈবাৎ কাহারো সহিত চোখো-চোখি হইয়া যায় তাহা হইলে হয়তো সে তাহার সঙ্কল্প ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু জানালায় কেহই দাঁড়াইয়া নাই, জনমানব চারিধারে কোথাও কেহ নাই—সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, নিষ্ঠুর নিয়তির হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া কে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেছে।

তবু এখনো দ্বিধা ?—না, দ্বিধা নাই। তবে আর বিলম্ব কেন ?—না, আর বিলম্ব হইবে না।

নেজদানভ মাথার টুপিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পিস্তল হাতে তুলিয়া লইল।...

একটা চাপা আওয়াজ—বুকে একটা কঠিন আঘাত,—সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহটা মাটিতে ভিজা ঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির একটি জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল

তাশিয়ানা। পিস্তলের আওয়াজ তাহার কানে যায় নাই, কিন্তু নেজদানভকে হঠাৎ অমন করিয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া তাহার কেমন সন্দেহ হইল। তৎক্ষণাৎ সে বাগানে তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল।

"একি! এলেক্সি দিমিত্রি! কী হয়েছে তোমার?"

নেজদানভের চোখে তখন অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে—মনেও। দেহে তাহার তখনো প্রাণ আছে, জ্ঞানও একেবারে লুপ্ত হয় নাই—কিন্তু তাহার সাড়া দিবার শক্তি কোথায়?

তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাশিয়ানা দেখিল—একি, এযে রক্ত!

অমনি সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "পাভেল! পাভেল!"

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই মেরিয়ানা, সোলোমিন, পাভেল আর কারখানার দুটি লোক বাগানে ছুটিয়া আসিল। তারপর তাহারা ধরাধরি করিয়া নেজদানভের সংজ্ঞাহীন অবশ দেহ সন্তর্পণে তুলিয়া আনিয়া, তাহারই ঘরে তাহারই শয্যায় তাহাকে শোওয়াইয়া দিল।

এখনো তাহার প্রাণ আছে, বক্ষের স্পন্দন এখনো থামিয়া যায় নাই—কিন্তু তাহার লুপ্ত চৈতন্য কি আর ফিরিয়া আসিবে? সে কি আর জাগিবে?

তাহার চক্ষু দুইটি অর্ধনিমীলিত, সারা মুখখানি পাণ্ডুর নীল; গলার ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ হইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া চাপা কান্নার মতো এক একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে।

মেরিয়ানা ও সোলোমিন দুইজনে তাহার শয্যার দুইপাশে দাঁড়াইয়া নতনেত্রে বিবর্ণ ম্লান মুখে নীরব অন্তর্বেদনায় ম্রিয়মাণ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া আছে। দুইজনেই স্তম্ভিত, হতবাক্—মেরিয়ানার

বুকের ভিতর যে কী হইতেছে তাহা কেবল সে-ই জানে! কিন্তু তাহারা যেন বিস্মিত হয় নাই, যেন এ ঘটনা তাহাদের কাছে একটুও অপ্রত্যাশিত নয়। তাহাদের মনে হইতেছে, যেন এই রকম একটা আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন ভাবে বরাবরই তাহাদের মনের কোণে জাগিয়া ছিল; তাহারা জানিয়াও জানিতে চায় নাই, বুঝিয়াও বুঝিতে চায় নাই।—কিন্তু কেন, কেন উপেক্ষা করিয়াছে? কেন তাহারা এমন করিয়া অন্ধ হইয়া ছিল?

ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, কে তবে ইহার জন্য দায়ী? বিবেক-বৃশ্চিকের দংশনে মেরিয়ানার মন কেন এমন করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে? ভাগ্যবিড়ম্বিত নেজদানভের জন্য তাহার নিভৃত অন্তরে গভীর শোক ও সমবেদনার যে সকরুণ আর্তনাদ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত একটা নিদারুণ ভয় ও লজ্জার অনুভূতিও কি মিশিয়া নাই? মেরিয়ানা কেন তবে চোখ তুলিয়া সোলোমিনের মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না? তাহারা কি দুজনেই অপরাধী? ইচ্ছা করিলে মেরিয়ানা কি নেজদানভকে বাঁচাইতে পারিত না? এই যে নবনীর মতো নমনীয়, কুসুমের মতো কমনীয়, দেবতার নির্মাল্যের মতই পবিত্র একটি জীবন হৃদয়ের যত অপরিতৃপ্ত আশা, অপরিপূর্ণ কামনা, অচরিতার্থ বাসনা লইয়া সদ্যোজাগ্রত যৌবনের প্রথম পুণ্যপ্রভাতে এমন অকারণ ও অকরুণ অকৃতার্থতায় অকালে ঝরিয়া গিয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল—সে কি তাহার এই ভয়াবহ শোচনীয় পরিণাম রোধ করিতে পারিত না? নিয়ত-নিষ্ঠুর নিয়তির এই নিরতিশয় নির্দয় নির্দেশ সে কি ইচ্ছা করিলেই ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিত না?

চিরজনমের অচরিতার্থ সাধ,
মরম-রক্তে রাঙা যে কামনাগুলি,—
পাবে দেবতার পরম আশীর্বাদ।...
আমি তো র'ব না, হ'ব ধরণীর ধূলি ॥

মেরিয়ানার মনে পড়িল, একদিন এই কবিতাই সে নিজের মুখে নেজদানভকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছে।' একি তাহার হতভাগ্য প্রিয়তমের অভিশপ্ত দুর্বহ জীবনের শেষ পরিণতির অমোঘ ইঙ্গিত? সেদিন কেমন করিয়া তাহারি কণ্ঠে এ ভবিষ্যদ্বাণী সহসা উচ্চারিত হইয়াছিল? কেন—কেন—কেন?

আর তাই কি আজ সে আর সোলোমিন নেজদানভের নিঃসাড় নিশ্চেতন দেহের পার্শ্বে নতনেত্রে নির্বাক নিশ্চেষ্ট নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছে · কেন? কিসের জন্য?···হা ঈশ্বর!

সহসা নেজদানভের গলার ঘড় ঘড় শব্দটা থামিয়া গেল, তাহার দেহটা নড়িয়া উঠিল।

সোলোমিন অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "জ্ঞান ফিরে আসছে।"

মেরিয়ানা ঝপ্ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া শয্যার পার্শ্বে বসিয়া পড়িতে নেজদানভ ধীরে ধীরে চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল।

"আমি · আমি এখনো···বেঁচে আছি!" তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু ও করুণ। "এ কাজটাও ঠিকমতো করতে পারলুম না?··· তোমাদের—তোমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে!···আমিই—"

"এলেক্সি!"—মেরিয়ানা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া তাহার বুকের কাছে মুখ গুঁজিল।

"না...বেশি, বেশি দেরি নেই।···মেরিয়ানা···তোমার···মনে পড়ে···আমার সেই···সেই কবিতাটা?···রূপে অতুল···কত না ফুল···

উঠিবে হাসি'…ফুটিয়া…? কিন্তু…কই…কোথায় ফুল?…নেই, নেই! …না থাক্…তুমি তো আছো…আছো আমার কাছে!.. ঐযে…ঐ চিঠিতে…"

হঠাৎ তাহার দেহটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

"ঐ, ঐ সে আসছে…আর দেরি নয়…এইবার তোমরা দু'জনে …দুজনার হাত ধরো…আমার সামনেই…আমি দেখি!…ধরো… শীগ্‌গির…"

সোলোমিন মেরিয়ানার হাত ধরিল। মেরিয়ানা তখনো বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে; আর শয্যার অপর পার্শ্বে সোজা হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে—সোলোমিন, পাষাণমূর্তির মতো; রাত্রির মতো কালো, রাত্রির মতো স্তব্ধ গম্ভীর তাহার মুখ।

"এইতো…হাঁ…এইতো ঠিক হয়েছে!"—বলিয়াই নেজদানভ কেমন এক রকম করিয়া শ্বাস লইতে লাগিল…মুখে আর কথা ফুটিল না। মেরিয়ানা ও সোলোমিনের মিলিত দুখানি হাত তাহার বুকের উপর।—একবার সে তাহার উপর নিজের হাতখানি রাখিতে গেল—পারিল না,—শিথিল কম্পিত হাতখানি একবার একটু উঠিয়াই আবার পরক্ষণেই নিঃসাড় হইয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

শেষ নিশ্বাস পড়িল। তখনো তাহার বুকের উপর মেরিয়ানার হাত সোলোমিনের হাতে ঠিক তেমনি করিয়াই জড়ানো।

চিঠি দুইখানির একখানি সিলিনের নামে:

"বিদায়, বন্ধু, বিদায়! আমার এই চিঠি যখন তুমি পাবে তখন আমি আর ইহলোকে নেই। জানতে চেয়ো না কেন, কিসের

জন্যে; দুঃখও কোরো না। জেনো, এই আমার ভালো হ'ল,—হাঁ, এই ভালো, এই ভালো! এইটুকুই শুধু তোমায় বলতে চাই, জানি এতেই তুমি সব বুঝবে—বেশি কিছু লিখবার সময়ও আমার নেই। তবু তোমাকে না জানিয়ে সংসার থেকে বিদায় নিতেও পারিনে; তুমি ভাবতে পারো আমি বেঁচেই আছি, কেবল ভুলে গেছি ব'লেই তোমায় চিঠি দিইনে। আমাদের বন্ধুত্বে এ কলঙ্কটুকু রেখে যাব কেন? তাই এ চিঠি—এই আমার শেষ চিঠি। বিদায়, বন্ধু, চিরবিদায়!—তোমার 'এ. ন.' "

অপর চিঠিখানি অনেকটা বড়—একসঙ্গে সোলোমিন ও মেরিয়ানা দুজনকেই লেখা :

"বন্ধু সোলোমিন, বয়সে আমি তোমার চেয়ে কিছু ছোটই হব, কিন্তু আজ তোমাদের কাছে চিরবিদায় নেবার সময়—জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে—আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তোমার চেয়ে প্রবীণ, আর তুমি যেন আমার ছোটভাই। তোমাদের দুজনের উপরেই আমি অবিচার করেছি। আর, মেরিয়ানা, তোমায় তো আমি অনেক দুঃখই দিয়ে গেলুম! আমার জন্যে তোমার মনে মনে কত উদ্বেগ, কত উৎকণ্ঠা! আমি তো সবই জানি। আমি যখন থাকব না, তখনো তুমি আমার জন্যে শোক করবে দুঃখ করবে তাও আমি জানি। কিন্তু কী করব বলো। এ ছাড়া আর তো কোনো পথ খুঁজে পেলুম না। যা আমি হ'তে চেয়েছিলুম, হ'তে পারিনি, হ'তে পারতুমও না কোনদিন। আমার মধ্যেই আছে দোষ, আছে অভাব; সে দোষ, সে অভাব আমার স্বভাবের। কিন্তু আমি আর আমার স্বভাব যে অভিন্ন। রাখতে হ'লে দুটোকেই রাখতে হয়, ছাড়তে হ'লে ছাড়তেও হয় দুটোকেই। রাখা আর চলে না,—একটা আর-একটার টুঁটি

টিপে ধরে ; বিরোধ জেগে ওঠে, কোনো কালেই বিরাম নেই যার ; আর সেই অন্তহীন দ্বন্দ্বে মুহূর্তের শান্তি থাকে না জীবনে। তবু তাই নিয়ে বেঁচে থাকা ? সে কি সম্ভব ? তাই আমায় এই পথ বেছে নিতে হ'ল—এই একমাত্র পথ। লুপ্ত হয়ে যাই নিশ্চিহ্ন হয়ে।

মেরিয়ানা, যদি বেঁচে থাকতুম, আমার জীবনটা বোঝা হয়ে উঠত —তোমার কাছেও, আমারি নিজের কাছেও। তুমি হয়তো হাসিমুখেই সে বোঝা বইতে—মন তোমার কত মহৎ আমি তো জানি। তোমার জীবনে সে হ'ত এক নতুন রকমের আত্মবলি। কিন্তু তোমার সে আত্মদান কোন্ অধিকারে, কিসের জোরে, কেনই বা দাবী করব আমি তোমার কাছে ? আমি কি জানিনে যে-ব্রতে দীক্ষা নিয়ে যে-সাধনায় তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করতে চলেছো তার আদর্শ এর চেয়ে আরো কত বড, আরো কত মহৎ।

তাই আজ—এসো তোমরা দুজনে—আমি মৃত্যুর তীরে এসে দাঁড়িয়ে তোমাদের দুহাত এক ক'রে দিয়ে যাই—মিলিয়ে দিয়ে যাই দুজনকে। সুখেই থাকবে তোমরা দুটিতে, সুখেই থেকো। মেরিয়ানা, আমি জানি সোলোমিনকে তুমি ভালোবাসতে পারবে, ভালো বাসবেও একদিন ; আর সে···সে সিপিয়াগিনের বাড়িতে যেদিন প্রথম তোমায় দেখেছিল সেইদিন থেকেই ভালোবেসেছে। আমি তা জানতুম, তবু একদিন আমরা দুটিতে পালিয়ে চ'লে এলুম—এলুম তোমার সঙ্গে আমি, এলে আমার সঙ্গে তুমি।

আহা, সেদিনের সেই চমৎকার সুন্দর ভোরবেলাটি ! সেযে কত নির্মল, কত উজ্জ্বল, আর কী স্নিগ্ধমধুর—আমি আজও ভুলিনি। আজ আমার কী মনে হচ্ছে জানো, মেরিয়ানা ?—সে যেন একখানি আনন্দময় সুন্দর প্রতিচ্ছবি তোমাদেরই দুজনের অনাগত মিলিত

জীবনের,—না—চিরজীবনের! আমি শুধু নিতান্তই দৈববশে দুদিনের জন্যে তোমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলুম।

কিন্তু, না, আজ আমি কোনো ক্ষোভ কোনো অভিমানই জানাতে আসিনি তোমাদের কাছে—শুধু বলতে এসেছি কেন আমি চ'লে যাচ্ছি, চ'লে না গিয়ে কেন আমার উপায় নেই। জানি মেরিয়ানা, গভীর শোক ও নিবিড় দুঃখের কয়েকটি করুণ মুহূর্ত কাল আমি রেখে যাব তোমার জন্যে। কিন্তু কী করব—উপায় নেই, উপায় নেই। বিদায় মেরিয়ানা, বিদায় লক্ষ্মী!—বিদায়, সোলোমিন! তোমার হাতেই আজ আমি মেরিয়ানাকে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি বন্ধু! সুখে থেকো দুজনে; সুখে রেখো পরস্পরকে। দুজনে দুজনার হয়ে, তোমরা হও সকলের।

আর, মেরিয়ানা, তোমার সুখের দিনেই শুধু—যদি পারো—মাঝে মাঝে আমায় মনে কোরো। শুধু এইটুকই মনে কোরো—আমার মধ্যে হয়তো বা ভালোও কিছু ছিল, কিন্তু বেঁচে থাকা আমার সুখের নয় ব'লেই আমায় মরতে হ'ল।···আমি কি তোমায় সত্যিই ভালো বেসেছিলুম? জানিনে সত্যিকারের ভালোবাসা কা'কে বলে। আমি শুধু এইটুকু জানি—তোমার চেয়ে প্রিয় আর আমার কেউ নেই, কিছু নেই—ছিলও না কোনদিন। এ বিশ্বাস আছে ব'লেই তো মরতে পারছি,—নইলে কি পারতুম?

মেরিয়ানা, যদি কোনদিন মাশুরিনার সঙ্গে আর তোমার দেখা হয়, তাকে বোলো, মরবার ঠিক আগেও তাকে আমার মনে প'ড়েছিল, আমি তাকে ভুলিনি। সে বুঝবে।

কিন্তু আর নয়। বাঁধন ছেঁড়বার সময় এলো।

এইমাত্র একবার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলুম রাতের আকাশ। আকাশে সুন্দর উজ্জ্বল একটি তারা—তার উপর দিয়ে দ্রুতবেগে দলে

দলে মেঘ চলেছে ছুটে—তবু কিছুতেই তা'রা পারছে না তারাটিকে ঢেকে ফেলতে। ঐ তারাটির পানে চেয়ে—মেরিয়ানা—তোমাকেই আমার মনে পড়ল। এই পাশের ঘরেই তুমি এখন ঘুমিয়ে আছো—হায়, তুমি ভাবতেও পারছো না, জানতেও পারছো না কিছু।...একবার, তোমার দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম, দরজায় কান পেতে রইলুম, মনে হ'ল যেন শুনতেও পেলুম তোমার শান্ত নির্মল নিশ্বাসের শব্দ!...

বিদায়, তবে বিদায় প্রিয়বন্ধু,—বিদায় প্রিয়বান্ধবী,—চিরবিদায়!
—তোমাদেরই 'এ'

পুনশ্চ—কি আশ্চর্য! এতক্ষণ ধ'রে কেবল নিজের কথাই বললুম, একটিবারও বললুম না আমাদের ব্রত আমাদের সাধনার কথা! মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সত্য গোপন ক'রে লাভ নেই। মেরিয়ানা, তুমি আমায় ক্ষমা কোরো! মিথ্যে যা-কিছু সে ছিল শুধু আমার মধ্যেই, তোমরা যে-সাধনায় বিশ্বাস করো তাতে নয়। আর একটা কথা। জেলে গিয়ে তিলে তিলে মরার চেয়ে একেবারেই মরা ভালো, হয়তো এই কথা ভেবেই আমি মরতে যাচ্ছি, এমন সন্দেহ মনেও এনো না কখনো। কারাবাস এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়। কিন্তু যে-কাজে যে-সাধনায় আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, তারই জন্যে কারাবরণ—এ কল্পনাও অসহ্য। নইলে, শুধু কারাবরণ করবার ভয়েই আমি মৃত্যুবরণ করছি একথা সত্যি নয়, মেরিয়ানা।—বিদায়, বিদায়, বিদায়!"

মেরিয়ানা ও সোলোমিন একে একে দুইজনেই চিঠিখানি পড়িল। তারপর মেরিয়ানা তাহার নিজের সেই ছবিখানি আর চিঠি দুখানি হাতে তুলিয়া লইয়া নীরবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সোলোমিন বলিল, "এসো মেরিয়ানা; সব প্রস্তুত। তার শেষ অনুরোধ আমাদের রাখতেই হবে। এসো।"

মেরিয়ানা ধীরে ধীরে নেজদানভের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া তাহার মৃত্যুশীতল ললাটে সকরুণ ওষ্ঠাধর স্পর্শ করাইল।

এক মুহূর্ত কাটিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সোলোমিনের মুখের পানে চাহিয়া সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "চলো।"

হাত-ধরাধরি করিয়া দুইজনে বাহির হইয়া গেল।

শেষ